

নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 34 ■ Issue 04 ■ September 2018 ৩৪ বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ সেপ্টেম্বর ২০১৮

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ
বদলে যাওয়া নৌবাহিনীর কথকতা

দেশে মেরিটাইম গবেষণায় থিংকট্যাংক বিমরাডের যাত্রা শুরু
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জলসীমা: হুমকি ও তার প্রতিকার
মনুষ্যবিহীন ইউএসভি ও ইউওকেভি: সামরিক জলযানের ভবিষ্যৎ!



নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

নৌবাহিনীর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ও আধুনিকায়নের তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের
কাছে পৌঁছে দিতে সম্প্রতি 'বাংলাদেশ নেভি ইন টুয়েন্টি ফাস্ট সেক্সটুরি'
শিরোনামে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও তথ্যবহুল একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বানৌজা
শেখ মুজিব' এর কমিশনিং অনুষ্ঠানে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

সমুদ্র তরঙ্গ



১৬

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জলসীমা: হুমকি ও তার প্রতিকার

জলপথে দস্যুতা এবং অন্যান্য সংঘটিত অপরাধ শত শত বছর ধরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমুদ্রপথগুলোতে একটি বিরট সংকট হিসেবে বহাল রয়েছে। ২০১৬ তে কিছু সময়ের জন্য জলসীমায় সশস্ত্র ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রবণতা ৫৮ শতাংশ কমে এসেছিল। ইদানিং সে প্রবণতা আবারও বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণ ফিলিপাইনে ইসলামিক স্টেটের সাথে সম্পর্কিত সহিংস বাহিনীদের উত্থানের সাথে সাথে এই জলসীমাগুলো আবারও বিপদাপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

সমুদ্র তরঙ্গ



২৬

মনুষ্যবিহীন ইউএসভি ও ইউওকেভি: সামরিক জলযানের ভবিষ্যৎ

নতুন ধরনের মনুষ্যবিহীন সারফেস ডেইকল (ইউএসভি) ও ওশেন কমব্যাট ডেইকল (ইউওকেভি) পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে চায়না অ্যারোস্পেস অ্যান্ড টেকনোলজি কর্পোরেশন (সিএএসসি)। ডি৩০০০ মডেলের ওশেনিক কমব্যাট ডেসেলটি হবে ৩০এম-ক্লাস মনুষ্যবিহীন সারফেস জলযান। অপরদিকে, মনুষ্যবিহীন সারফেস ডেইকল (ইউএসভি) প্লাটফর্মটির লক্ষ্য হলো বিভিন্ন রকম মেরিটাইম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নৌ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ সুনিশ্চিত করা। এই দুটি অত্যাধুনিক মনুষ্যবিহীন জলযান পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা সাগরে মনুষ্যবিহীন প্রযুক্তির ব্যবহারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ বদলে যাওয়া নৌবাহিনীর কথকতা

সম্পাদকীয় ■ ০৪

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ০৫

জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতা

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ০৬

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন বিষয়ে

সমুদ্র তরঙ্গ ■ ২০

গো-উইন্ড করডেট: যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে নতুন ব্যাপ্তি

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২২

আধুনিক প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক নৌতৎপরতা সংবাদ

নাবিক হৃদয়ে ■ ২৮

গল্প-কবিতা ও সমুদ্র-বন্দর-ঘাঁটি সফর অভিজ্ঞতা

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ৩০

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৬

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

নৌঅঞ্চলের ক্রীড়া-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সংবাদ

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪৪

নৌপরিবারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৭

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

লেপান্তোর যুদ্ধ: ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম নৌযুদ্ধ

ইউরোপের মিত্র খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ নিয়ে গঠিত হলি লিগ এবং মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল লেপান্তোর যুদ্ধ। ১৫৭১ সালের ৭ অক্টোবর ভূমধ্যসাগরে খ্রিসের আওনিয়ান অঞ্চলের পাতরাস উপসাগরে এই যুদ্ধ হয়। ক্লাসিকাল যুগের পর হতে সে সময় পর্যন্ত পশ্চিমের নৌ ইতিহাসে এটি ছিল বৃহত্তম নৌযুদ্ধ। এই যুদ্ধে খ্রিস্টান মিত্রবাহিনীর ২১২টি যুদ্ধজাহাজ, ২৮,৫০০ সৈনিক এবং ৪০,০০০ নাবিক এবং অপর পক্ষে অটোমান বাহিনীর ২৭৮টি যুদ্ধজাহাজ; ৩১,৪৯০ সৈনিক ও ৫০,০০০ নাবিক অংশগ্রহণ করে।



মাত্র ৪৫ জন সদস্য আর দুটি টহল জাহাজ পদ্মা ও পলাশ নিয়ে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে যাত্রা করা বাংলাদেশ নৌবাহিনী কালের পরিক্রমায় আধুনিক সক্ষমতার একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সময় বাহিনীতে যেমন অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম ও অবকাঠামো যুক্ত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে বাহিনীর দক্ষতা। সমুদ্রকে নিরাপদ আর শত্রুমুক্ত রেখে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিটি নৌসদস্য আজ বদ্ধপরিকর।

০৮

উন্নয়ন পরিক্রমা



০৬

দেশে মেরিটাইম গবেষণায় থিংকট্যাংক বিমরাডের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশে বিস্তৃত ক্ষেত্রে মেরিটাইম গবেষণায় থিংকট্যাংক হবার প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু হলো 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড) এর। নৌসদর দপ্তর কমপ্লেক্সে অবস্থিত বিমরাড কার্যালয়ের উদ্বোধন করেছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ। নৌবাহিনী প্রধান তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশের সামনে ব্লু ইকোনমির সন্ধাননা কাজে লাগাতে এবং সমুদ্রের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে, এ খাতের বিশেষজ্ঞমহল, গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংগঠিত করে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে বিমরাড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”

সংবাদ পরিক্রমা



৩৬

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ

গত ২ জুলাই চট্টগ্রামের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০১৮/এ ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে এ কুচকাওয়াজের মাধ্যমে নৌবাহিনীর ২০১৮/এ ব্যাচের ছয় জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারকে র‍্যাংক ব্যাজ প্রদান করা হয়। ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণে সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন করে মো. আফজাল হোসেন ভূইঞা শ্রেষ্ঠ টেকস ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার হিসেবে ‘বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্বর্ণপদক’ লাভ করেন।



উপদেষ্টা

রিয়্যার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল
এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার এম সোহায়েল, (ট্যাজ)
এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এম নাকিউর রহমান, (এনডি), পিসিজিএম, বিএন

সম্পাদনা সহকারী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সিপিও
মোঃ সোলায়মান, পিও (রাইটার)
মোঃ পিয়ারুল ইসলাম, এলএসএ

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ এম ফারুকুল ইসলাম, বিএন

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল: লেঃ কমান্ডার এম জুবায়ের আহমেদ,
(এইচ-৩), বিএন

খুলনা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম কুতুব উদ্দিন, বিএন

কমান্ডার বিএন ফ্রিট: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম সেলিম আখতার, বিএন

কমান্ডার ফ্রিটাল ওয়েস্ট: ইঃ লেঃ কমান্ডার উম্মে ফারহানা এলিন, বিএন

বিএন ডকইয়ার্ড: লেঃ এম সারোয়ার হাবিব, (এস), বিএনডিআর

কমসোয়াডস: লেঃ তানজীম জাহীম মজুমদার (এস), বিএন

কমন্যান্ড: লেঃ ফারজানা নাছির, (এল), বিএন

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি: ইঃ লেঃ এম আনোয়ার হোসেন, বিএন

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম: ইঃ লেঃ মাইমুনা বিনতে মাহফুজ, বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নোগোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,

ঢাকা-১২১৩

ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com

ওয়েব: www.navy.mil.bd

কন্টেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

এনলাইটেন ভাইবস

বাড়ি-৪, সড়ক-৭/বি, সেক্টর-৩

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন: ০১৭০৯ ৩৭১ ৯৮১

ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

আজকের বাংলাদেশ নৌবাহিনী-ত্রিমাত্রিক সক্ষমতায় অবিশ্বাস্যভাবে বদলে যাওয়া এক নৌবাহিনী

একটি যুদ্ধবিক্ষস্ত দেশ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছরে শূন্য থেকে মহাশূন্যে ঠাঁই করে নেওয়া এক বিশ্বায়ের নাম বাংলাদেশ। গভীর আত্মত্যাগ, অবিশ্বাস্য সাহসিকতা আর বীরত্বচিহ্নিত এক তীব্র ভালোবাসার নাম বাংলাদেশ। এই দেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য আর জাতিস্বত্বকে বুক থেকে ধারণ করে বাঙালি জাতিকে প্রবলভাবে আলোচিত করে তুলেছিলেন যে মহান পুরুষ, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত শিল্পোন্নত এক আধুনিক সোনার বাংলার। সে লক্ষ্যে প্রণয়ন করেন দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা। সেই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ ও জনগণের কল্যাণে গৃহীত হতে থাকে উন্নয়নমুখী নানা পদক্ষেপ। প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণতায় জাতি অর্জন করেছে এক বিশাল সমুদ্রসীমা। উন্মোচিত হয়েছে ব্লু-ইকনোমির সম্ভাবনাময় দূয়ার। সম্পদ আর অপার সম্ভাবনার এই সমুদ্রকে নিরাপত্তা রেখে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। তাই নিয়মিত শক্তিকালীন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্লু-ইকনোমির নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিরাপত্তা প্রদানে মুখ্য সংস্থার দায়িত্ব নৌবাহিনীর ওপরই বর্তায়। সরকার গঠিত ব্লু-ইকনোমি সেলের কার্যক্রমে নৌবাহিনীর সরাসরি সম্পৃক্ততার পাশাপাশি সমুদ্রের সম্পদ অন্বেষণে, সিসমিক সার্ভে, ক্রুড ওয়েল স্থানান্তরে মুরিং বয় ও পাইপ লাইন স্থাপন, মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট, মহেশখালীতে নির্মাণাধীন এলএনজি টার্মিনালসহ বিভিন্ন প্রকল্পের তদারকি ও নিরাপত্তা প্রদানসহ এলএনজিবাহী জাহাজের নিরাপত্তা প্রদানে নৌবাহিনী পরিচালনা করছে অপারেশন ব্লু-গার্ড। একইভাবে দেশের নদ-নদী রক্ষা এবং সমুদ্র বন্দরগুলো সৃষ্টভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনীতিকে বেগবান করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সারা বিশ্বে উন্নয়নের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আজকের বাংলাদেশ নৌবাহিনী-ত্রিমাত্রিক সক্ষমতায় অবিশ্বাস্যভাবে বদলে যাওয়া এক নৌবাহিনী। গত কয়েক বছরে নৌবাহিনীতে যেমন সংযোজিত হয়েছে সাবমেরিন তেমন অবকাঠামো উন্নয়নে সাধিত হয়েছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নৌবাহিনীর ফ্রিট অথবা ঘাঁটি-যেদিকেই দৃষ্টি যায় সে দিকেই এক অভূতপূর্ব উন্নয়নের ছোঁয়া। অবাক বিশ্বয়ে চেয়ে থাকার মতো। এবারের নৌপরিক্রমায় থাকছে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কথকতা।

পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত সমুদ্রপথগুলো প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্য দিয়ে। শত শত বছর ধরে এই জলপথে দস্যুতা এবং অন্যান্য সংঘটিত অপরাধ একটি বিরাট সংকট হিসেবে বহাল রয়েছে। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। দক্ষিণ ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ার রিয়াও দ্বীপমালা সিঙ্গাপুর প্রণালীর সন্নিকটে অবস্থিত, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত এই এলাকায় বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশি, ফলে এখানকার দরিদ্র মানুষেরা অনেকেই জলদস্যুতা, অপহরণ, তেলপাচার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। ইন্দোনেশীয় দ্বীপমালায় ১৭,৫০০টি এবং ফিলিপাইনি দ্বীপমালায় ৭,১০০টি দ্বীপ রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেই এই অবস্থানগুলো জলদস্যুদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক, ছোট ছোট জলযানে করে এরা এসে অতর্কিতে বাণিজ্যিক তেলবাহী ও মালবাহী জাহাজকে আক্রমণ করে সহজেই হাজার হাজার দ্বীপের কোনো একটিতে গিয়ে গা-ঢাকা দিতে পারে। অপরদিকে, স্থানীয় নৌবাহিনী এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই দস্যুদের মোকাবিলা করার জন্য অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সম্পদশালী নয়। যে দেশগুলো এই জলভূমি এবং জলসীমা ভাগ করে নিচ্ছে সে দেশগুলোর ভিতরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বাসের অভাব এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কলহ বিদ্যমান, যা জলপথের এইসব সমস্যাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব হুমকি শনাক্ত করা এবং তা মোকাবিলায় এ অঞ্চলের দেশসমূহের যৌথ প্রয়াস বদলে দিতে পারে 'অনিরাপদ সমুদ্রপথ' এর দীর্ঘদিনের বদনাম। এ নিয়ে থাকছে বিস্তারিত।

প্রিয় পাঠক, নৌবাহিনীর ক্রম উন্নয়নের পথ ধরে নৌপরিক্রমাও এগিয়ে চলেছে তার আপন লক্ষ্যে। আপনাদের মতামত আমাদের অগ্রযাত্রার পথকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

নতুন দিনের আশ্বাসে জেগে উঠুক বাংলাদেশ। শুভেচ্ছা।



বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া ট্রলার 'স্বাধীন-৩' এর জেলেদের উদ্ধার করে বানৌজা তুরাগ

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবিতে নৌবাহিনীর উদ্ধার অভিযান

গত ১০ সেপ্টেম্বর মোংলা ফেয়ারওয়ের অদূরে বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের সাথে সংঘর্ষে একটি মাছ ধরা ট্রলার ডুবে যায়। খবর পেয়ে গভীর সমুদ্রে টহলরত নৌবাহিনী জাহাজ তুরাগ দুর্ঘটনার শিকার ট্রলারটিকে উদ্ধারের জন্য তাত্ক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৯ জন জেলেকে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় জীবিত উদ্ধার করে। স্বাধীন-৩ নামে ট্রলারটিতে মোট ১২ জন জেলে ছিল। নিখোঁজ ৩ জেলেকে উদ্ধারে নৌবাহিনী জাহাজ তুরাগ নিরবচ্ছিন্ন

উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রাখে। উদ্ধার তৎপরতাকে জোরদার করতে মোংলা থেকে আরও দুটি নৌবাহিনী জাহাজ মেঘনা ও নিশান ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়। উদ্ধারকৃত জেলেরা হলেন মো. হানিফ (৪০), মো. আবুল কালাম (৪২), মো. জাকির হোসেন (৪৭), মো. সুজন (২৮), মো. রুবেল (২৮), মো. মুসা (২২), মো. জাকারিয়া (১৬), মো. কবির (৪২) এবং মো. মনির (২০)। এরা সকলেই বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানার কাতারতলী গ্রামের বাসিন্দা। বানৌজা তুরাগে নৌবাহিনীর মেডিকেল টিম উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে। পরবর্তীতে ১১ সেপ্টেম্বর উদ্ধারকৃত জেলেদের

পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নৌবাহিনী এবং নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রাখে। 'স্বাধীন-৩' ট্রলারটি পাথরঘাটা থেকে এসে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত ছিল। দুর্ঘটনার দিন ভোরে একটি বাণিজ্যিক জাহাজের সাথে সংঘর্ষে ট্রলারটি উল্টে যায়।

বিমান বাহিনীর বিধ্বস্ত যুদ্ধবিমান উদ্ধার

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি কেএইচডব্লিউ যুদ্ধবিমান গত ১ জুলাই যশোর সদর থানার চান্দুটিয়া ইউনিয়নের বুকভরা হাওড়ে বিধ্বস্ত হয়। বিমানের আরোহী দু'জন প্রশিক্ষক কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে বানৌজা তিতুমীরের ১৪ সদস্যের একটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্রুত উদ্ধার অভিযান কার্যক্রম শুরু করে। পরে চট্টগ্রামের সোয়াডস সেন্টার থেকে চার জন বিশেষায়িত ডুবুরি ও আন্ডার ওয়াটার সার্চ করার জন্য বানৌজা অগ্রদূত হতে সাইড স্ক্যান সোনারসহ আরও চার জনের একটি বিশেষায়িত দল দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয়। টানা পাঁচ দিন উদ্ধার অভিযানের পর নিহত দুই পাইলটের দেহাবশেষ এবং বিমানের বিভিন্ন খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সর্বশেষ ৬ জুলাই বিধ্বস্ত বিমানের এফডিআর (ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার) উদ্ধার শেষে উদ্ধার অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণকারী বানৌজা তিতুমীর ও খুলনা নৌঅঞ্চল সংস্থার ডুবুরিদের পেশাগত দক্ষতা এবং দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীসহ সকল মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়।

বিমান বাহিনীর বিধ্বস্ত বিমান উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করে নৌবাহিনীর ডুবুরি দল





নৌসদর দপ্তর কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড) কার্যালয় উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান

দেশে মেরিটাইম গবেষণায় থিংকট্যাংক বিমরাডের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশে বিস্তৃত ক্ষেত্রে মেরিটাইম গবেষণায় থিংকট্যাংক হবার প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু হলো 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিমরাড)। গত ৩ জুলাই নৌসদর দপ্তর কমপ্লেক্সে প্রধান

অতিথি হিসেবে বিমরাডের কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি। এ সময় বেশ কয়েকজন সাবেক নৌবাহিনী প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নৌবাহিনী প্রধান তার বক্তব্যে শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে বলেন, “বঙ্গবন্ধুই প্রথম দেশের সমৃদ্ধিতে সমুদ্রের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার গতিশীল নেতৃত্বে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সমুদ্র সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বৈধ সামুদ্রিক অঞ্চল, এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অর্জন

বাংলাদেশের সামনে ব্লু ইকোনমির নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এবং সমুদ্রের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে, এ খাতের বিশেষজ্ঞমহল, গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংগঠিত করে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে বিমরাড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামুদ্রিক বিষয়ক ইউনিটের সেক্রেটারি রিয়ার এডমিরাল মো. খুরশেদ আলম, এনডিসি, পিএসসি (অব.) বলেন, “মহাসাগর সীমাহীন অনুদান প্রদান করে। আমাদের সমুদ্রের প্রতি আরও যত্নবান হতে হবে এবং সমুদ্র থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ে মেরিটাইম শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি গঠন করতে হবে।”

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম নৌপ্রধান ক্যাপ্টেন নুরুল হক (অব.) বলেন, “মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক খাতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিমরাড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রধানের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে নৌপ্রধান ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ নৌসদরের সাগরিকা হলে মেরিটাইম



রিসার্চ সেন্টার নিয়ে নির্মিত একটি
প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ
করেন।

নৌসদরের নবনির্মিত প্রধান ফটকের উদ্বোধন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল
নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি,
ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি,
পিএসসি গত ২৯ জুলাই নৌসদরের
নবনির্মিত প্রধান ফটকের শুভ উদ্বোধন
করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন
কর্মকর্তাবৃন্দ ও মনোনীত নৌসদস্যগণ
উপস্থিত ছিলেন।



বানোজা হাজী মহসীনে নির্মিত নতুন ভবন

বানোজা হাজী মহসীনে নতুন প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল
নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি,
ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি,

পিএসসি গত ৯ সেপ্টেম্বর বানোজা
হাজী মহসীনে নির্মিত নতুন প্রশাসনিক
ভবন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলের উচ্চপদস্থ
সামরিক, অসামরিক কর্মকর্তা ও

কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান
শেষে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য উর্ধ্বতন
কর্মকর্তাবৃন্দ নবনির্মিত ১৪তলা ভবনটি
পরিদর্শন করেন।





নারীর ক্ষমতায়নে সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নতুন কমব্যাট পোশাকে নৌবাহিনীর নারী সদস্যগণ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ বদলে যাওয়া নৌবাহিনীর কথকতা

আজকের বাংলাদেশ নৌবাহিনী-ত্রিমাত্রিক সক্ষমতায়
অবিশ্বাস্যভাবে বদলে যাওয়া এক নৌবাহিনী। গত কয়েক
বছরে নৌবাহিনীতে যেমন সংযোজিত হয়েছে সাবমেরিন
তেমনি অবকাঠামো উন্নয়নে সাধিত হয়েছে এক বৈপ্লবিক
পরিবর্তন। নৌবাহিনীর বহর অথবা ঘাঁটি-যেদিকেই দৃষ্টি
যায় সে দিকেই এক অভূতপূর্ব উন্নয়নের ছোঁয়া। অবাক
বিশ্বাসে চেয়ে থাকার মতোই।

একটি যুদ্ধবিশিষ্ট দেশ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছরে শূন্য থেকে মহাশূন্যে ঠাঁই
করে নেওয়া এক বিশ্বায়ের নাম বাংলাদেশ। গভীর আত্মত্যাগ, অবিশ্বাস্য
সাহসিকতা আর বীরত্বখচিত এক তীব্র ভালবাসার নাম বাংলাদেশ। এই
দেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য আর জাতিস্বত্তাকে বুক ধারণ করে বাঙালি
জাতিকে প্রবলভাবে আলোচিত করে তুলেছিলেন যে মহান পুরুষ, তিনি
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই আমাদের রক্তঝারা সশস্ত্র একাত্তর। অনবদ্য
বিজয়গাথা। তাঁর হাত ধরেই বিশ্বের বুক আমাদের সগৌরবে বেড়ে ওঠা।
বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত শিল্পোন্নত এক আধুনিক
সোনার বাংলা। সে লক্ষ্যে প্রণয়ন করেন দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন
পরিকল্পনা। সাগর বিধৌত এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি যে সমুদ্রেই নিহিত তা
সুস্পষ্ট অনুধাবণ করে ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করেন 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস



অ্যাড মেরিটাইম জেনস অ্যান্ড'। সমুদ্রের সম্পদ আর অধিকার রক্ষায় গুরু করেছিলেন একটি আধুনিক নৌবাহিনী গঠনের কাজ।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ ও জনগণের কল্যাণে গৃহীত হতে থাকে উন্নয়নমুখী নানা পদক্ষেপ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি অর্জন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি-প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। বাস্তবায়িত হচ্ছে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরসহ ঢাকা মেট্রোরেলের মতো বিভিন্ন মেগা প্রকল্প। আজ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে স্থান করে নিয়েছি আমরা। উন্নয়নের এই অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আগামী ২০২১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ।

উন্নয়নে সুউচ্চ শিখরে নৌবাহিনী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রকে পিতার মতোই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তার অসাধারণ বিচক্ষণতায় জাতি অর্জন করেছে এক বিশাল সমুদ্রসীমা। উন্মোচিত হয়েছে ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনাময় দুয়ার। সম্পদ আর অপার সম্ভাবনার এই সমুদ্রকে নিরাপদ রেখে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। তাই নিয়মিত শান্তিকালীন দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকার গৃহীত ব্লু-ইকোনমির নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিরাপত্তা প্রদানে মুখ্য সংস্থার দ্বায়িত্ব নৌবাহিনীর ওপরই বর্তায়। সরকার গঠিত ব্লু-ইকোনমি সেলের



ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে শিগগিরই যুক্ত হতে যাচ্ছে নতুন দুটি গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট

কার্যক্রমে নৌবাহিনীর সরাসরি সম্পৃক্ততার পাশাপাশি সমুদ্রের সম্পদ অন্বেষণে, সিসমিক সার্ভে, ক্রুড ওয়েল স্থানান্তরে মুরিং বয় ও পাইপ লাইন স্থাপন, মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট, মহেশখালীতে নির্মাণাধীন এলএনজি টার্মিনালসহ বিভিন্ন প্রকল্পের তদারকি ও নিরাপত্তা প্রদানসহ এলএনজিবাহী জাহাজের নিরাপত্তা প্রদানে নৌবাহিনী পরিচালনা করছে অপারেশন ব্লু-গার্ড। একইভাবে দেশের নদ-নদী রক্ষা এবং সমুদ্র বন্দরগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনীতিকে বেগবান করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সারা বিশ্বে উন্নয়নের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সাবমেরিন, জাহাজ ও হেলিকপ্টার সংযোজন এবং সোয়াডসের আধুনিকায়ন

ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে নৌবহরে যুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ও

যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত ২৫টি যুদ্ধজাহাজ। অচিরেই যুক্ত হবে আরও দুটি শক্তিশালী মিসাইল ফ্রিগেট ও দুটি করভেট। তাছাড়া নিজস্ব ইয়ার্ডে প্যাট্রল ক্রাফট, লার্জ প্যাট্রল ক্রাফট, সাবমেরিন টাগ, সার্ভে ভেসেলসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ ও নিজ ব্যবস্থাপনায় ফ্রিগেট তৈরির পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রেতা থেকে নির্মাতা নৌবাহিনীতে রূপান্তরের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। দুটি হেলিকপ্টার ও দুটি মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট নিয়ে যাত্রা শুরু করা নেভাল অভিযেশনে শিগগিরই যুক্ত হবে আরও দুটি নবনির্মিত মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট। অভিযেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইতিমধ্যেই চলমান জাহাজের ডেক থেকে উজ্জয়ন ও অবতরণে বৈমানিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া বাহিনীর নিজস্ব মেইনটেন্যান্স টিম দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞ হয়ে উঠছে। ফলে সম্ভব হচ্ছে এমপিএ ও হেলিকপ্টারসমূহের বিভিন্ন শিডিউল মেইনটেন্যান্স। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রকে পিতার মতোই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তার অসাধারণ বিচক্ষণতায় জাতি অর্জন করেছে এক বিশাল সমুদ্রসীমা। উন্মোচিত হয়েছে ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনাময় দুয়ার। সম্পদ আর অপার সম্ভাবনার এই সমুদ্রকে নিরাপদ রেখে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। তাই নিয়মিত শান্তিকালীন দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকার গৃহীত ব্লু-ইকোনমির নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিরাপত্তা প্রদানে মুখ্য সংস্থার দ্বায়িত্ব নৌবাহিনীর ওপরই বর্তায়।

নতুন দুটি সাবমেরিন সংযুক্তির
মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক বাহিনী
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে
বাংলাদেশ নৌবাহিনী



নৌসদস্যদের তীব্র
আবাসন সংকট দূর
করতে সম্প্রতি সকল
নৌঅঞ্চলে নির্মিত ২২টি
বহুতল ভবনের উদ্বোধন
করেন মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
সকলের আন্তরিক
প্রচেষ্টায় মাত্র দেড়
বছরে সম্পন্ন হয়েছে
ভবনসমূহের মূল কাজ,
যা নৌবাহিনীর
ইতিহাসে এক
যুগান্তকারী ঘটনা। এ
প্রকল্পের অংশ হিসেবে
কর্মকর্তা, নাবিক ও
অসামরিক কর্মচারীদের
জন্য নির্মিত হয়েছে
মোট ১৭টি বহুতল
আবাসিক ভবন।
যেখানে মোট ১,৫৫৯
জন সামরিক-অসামরিক
নৌসদস্য সপরিবারে
বসবাস করতে
পারবেন। একইসাথে
চট্টগ্রাম ও খুলনা
নৌঅঞ্চলে নির্মিত
হয়েছে আন্তর্জাতিক
মানের নাবিক ব্যারাক।
যাতে প্রায় ৪,০০০
নাবিক উন্নত পরিবেশে
বসবাসের সুযোগ
পাবেন।



সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়াতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও দুটি হেলিকপ্টার ও দুটি মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্র্যাফট

দমনসহ দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির
লক্ষ্যে গঠিত বিশেষায়িত নৌকমান্ডো দল
'সোয়াড্‌স' কে বিগত কয়েক বছরে আরও
সক্ষম ও শক্তিশালী করা হয়েছে। কাউন্টার
টেররিজম ও বন্দী উদ্ধারকার্যে সুপ্রশিক্ষিত
করতে বানোজা নিভীকে গড়ে তোলা হয়েছে
সোয়াড্‌স এর নিজস্ব 'ক্লোজ ডোর ফায়ারিং
রেঞ্জ' এবং 'শুট হাউজ'। সরবরাহ করা হচ্ছে
আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট। ১২ই
মার্চ ২০১৭। ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর রূপকার
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক
আগ্রহে নৌবাহিনীতে দুটি সাবমেরিন
'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা' সংযোজনের মাধ্যমে
পূরণ হয়েছে আমাদের দীর্ঘদিনের কাম্বুকৃত
স্বপ্ন। বাংলাদেশ নৌবাহিনী রূপান্তরিত
হয়েছে একবিংশ শতাব্দির আধুনিক
ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে। পরিপূর্ণ ঘাঁটি
সুবিধা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সাবমেরিন দুটির
জন্য গড়ে তোলা হয়েছে আন্ডার ওয়াটার

ডাইভিং ডিটেকশন সোনার সম্বলিত নিরাপদ
বার্থিং ব্যবস্থা। নির্মিত হয়েছে সাবমেরিন ফ্লিট
হেডকোয়ার্টার্স, সাবমেরিন স্কুল অ্যান্ড
সেন্টারসহ ব্যাটারি ও এয়ার চার্জিং স্টেশন
এবং রিপেয়ার ওয়ার্কশপ।

অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন: নৌঅঞ্চলসমূহে একযোগে ২২ বিল্ডিং

নৌসদস্যদের তীব্র আবাসন সংকট দূর
করতে সম্প্রতি সকল নৌঅঞ্চলে নির্মিত
২২টি বহুতল ভবনের উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকলের
আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাত্র দেড় বছরে সম্পন্ন
হয়েছে ভবনসমূহের মূল কাজ, যা
নৌবাহিনীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী
ঘটনা। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে কর্মকর্তা,
নাবিক ও অসামরিক কর্মচারীদের জন্য
নির্মিত হয়েছে মোট ১৭টি বহুতল আবাসিক
ভবন। যেখানে মোট ১,৫৫৯ জন

সামরিক-অসামরিক নৌসদস্য সপরিবারে
বসবাস করতে পারবেন। একইসাথে
চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে নির্মিত হয়েছে
আন্তর্জাতিক মানের নাবিক ব্যারাক। যাতে
প্রায় ৪,০০০ নাবিক উন্নত পরিবেশে
বসবাসের সুযোগ পাবেন। নির্মিত হয়েছে
বানোজা ঈসা খান ও নৌভান্ডার চট্টগ্রামের
আধুনিক প্রশাসনিক ভবন। নৌসদস্যদের
সুদৃশ্য প্রধান গেট, বানোজা হাজী মহসীনে
নবনির্মিত ১৪ তলা মাল্টিপারপাস ভবন
ছাড়াও ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
সেন্টারের জনবলের জন্য আবাসিক ভবন,
চট্টগ্রামের আরআরবি ও নাবিক কলোনি-২
এ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স, বানোজা শহীদ
মোয়াজ্জমে এসএম ব্যারাক, নাবিক
কলোনিগুলোতে আধুনিক মসজিদ, রসদ
ভান্ডার ও আধুনিক রেশন ইস্যু পয়েন্টসহ
বিভিন্ন নৌঅঞ্চলে চলমান রয়েছে নানা
ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প।

অবকাঠামো উন্নয়নে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায়
একযোগে ২২টি বহুতল ভবনের উদ্বোধন করা হয়





প্রশিক্ষণের উন্নয়নে বানৌজা ঈসা খানে স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত প্রশিক্ষণ ভবন

আধুনিক সামরিক সরঞ্জামাদির সংযোজন

নৌবহরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চলমান রয়েছে আধুনিক সাভেইলেন্স ইকুইপমেন্ট সংযোজন ও কমব্যাট সিস্টেমসমূহের আধুনিকায়নের কার্যক্রম। জাহাজসমূহে স্থাপন করা হয়েছে থ্রিডি সার্চ ও সাভেইল্যান্স রাডার, আধুনিক নেভিগেশনাল রাডারসহ হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটি। সংযোজিত হয়েছে ট্যাকটিকাল ডাটা লিংক সিস্টেম এবং আইএফএফ সিস্টেম।

মেরামত ও সংযোজনে সাফল্য

নৌবাহিনীর ক্রমাগত এই উন্নয়নের সাথে তাল মেলাতে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে বিএন ডকইয়ার্ডের সার্বিক সক্ষমতা। প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই নিজস্ব জনবল ও এর ২৪টি আধুনিক ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ শ্রমঘন্টা বা তিন হাজার ৩৮০ কোটি টাকা সমমূল্যের কার্যাদেশ বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে। নৌবাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বিএন ডকইয়ার্ডের কার্যক্রম এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে গত ২১ মার্চ ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করেন সম্মানজনক ন্যাশনাল স্ট্যাডার্ড। একইসাথে বিভিন্ন কন্ট্রোল এবং মনিটরিং সিস্টেম এর আধুনিকায়ন, নতুনভাবে নকশা প্রণয়নসহ জটিল ও গবেষণাধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিত্য পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে আরও সক্ষম হয়ে উঠেছে সিএনআরডি। গড়ে তোলা হয়েছে নৌবাহিনীর নিজস্ব বোট ওয়ার্কশপ। যানবাহনসমূহের সুষ্ঠু

রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য তৈরি করা হচ্ছে মটর ট্রান্সপোর্ট রিপেয়ার ওয়ার্কশপ।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নৌবাহিনী

হাজার বছরের গৌরবধারী বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্প। অথচ মাত্র কয়েক শ বছরের আবর্তনে বিশ্বায়করভাবে প্রায় বিলুপ্তির মুখে চলে গিয়েছিল লাভজনক এ শিল্প। তবে হতাশার অন্ধকারে সে অবগাহনের দিন বুঝি ফুরিয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় একুশ শতকের বাংলাদেশে আবারো নবীন প্রাণের উজ্জীবন ঘটতে শুরু করেছে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের নিজীব দেহে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় থাকা শিপইয়ার্ডগুলো তো বটেই, এমনকি বেসরকারি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোও দ্রুতগতিসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। নৌযান নির্মাণখাতের বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে

মনে হচ্ছে, শত বছরের ব্যবধানে আবারো ফিরে আসতে চলেছে বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিন। সিডিডিএল বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ ডক ইয়ার্ডে নির্মিত হয়েছে কম্পোজিট বোট ওয়ার্কশপ এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে এগিয়ে চলছে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণসহ আন্তর্জাতিক মানের রাবার ফ্যাক্টরির নির্মাণ কাজ। নৌবাহিনী হয়ে উঠছে আরও সক্ষম ও আত্মনির্ভর। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ধীরে ধীরে ‘ক্রেতা নৌবাহিনীর ভূমিকা থেকে নির্মাতা নৌবাহিনী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।

প্রশিক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন

আধুনিক এসব যুদ্ধ সরঞ্জাম পরিচালনা ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নৌসদস্যদের সক্ষম করে গড়ে তুলতে সকল প্রশিক্ষণ স্কুলের আধুনিকায়নসহ ঢেলে সাজানো হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। বৃদ্ধি করা হয়েছে নৌসদস্যদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে চালু করা হয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের সুবিশাল বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স। বানৌজা ঈসা খানে পূর্বের ছোট ছোট প্রশিক্ষণ স্কুলগুলো ভেঙ্গে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ট্রেনিং কমপ্লেক্স। খুলনা নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে ব্যারাক সুবিধাসহ নেটস্ মাল্টিপারপাস ভবন ও সোলাম ট্রেনিং কমপ্লেক্স। এতে বছরে প্রায় সাত হাজার নাবিকের আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে সম্প্রতি গঠন করা হয়েছে নেভি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (ন্যাটডক)। যা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি ও ডকট্রিন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় একুশ শতকের বাংলাদেশে আবারো নবীন প্রাণের উজ্জীবন ঘটতে শুরু করেছে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের নিজীব দেহে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় থাকা শিপইয়ার্ডগুলো তো বটেই, এমনকি বেসরকারি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোও দ্রুতগতিসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। নৌযান নির্মাণখাতের বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শত বছরের ব্যবধানে আবারো ফিরে আসতে চলেছে বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিন। সিডিডিএল বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশকারী যেকোনো উড়োজাহাজ চিহ্নিত করতে বানৌজা ঈসা খানে স্থাপন করা হয়েছে আইএফএফ সেন্টার (আইডেন্টিফিকেশন অব ফ্রেন্ডস অর ফো)



সম্প্রতি নৌসদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধায় আনা হয়েছে আমূল পরিবর্তন। আধুনিক ডিজিটাল কমব্যাট পোশাক প্রবর্তনসহ বেড়েছে পোশাক সামগ্রীর মান, বৃদ্ধি করা হয়েছে ক্রোডিং স্কেল। মানসম্মত রেশন আইটেম সরবরাহের পাশাপাশি এগিয়ে চলছে নৌবাহিনীর নিজস্ব সুবিশাল ফ্লাওয়ার মিল ও বেকারি নির্মাণের কাজ। উন্নত খারাব মেন্যু সরবরাহসহ ডাইনিং হলগুলোতে ফুড ডিস্ট্রিবিউশন কাউন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বদলেছে নাবিকদের মেসিং ব্যবস্থা। নৌসদস্যদের বেতন, রেশন ও ক্রোডিং সুবিধা আনা হয়েছে ডিজিটালাইজেশনের আওতায়। এ ছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে নৌবাহিনীর যানবাহন সুবিধা।



নৌবাহিনীর ফ্লোটিং ডকে নিয়মিত জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে বিএন ডকইয়ার্ডের সার্বিক সক্ষমতা

প্রণয়ন, প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন, মূল্যায়ন ও মনিটরিংসহ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের মাধ্যমে নৌবাহিনীতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবে।

ঘাঁটি সংযোজন

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় গড়ে উঠছে একের পর এক নতুন ঘাঁটি ও স্থাপনা। সম্প্রতি ঢাকায় জাতির পিতার নামে প্রথমবারের মতো একটি নৌঘাঁটি ‘বানোজা শেখ মুজিব’ এর কমিশনিং করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। একইভাবে পটুয়াখালীতে নির্মিত হচ্ছে এভিয়েশন সুবিধা সম্বলিত ঘাঁটি ‘বানোজা শেরে বাংলা’ এবং পেকুয়ায় নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি ‘বানোজা শেখ হাসিনা’। নতুনভাবে ভূমি অধিগ্রহণের

মাধ্যমে সকল নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হচ্ছে নৌবাহিনীর নিজস্ব ফায়ারিং রেঞ্জ। তাছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ায় নৌ হেলিকপ্টারসমূহের নিরাপদ সংরক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে বেলম্যান হ্যাঙ্গার। নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তিন বাহিনীর জন্য তৈরি করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন আইএফএফ সেন্টার।

সমুদ্র সংক্রান্ত গবেষণা

একইভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সমুদ্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ এবং

ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড)। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের সফল আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি দেশে-বিদেশে গুরুত্বের সাথে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জীবন যাত্রার উন্নয়ন

সম্প্রতি নৌসদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধায় আনা হয়েছে আমূল পরিবর্তন। আধুনিক ডিজিটাল কমব্যাট পোশাক প্রবর্তনসহ বেড়েছে পোশাক সামগ্রীর মান, বৃদ্ধি করা হয়েছে ক্রোডিং স্কেল। মানসম্মত রেশন আইটেম সরবরাহের পাশাপাশি এগিয়ে চলছে নৌবাহিনীর নিজস্ব সুবিশাল ফ্লাওয়ার মিল ও বেকারি নির্মাণের কাজ। উন্নত খারাব মেন্যু সরবরাহসহ ডাইনিং হলগুলোতে ফুড ডিস্ট্রিবিউশন কাউন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বদলেছে নাবিকদের মেসিং ব্যবস্থা। নৌসদস্যদের বেতন, রেশন ও ক্রোডিং সুবিধা আনা হয়েছে ডিজিটালাইজেশনের আওতায়। এ ছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে নৌবাহিনীর যানবাহন সুবিধা।

চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন

চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে সকল নৌ হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি। সম্প্রতি বানোজা হাজী মহসীন সিক-বে কে হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে। যেখানে রয়েছে কার্ডিওলোজি বিভাগ, প্যাথলজি ল্যাব, অপারেশন থিয়েটার, ফিজিওথেরাপি সেন্টারসহ আধুনিক সব চিকিৎসা সুবিধা। তাছাড়া নৌবাহিনীর সামরিক চিকিৎসকদের

আন্তর্জাতিক নৌপ্রশিক্ষণ ও গবেষণায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স





সম্প্রতি বানৌজা হাজী মহসীন সিক-বে কে হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে। এখানে রয়েছে কার্ডিওলোজি বিভাগ, প্যাথলজি ল্যাব, অপারেশন থিয়েটার, ফিজিওথেরাপি সেন্টারসহ আধুনিক সব চিকিৎসা সুবিধা

পাশাপাশি আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মোট ৩০ জন অসামরিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্স।

নিরাপত্তা বৃদ্ধি

নৌঅঞ্চলসমূহে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থাপন করা হয়েছে এক্সেস কন্ট্রোলসহ আধুনিক স্ক্রিনিং, মনিটরিং ও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত নৌসদস্যদের প্রদান করা হচ্ছে চিপ সম্বলিত ডিজিটাল স্মার্ট আইডি কার্ড। গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্কুল অব নেভাল ইন্টেলিজেন্স। তাছাড়া গঠন করা হয়েছে নৌবাহিনীর নিজস্ব ডগ স্কোয়াড। যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নৌঅঞ্চলে নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

নৌসদস্যদের কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রদক্ষেপ

সম্প্রতি নৌকল্যাণ পরিদপ্তরের আওতায় নৌকল্যাণ ফাউন্ডেশনের কর্ম তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রাইভেট সি পোর্ট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি ‘বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন ফর ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট’। চালু করা হয়েছে নিজস্ব বোতলজাত নেভি ড্রিংকিং ওয়াটার। তাছাড়া চলমান রয়েছে নদ-নদী ড্রেজিং, বাঁধ নির্মাণ, পাইপ লাইন স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণসহ বিভিন্ন দেশ গঠনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে নৌকল্যাণ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সক্ষমতা। ইতিমধ্যেই দ্বিগুণ করা হয়েছে শিক্ষা অনুদান। বাড়ানো হয়েছে বিএনবিএফ লোন সুবিধা। বৃদ্ধি করা হচ্ছে চিকিৎসা অনুদান ও মুক্তিযোদ্ধা

সম্মানী। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত নৌসদস্য ও দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী নৌসদস্যের পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাছাড়া অবসরপ্রাপ্ত নৌসদস্যদের চাকুরি বিষয়ক তথ্য প্রদান এবং এ সংক্রান্ত অনলাইন সেবা প্রদানে চালু করা হয়েছে ‘বিএন ভেটেরান ওয়েব সাইট’।

অবসরপ্রাপ্তদের জন্য বিএন টাউনশিপ প্রকল্প সাভার

অবসরপ্রাপ্ত নৌ সদস্যদের আবাসন সংকট দূর করতে প্রকল্প শুরুর দীর্ঘ প্রায় ৩৯ বছর পর আনুমানিক ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হচ্ছে বিএন টাউনশিপ সাভার এর নির্মাণ কাজ। যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। প্রকল্পটিতে নির্মাণ করা

হবে ২৬ এবং ২৭ তলা বিশিষ্ট ২২টি আধুনিক আবাসিক ভবন। থাকবে স্কুল, হাসপাতাল, শপিং কমপ্লেক্সসহ আধুনিক জীবনযাত্রার সকল সুবিধাদি। তাছাড়া অবসরপ্রাপ্ত নৌসদস্যদের বিভিন্ন চাকুরি বা নৌবাহিনী সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও অনলাইন ভিত্তিক সেবা প্রদানে চালু করা হয়েছে ‘বিএন ভেটেরান ওয়েবসাইট’।

বাস্তবচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ভাসানচর

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নোয়াখালী জেলার ভাসানচর দ্বীপে বলপূর্বক বাস্তবচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়স্থল গড়ে তোলে নৌবাহিনী। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সকল স্তরের নৌসদস্য,

বিভিন্ন কন্ট্রোল এবং মনিটরিং সিস্টেমের আধুনিকায়ন, নতুনভাবে নকশা প্রণয়নসহ জটিল ও গবেষণাধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিত্য পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও সক্ষম হয়ে উঠেছে সিএনআরডি



আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
আজ একটি সুপরিচিত
নাম। সম্প্রতি বাংলাদেশ
নৌবাহিনীর আয়োজনে
আইওএনএস এর ৩২টি
সদস্য রাষ্ট্রের
অংশগ্রহণে দেশের
জলসীমায় প্রথমবারের
মতো অত্যন্ত সফলভাবে
অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহৎ
আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া
‘ইমসারেক্স-২০১৭’।
তাছাড়া আঞ্চলিক
নিরাপত্তার বিবেচনায়
বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন
অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড
নিরসনে বাংলাদেশ ও
ভারতীয় নৌবাহিনীর
যৌথ অংশগ্রহণে শুরু
হয়েছে
কোঅরডিনেটেড প্যাট্রল
(করপ্যাট)।

দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞসহ গড়ে প্রতিদিন
প্রায় ১৬ হাজার নির্মাণ কর্মীর অক্লান্ত
পরিশ্রমে মাত্র ছয় মাসে এই মেগা প্রজেক্টের
কাজ সম্পন্ন করে নৌবাহিনী। এতে নিজ
দেশে প্রত্যাবর্তনের আগ পর্যন্ত সাময়িকভাবে
আশ্রয় দেওয়ার লক্ষ্যে আনুমানিক এক লক্ষ
বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের
বসবাস উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা,
অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বনায়ন করা
হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে ১২০টি
গুচ্ছগ্রাম। প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে সুপেয় পানির
জন্য নলকূপ স্থাপন ও পুকুর খনন করা
হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য
তৈরি করা হয়েছে পাকা রাস্তা। জোয়ারের
পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বীপটিতে নির্মাণ
করা হয়েছে উপকূলীয় প্রতিরক্ষা বাঁধ।
দুর্যোগকালীন প্রতিরক্ষার জন্য নির্মাণ করা
হয়েছে শেল্টার স্টেশন। বাড়ি ও
জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ প্রশমনের জন্য দ্বীপের
চারদিকে বনায়নের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে
উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী। এ ছাড়া দ্বীপটির
সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নির্মিত হয়েছে
নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। পাশাপাশি জরুরি
অবতরণ ও উদ্ধার কাজের জন্য নির্মিত
হয়েছে দুটি হেলিপ্যাড। মিয়ানমারের
বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত এ সকল জনগোষ্ঠী
নিজদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ভাসানচর
দ্বীপটিতে বাংলাদেশের ভূমিহীন ও দুস্থ
নাগরিকদের পুনর্বাসন করা হবে। পাশাপাশি
ভূমিহীন এ সকল জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক
কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এবং জীবনযাত্রার মান
উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে দ্বীপটিতে
বনায়ন ও গণপালনের ব্যবস্থা করা হবে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নৌবাহিনী

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী
আজ একটি সুপরিচিত নাম। সম্প্রতি
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আয়োজনে
আইওএনএস এর ৩২টি সদস্য রাষ্ট্রের



যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্রেতা নৌবাহিনীর ভূমিকা থেকে
নির্মাণে নৌবাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে

অংশগ্রহণে দেশের জলসীমায় প্রথমবারের
মতো অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে
বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া
‘ইমসারেক্স-২০১৭’। তাছাড়া আঞ্চলিক
নিরাপত্তার বিবেচনায় বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন
অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিরসনে বাংলাদেশ ও
ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ অংশগ্রহণে শুরু
হয়েছে কোঅরডিনেটেড প্যাট্রল (করপ্যাট)।

শান্তিরক্ষায় অর্জন

দেশের জলসীমাকে শত্রুমুক্ত রাখার
পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী
জাতিসংঘের প্রয়োজনে বিশ্ব শান্তিরক্ষায়
বিভিন্ন দেশে নৌসদস্য, যুদ্ধজাহাজ এবং
নৌকন্টিনজেন্ট প্রেরণ করছে। এ পর্যন্ত
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৪,৮৭৭ জন নৌসদস্য
৩০টি দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত
দক্ষতা, নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার

সাথে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেছে।
বর্তমানে বিশ্বের সাতটি মিশনে বাংলাদেশ
নৌবাহিনীর সর্বমোট ৫০৭ জন নৌসদস্য
মিলিটারি অবজারভার, স্টাফ অফিসার ও
কন্টিনজেন্ট সদস্য হিসেবে শান্তিরক্ষা
কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছেন। ভূমধ্যসাগরে
মাল্টিনিয়ানাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের
আওতায় লেবাননে শান্তিরক্ষা মিশন
ইউনিফিলে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজই
শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে
বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ ‘বিজয়’ এই
দায়িত্ব পালন করছে। জাহাজটি লেবাননের
ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ
অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে দক্ষতার সাথে
কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি লেবানিজ
জলসীমায় জাহাজ দুটি মেরিটাইম
ইন্টারডিকশন অপারেশন, সন্দেহজনক জাহাজ



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আয়োজনে আইওএনএস এর
৩২টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে দেশের জলসীমায়
প্রথমবারের মতো অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে
বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া ‘ইমসারেক্স-২০১৭’

ও এয়ারক্রাফটের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি, দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবানিজ নৌসদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করে যাচ্ছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য

শুধু পেশাগত ক্ষেত্রেই নয় আন্তঃবাহিনী ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় বিগত তিন বছরে দ্বিগুণীয় সাফল্য দেখিয়েছে নৌসদস্যরা। ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হকি, কাবাডি, অ্যাথলেটিক্স, শুটিং, দাবা, সাঁতার ও ডাইভিংসহ মোট ৩২টি প্রতিযোগিতার ২৩টিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাবান সাঁতারুদের তুলে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ও নৌবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হয় সাঁতারু অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ’। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সারাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৯টি উপজেলা হতে বাছাইকৃত সেরা সাঁতারুদের ঢাকায় এনে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সারাদেশের প্রায় ২৫ হাজার সাঁতারু এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ের বাছাই পর্বে প্রতিটি উপজেলা হতে ৪৮ জন সাঁতারু বাছাই করে জেলা পর্যায়ে আনা হয়। এভাবে জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা শেষে সারা দেশ হতে মোট ১,২৭৫ জন প্রতিভা সম্পন্ন সাঁতারু বাছাই করে ঢাকায় আনা হয়। পরবর্তীতে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্বে ১,২৭৫ জনের মধ্যে পুনরায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১৬০

জনকে নির্বাচিত করা হয়। এদের বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে তিন মাস ব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা ৬০ জন সাঁতারু নির্বাচন করা হয়। এই সকল সাঁতারুদের বিশ্বমানের করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিন বছর ব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাসহ যাবতীয় ব্যয়ভার সুইমিং ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বহন করা হচ্ছে।

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন

এ সকল সাফল্য আর উন্নয়নে নৌসদস্যদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ। সংঘের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজামের সুযোগ্য নেতৃত্বে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ সংঘের তত্ত্বাবধানেও গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সকল নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে আধুনিক রাইড সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন ১৫টি শিশুপার্ক। নৌসদস্যদের সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সকল নৌঅঞ্চলে গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং ওয়াকওয়ে। সংস্কার করা হয়েছে খেলার মাঠগুলো। কর্মকর্তা ও নাবিকদের পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা নিরসনকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নৌ কাউন্সেলিং অফিস। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে নাবিক কলোনিগুলোতে নির্মাণ করা হয়েছে সিডরিরিউঅ্যান্ডএমসি এবং এমআই রুম। তাছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে নৌ পরিবার শিশু নিকেতন ও নেভি অ্যাক্সরেজ স্কুলের নতুন নতুন ভবন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন

দেশের সমৃদ্ধ সংক্রান্ত শিক্ষা এগিয়ে নিতে মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিসহ নৌবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে নৌবাহিনী পরিচালিত স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ যুব সমাজ তৈরি করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। এত অল্প সময়ে সর্বক্ষেত্রে একটি নৌবাহিনীর এমন উত্তরণ বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। আর এ অসামান্য উত্থান সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহ, প্রখর দূরদর্শিতা এবং আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায়। শুধু তাই নয় আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম আর মানবতার নিদর্শন এ নৌবাহিনী মুক্তিযুদ্ধসহ দেশ ও জাতির কল্যাণে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অর্জন করেছে দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা স্বাধীনতা পদক। এ বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত। সমুদ্রকে নিরাপদ আর শত্রুমুক্ত রেখে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিটি নৌসদস্য আজ বদ্ধপরিকর। আমরা বিশ্বাস করি, জাতির পিতার কাক্ষিত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে প্রজন্মের পর প্রজন্মের হাত ধরে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এভাবেই এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় নৌবাহিনী ও মাতৃভূমি...।

এ সকল সাফল্য আর উন্নয়নে নৌসদস্যদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ। সংঘের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজামের সুযোগ্য নেতৃত্বে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ সংঘের তত্ত্বাবধানেও গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সকল নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে আধুনিক রাইড সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন ১৫টি শিশুপার্ক। নৌসদস্যদের সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সকল নৌঅঞ্চলে গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং ওয়াকওয়ে। সংস্কার করা হয়েছে খেলার মাঠগুলো।

নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়ার লক্ষ্যে ভাসানচরে আনুমানিক এক লক্ষ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বসবাস উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জলসীমা: হুমকি ও তার প্রতিকার

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমুদ্রসীমার রেখাগুলো অনেকদিন ধরেই ডাকাতি-জলদস্যুতাসহ জলপথে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধে জর্জরিত। দক্ষিণ ফিলিপাইনে ইসলামিক স্টেটের সাথে সম্পর্কিত সহিংস বাহিনীদের উত্থানের সাথে সাথে এই জলসীমাগুলো আরও বিপদাপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।



১৩ জুলাই ২০১৬ ম্যানিলা উপসাগর জলসীমায় জাপান-ফিলিপাইন যৌথ মহড়ার একটি দৃশ্য। সেখানে ফিলিপাইন কোস্ট গার্ডের সদস্যদের পাইরেটের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। পেছনে জাপানি কোস্ট গার্ডের সইয়া-ক্লাস প্যাট্রল ভেসেল সুগারু (পিএইচএল ০২) তাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

২০১৬ তে কিছু সময়ের জন্য জলসীমায় সশস্ত্র ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রবণতা ৫৮ শতাংশ কমে এসেছিল। ইদানিং সে প্রবণতায় আবার জোয়ার আসবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আন্তঃসরকারি মেরিটাইম সিকিউরিটি মনিটরিংয়ে জড়িত রিক্যাপ (রিজিওনাল কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট অন কমব্যুটিং পাইরেসি অ্যান্ড আর্মড রবারি) এর একটি পরিসংখ্যানের বরাতে আসন্ন এই সংকটের কথা বলা হয়। ২০১৭ সালে এসব অঞ্চলে সংঘটিত ১০১টি ডাকাতি এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের নিরিখে ২০১৬ সালের পরিসংখ্যানের চেয়ে ২০১৭তে এই প্রবণতা ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনাগুলোর ৬৮টি ঘটে

জাহাজ নোঙর করা অবস্থায় থাকাকালীন অথবা বার্ষিৎয়ের সময়, বাকি ৩৩টি ঘটে জাহাজ চলাচলের সময়ে। পরিসংখ্যানলব্ধ এই সংখ্যা ২০০০ সালের বা শূন্য দশকের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় যদিও অনেক কম, কিন্তু দক্ষিণ ফিলিপিন্স-ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার মধ্যবর্তী ত্রি-জলসীমায় বাঁধা সুলু এবং সেলিবিস সাগরে চলমান জাহাজে নাবিকদের নিরাপত্তা বহাল রাখা দিনকে দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। মার্চ ২০১৬ এবং ডিসেম্বর ২০১৭ এর মাঝামাঝি সময়ে ৫৯ জন নাবিক এই সাগরে অপহৃত হয়েছেন, এদের ভিতর প্রাণ হারিয়েছেন সাত জন এবং নয় জন নিখোঁজ রয়েছেন- ধারণা করা হচ্ছে তারা বন্দি হয়েছেন। এই অপহরণ কর্মকাণ্ডের সাথে

সহিংস সংগঠন আবু সায়াফ গ্রুপের (এএসজি) সম্পৃক্ততার কথা জানা গেছে, এই গ্রুপটি ১৯৯১ সালে মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এমএনএলএফ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে এই গ্রুপটি আরও কিছু ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেটের সাথে এর কিছু অংশের সংযোগের কথা জানা যায়।

নতুন সংযোগ

২০১৭ এর ২৩ মে এএসজি'র বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর উর্ধ্বতন নেতারা ফিলিপাইনের একটি অপরাধী গ্রুপের (মট গ্রুপ) পোশাক পরিধান করে মিন্দানাও দ্বীপের মারাউয়ি শহরে সমবেত হন। তারা সেটিকে

ইসলামিক স্টেটের প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেন এবং স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কুখ্যাত সেই কালো ব্যানার ওড়ান। এ ঘোষণার পরপর ইরাক এবং সিরিয়ার ইসলামিক স্টেটের নেতারা তা স্বীকৃতি দেন এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশের সমমনা অজস্র সশস্ত্র যোদ্ধা সমুদ্রপথে এই শহরে এসে জড়ো হয়। ফিলিপাইন সরকারের সাথে এই নতুন যোদ্ধাদের চার মাস ব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ চলে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে ১,৮০,০০০ মানুষের একটি শহরকে এভাবে দখল করে নেওয়ার ঘটনা এই প্রথম। সংঘর্ষে ৯০০ এর অধিক যোদ্ধার প্রাণহানি হবার পরে ২০১৭ সালের ১৭ অক্টোবর মারাউয়ি শহরের পুনর্দখল নেয় সরকার। বন্দুকযুদ্ধে পুলিশ ও মিলিটারিসহ ১৬৫ জন সরকারি কর্মকর্তা নিহত হন, প্রাণহানি ঘটে ৪০ জন সাধারণ নাগরিকের। হাজার হাজার নাগরিক শহর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং শহরটি সহিংস যুদ্ধের কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

মারাউয়ি শহরের দখল এবং পতনের এই ঘটনায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জলসীমার নিরাপত্তা এবং আদর্শিক অবস্থানের কারণে সহিংসতার বিষয়টি নতুন মাত্রা পরিগ্রহ করে। ২০১৭ এর মে মাসের আগে জলপথের ডাকাতি বা বন্দুকযুদ্ধগুলোর মূল কারণ ছিল অর্থ, তেলপাচার, মানবপাচার, রাহাজানি, চোরাচালান ইত্যাদি। আদর্শিক রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম সহিংসতা এর আগে কখনো ঘটেনি। এএসজি'র মতো গ্রুপ এর আগে রাহাজানি, নাবিক অপহরণ এবং ডাকাতির জন্য কুখ্যাত ছিল, এখন সেই গ্রুপ জিহাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে শহরের দখল নেবার চিন্তা করছে। পুরো ব্যাপারটি এই এলাকার জলসীমা এবং সমুদ্রপথের যাতায়াতে আগেকার সহিংসতাগুলোর ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পটভূমি

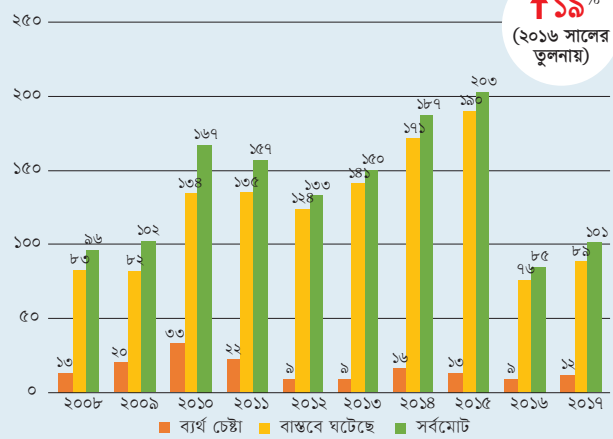
জলপথে এই দস্যুতা এবং অন্যান্য সংঘটিত অপরাধ শত শত বছর ধরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমুদ্রপথগুলোতে একটি বিরাট সংকট হিসেবে বহাল রয়েছে। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত জলযোগাযোগের পথগুলো এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যা কোনো কোনো স্থানে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের প্রণালীটির মতো সংকুচিত জলপথ, সুলু এবং সেলিবিস সাগরে রয়েছে ত্রিদেশীয় জলসীমা। এ ছাড়াও বৈশ্বিক বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ মালাক্কা এবং সিঙ্গাপুরের প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায় এই ত্রিদেশীয় জলসীমা দিয়ে বছরে ১,০০,০০০ জাহাজে ৪০ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের ৫৫ মিলিয়ন টন কার্গো পারাপার করা হয় এবং ১৮ মিলিয়ন মানুষ যাতায়াত করে এ জলপথে।

প্রথমত, দক্ষিণ ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ার রিয়াও দ্বীপমালা সিঙ্গাপুর প্রণালীর সন্নিকটে অবস্থিত, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত এই এলাকায় বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশি, ফলে এখানকার দরিদ্র মানুষেরা

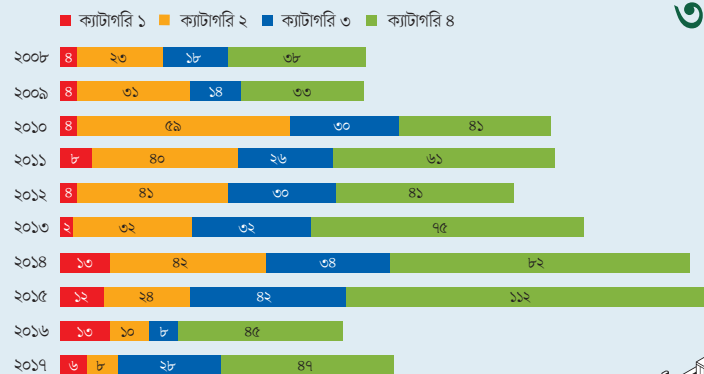


২০১৭ সালে এশিয়া জাহাজে জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতি

জলদস্যুতার সংখ্যা (২০০৮-২০১৭)



ক্যাটাগরি অনুযায়ী জলদস্যুতা (২০০৮-২০১৭)



২০১৬ সালে

১০১ জাহাজে সশস্ত্র ডাকাতি
৮৫ জাহাজে জলদস্যুতা

৮৯ বাস্তবে ঘটেছে
১২ ব্যর্থ চেষ্টা

২০১৬ সালে

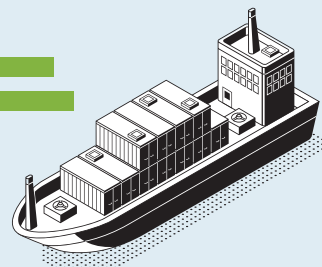
জাহাজে জলদস্যুতার পরিসংখ্যান

৬৮ ঘটনা

জাহাজ নোঙর বা ব্যর্থ থাকা অবস্থায়

৩৩ ঘটনা

জাহাজ চলাচলের সময়



অনেকেই জলদস্যুতা, অপহরণ, তেলপাচার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যস্ত সমুদ্রপথগুলো যে দ্বীপমালার ভিতর দিয়ে গেছে, সেখানে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু স্থান তৈরি হয়েছে যেখানে স্থলভাগের মাঝে দূরত্ব কম। ইন্দোনেশীয় দ্বীপমালায় ১৭,৫০০টি এবং ফিলিপাইনে ৭,১০০টি দ্বীপ রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেই এই অবস্থানগুলো জলদস্যুদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক, ছোট ছোট জলখানে করে এরা এসে অতর্কিতে বাণিজ্যিক তেলবাহী ও মালবাহী জাহাজকে আক্রমণ করে সহজেই হাজার হাজার দ্বীপের কোনো একটিতে গিয়ে গা-ঢাকা দিতে পারে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় নৌবাহিনী এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই দস্যুদের মোকাবিলা করবার জন্য অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সম্পদশালী নয়। ২০১৪ সালে জাহাজ আমদানির আগে মালয়েশিয়ান মেরিটাইম এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (এমএমইএ) মূলত চলত রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভি এবং নৌপুলিশের পুরানো জাহাজ দিয়ে। কিছুকাল আগেও ইন্দোনেশিয়ান মেরিটাইম সিকিউরিটি এজেন্সি চলত কিছু নৌকায়, যাতে চেপে তাদের কনস্টেবল বাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ পাহারা দিত।

চতুর্থত, যে দেশগুলো এই জলভূমি এবং জলসীমা ভাগ করে নিচ্ছে সে দেশগুলোর ভিতরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বাসের অভাব এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কলহ বিদ্যমান, যা জলপথের এইসব সমস্যাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন, সেলিবিস সাগরের খনিজ-সমৃদ্ধ এলাকা আন্ডালাত এবং পূর্ব আন্ডালাতের দখল নিয়ে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ভিতর তীব্র মতবিরোধ রয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বোর্নিওর সল্লিকটস্থ ভাঙ্গা দাতু জলসীমা নিয়েও রয়েছে বিবাদ। মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের ভিতর দক্ষিণ চীনা সাগরের দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। বিদ্যমান এইসব কলহের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকভাবে সমুদ্রপথের দস্যুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারটি মীমাংসা করা

যাচ্ছে না, দেশগুলোও একে অপরের সাথে মিলে একত্রে এই সমস্যার সমাধানকল্পে এগিয়ে আসছে না। যেমন- মালাকা প্রণালীর চৌকিদারি (মালাকা স্ট্রেইট প্যাট্রল, এমএসপি) এইসব স্পর্শকাতরতার কারণেই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে করা হয় না বরং সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেন একটি দেশে নৌব্যবস্থাপনায় অন্য দেশ হুকুমদারি করতে না পারে।

আন্তর্জাতীয় এই ধরনের অবিশ্বাস এবং কোন্দলের কারণে এডেন উপসাগরে পশ্চিমা উদ্যোগে পরিচালিত নৌ টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের অনুকরণে এখানে কিছু চালু করা সম্ভব হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরিচালিত ‘আটলান্টা’, ন্যাটো পরিচালিত ‘ওশান শিল্ড’ এবং ইউএস পরিচালিত ‘কমবাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস’ যেনাভাবে একত্রিত হয়ে এডেন উপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে জলদস্যুতা দমনে সক্ষম হয়েছে, তেমনটি এ অঞ্চলে সম্ভব হয়নি। সমুদ্রে অপরাধ দমনের অক্ষমতার কারণে এ অঞ্চলের অর্থনীতি এবং বাণিজ্য করা কোম্পানিগুলো বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শূন্য দশকের মাঝামাঝি এই অপরাধ প্রবণতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে লয়েডস জয়েন্ট ওয়ার কমিটি ২০০৫ ও ২০০৬ তে মালাকা প্রণালীকে যুদ্ধপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলশ্রুতিতে ইন্স্যুরেন্সের ব্যয় বিপুল হয়ে ওঠে এদিককার নৌপথে চলাচলকারীদের বাণিজ্যে। সুলু এবং সেলিবিস সাগরের এই ত্রিসীমায় গোলযোগের মাত্রা এমন আকার ধারণ করেছে যে, জাহাজগুলোকে বিকল্প পথ বেছে নিতে হয়েছে।

যৌথ উদ্যোগ

নৌবাণিজ্য অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক হয়ে উঠবার সুবাদে অবশেষে এই দেশগুলো কেবল সহযোগিতার ইঙ্গিতে সীমাবদ্ধ না থেকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৭ এর অক্টোবরে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের সরকার তাদের সশস্ত্র বাহিনীর উদ্যোগে ‘ট্রাইল্যাটেরাল এয়ার প্যাট্রল’ গড়ে তোলে।

মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিশামউদ্দিন হুসেইন বলেন, এই প্যাট্রল আকাশপথে সমুদ্রে সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলায় এবং অপরাধী ধরায় সাহায্য করবে। ২০১৭ সালে এর আগে তিন দেশের সহযোগিতায় সুলু সাগর ট্রাইল্যাটেরাল প্যাট্রলও একইভাবে গড়ে তোলা হয় এবং একই বছর জুনে তারা প্রথম অপারেশন পরিচালনা করে। জানুয়ারিতে ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ার মাঝে সংঘটিত চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, অপরাধীদের ধরবার এবং টহলদারির সময় বিপদকালে এক দেশের সমুদ্রসীমায় আরেক দেশ প্রবেশ করতে পারবে। ফিলিপাইন নৌবাহিনী (পিএন) এবং ইন্দোনেশীয় নৌবাহিনীও (টেনটারা নাসিওন্যালা ইন্দোনেশিয়া) চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় তারা একে অপরকে সতর্ক করে দেবে। এ ছাড়াও দাভাও শহরে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুয়ের্তে এবং ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেভো মারসুদির মধ্যে সাক্ষাৎ হবার পরপরই মারায়ুই শহরে দখলদার বাহিনীকে প্রতিহত করবার জন্যে সেনাবাহিনীর তৎপরতা জোরদার করা হয়।

এই চুক্তির সাথে সাথে তারা আরেকটি ইন্টেলিজেন্স প্যাক্ট ঘোষণা করেন, ‘আওয়ার আইজ’ নামে। এই উদ্যোগটিতে গত জানুয়ারিতে ছয়টি দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশের সরকার (ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড) সাক্ষর করে চুক্তিবদ্ধ হয়। অভূতপূর্ব এ চুক্তিতে বলা হয়, প্রতি দুই সপ্তাহে এই দেশগুলো সহিংস গ্রুপ এবং তাদের অভিসন্ধি নিয়ে সকল তথ্য ভাগ করে নেবে এবং একটি সাধারণ ডাটাবেজের মাধ্যমে চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের ওপর নজরদারি করবে। প্রতিটি দেশের সেনা বাহিনী এতে অংশ নেবে, সেই সঙ্গে অংশ নেবে উপকূলরক্ষীরা এবং নৌপুলিশ। যে দেশগুলো এতদিন ভৌগোলিকভাবে এত অবিশ্বাস এবং কোন্দলের ইতিহাস রচনা করেছে, তাদের ভেতর এমন চুক্তি প্রায় অচিন্তনীয়।

বাস্তবায়নের বাধা

স্থানীয় সংহতি এবং সহায়তার দিক থেকে এইসব চুক্তি অত্যন্ত ইতিবাচক হলেও এই চুক্তিগুলো বাস্তবায়নের পথে প্রচুর বাধা রয়েছে। নাম প্রকাশে অসম্মত পিএন এর একজন উর্ধ্বতন কর্মী বলেন-ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের নৌবাহিনী একটি সাধারণ নীতিমালার অধীন হতে গেলে এমনকি অপারেশন চালানোর সময় সতর্ক করবার জন্যে কখন গুলি ছোঁড়া হবে সেইসব বিষয়েও সম্মত হবার ব্যাপার রয়েছে। সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যের মোকাবিলায় একটি দেশ অন্য দেশের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে সম্মিত হয়ে কেমন করে জলসীমার বাইরে চলে যাওয়া দুর্ভুক্তকে ধাওয়া করবে ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। যদিও এইসব সিদ্ধান্ত নিয়ে সর্বসম্মতিতে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে, তবু সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিয়ে আশাবাদী হওয়া যায়। এইসব বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলে তিনটি দেশের সমুদ্রপথের নিরাপত্তা অনেক উন্নত হবে।

‘হাইক্রেস্ট ২০১৭’ মহড়ার সময় রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুরের নৌবাহিনী এবং পুলিশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ তাদের যৌথ প্রতিরোধ সক্ষমতা প্রদর্শন করছে





২০১৭ সালে ফিলিপাইন কোস্ট গার্ডের অনুমোদিত ট্রানজিট করিডোর

দেশীয় উদ্যোগ

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যখন ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে, সেসময়ে ফিলিপাইন সরকার দেশীয় উদ্যোগে পিছিয়ে নেই। মোরো উপসাগর এবং ব্যাসিলান প্রণালীতে ট্রানজিট করিডোর বাস্তবায়নে ফিলিপাইন কোস্টগার্ড গত এক বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কোস্টগার্ড এবং নৌবাহিনী যেন আরও ভালোভাবে নৌপথের তত্ত্বাবধানকল্পে এগিয়ে আসতে পারে সেজন্য বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী বাণিজ্যপথ আলাদা করে দেওয়ার ব্যাপারটি বিবেচনা করা হচ্ছে। ট্রানজিট করিডোরের সীমানা নির্দেশের কাজটি এখনো সম্পন্ন না হলেও ফিলিপাইনের পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া যাবে। মারাউয়ির ঘটনার পর, দক্ষিণ ফিলিপাইনের সমুদ্রপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে, তা না হলে সমুদ্রপথে জলদস্যুদের দুর্বৃত্তপন্যার ঘটনা ২০১৭ তে আরও বেশি হতে পারত বলে জানা যায়। দেশটির পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দাবিতে মিডানাওয়ের সকল সমুদ্রবন্দরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। অতীতে এই বন্দরগুলোর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ভার ছিল মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি অথরিটি (মারিনা) এবং ফিলিপাইন পোর্ট অথরিটির (পিপিএ) হাতে, বর্তমানে এ ভার ফিলিপাইন কোস্টগার্ডের (পিসিজি) হাতে। পিসিজি যেকোনো ব্যক্তি এবং নৌযানের চলাচল থামানোর, তল্লাশির, জিজ্ঞাসাবাদের এবং বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাখে। সরু এবং লম্বা স্থানীয় জেলে নৌকা 'জুকুং' যা ব্যবহার করে আগে এই দুর্বৃত্তরা অপরাধ করত, সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনে পিসিজি এখন সেফটি, সিকিউরিটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ন্যাভিগেশন সিস্টেম (এসএসইএন) ব্যবহার করে। এই সিস্টেমের অধীনে বর্তমানে প্রতিটি নৌযান রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং ব্যক্তি মালিকানার খবর রয়েছে বিধায় এখন অপরাধ অনেক কমে এসেছে বলে জানান লেফটেন্যান্ট আল হাফিজ বিহ (অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি চিফ, ফিলিপিস কোস্টগার্ড

স্টাফ অব ইন্টেলিজেন্স)। সেপ্টেম্বর ২০১৭ এর পর থেকে যেকোনো ফিলিপাইনের জলযান যা এসএসইএন সিস্টেমের সাথে বিরোধপূর্ণ হবে, তার সম্ভাব্যকারীকে জেল-জরিমানার সম্মুখীন হতে হবে।

আন্তর্জাতিক সহায়তা

স্থানীয় অগ্রগতি সাধিত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রপথের নিরাপত্তাবিধানে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বাজেটের। জাপান এক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা এবং ধারকৃত্ত নির্মাণে এগিয়ে এসেছে। জানুয়ারি ২০১৭ তে জাপান দক্ষিণ ফিলিপাইনে ১১টি নতুন রাডার স্টেশন নির্মাণকাজে সহায়তা দেবে বলে জানিয়েছে। টোকিও এবং ম্যানিলাতে জাপান এবং ফিলিপাইন সরকারের ভেতর চুক্তি সাক্ষরের মাধ্যমে এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে। জাপানি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি ফুরুনো এই প্রকল্পে সারফেস সার্চ রাডার, রেডিও যোগাযোগ এবং মনিটরিংয়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে সহায়তা করবে। এই প্রকল্প সমগ্র দক্ষিণ ফিলিপাইন এলাকাধীন হলেও প্রাথমিকভাবে সিবুতু প্যাসেজের সবচেয়ে অনিরাপদ নৌচলাচল রেখায় এটি বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানা যায়।

প্রাথমিকভাবে ফিলিপাইন সরকার দক্ষিণ ফিলিপাইনে ২০টি রাডার স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। জাপানি সহায়তার নিশ্চয়তা পাবার পরে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০টিতে। রাডার স্টেশনগুলো নৌযান শনাক্তকরণে সাহায্য করবে। এতে সিবুতু প্যাসেজের অসংখ্য রাজাজানি এবং অপহরণের ঘটনা কমে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। জাপান সরকার পিসিজির সদস্যদের রাডার স্টেশন চালানোর ট্রেনিং দান করেও সহযোগিতা করবে। লেফটেন্যান্ট আলহাফিজ জানান, স্থলভাগে রাডার স্টেশনের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। নভেম্বর ২০১৭ তে দক্ষিণ মিডানাওয়ের কোস্টগার্ডরা সিবুতু দ্বীপে রাডার স্টেশন নির্মাণের শুরুতে অসাধারণ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই স্টেশনে অত্যাধুনিক রাডার

সিস্টেম ব্যবহৃত হবে যা সিবুতু প্যাসেজে যেকোনো জলযানকে শনাক্ত করতে সমর্থ হবে। এই প্রকল্প সফল হলে পূর্ব মালয়েশিয়ার স্টেট অব সাবাহ থেকে জাহোয়াঙ্গা উপদ্বীপ অবধি বিস্তৃত সুলু দ্বীপপুঞ্জ রাডার স্টেশন চালু করা হবে।

কোস্টাল রাডার স্টেশনের এই প্রকল্পের পাশাপাশি ১০টি নৌযান সংগ্রহকল্পে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি ১৬.৪৫ বিলিয়ন জাপানি ইয়েন (১৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার) অর্থ ঋণ দিয়েছে। ফলে স্মরণকালের ভেতর সবচেয়ে শক্তিশালী প্যাট্রল ভেসেল এখন পিসিজির অধীন। তাদের রয়েছে ২৮০ টনের এমআরআরভি প্ল্যাটফর্ম, যা জাপানি মেরিটাইম ইউনাইটেড কর্পোরেশনের দ্বারা বিনির্মিত, জাপানি কোস্টগার্ডরা যে ধরনের রাইজান-ক্লাস প্যাট্রল ভেসেল ব্যবহার করে প্রযুক্তিতে তার সমকক্ষ। ৪৪ মিটার দীর্ঘ, ৭.৫ মিটার চওড়া এবং চার মিটার গভীরতার এই প্ল্যাটফর্ম ২৭ কেটি পর্যন্ত গতিবেগে চলতে পারে। প্ল্যাটফর্মটিতে পাঁচ জন অফিসারসহ ২৫ জন নাবিক থাকতে পারে। এমন ওজনে এটি তৈরি হয়েছে যেন ৩০ মিলিমিটার ক্যালিবারের দূরনিয়ন্ত্রিত আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারে। পিসিজি তাদের প্রথম এমআরআরভি প্ল্যাটফর্মটি পায় ২০১৬ সালে, অক্টোবর ২০১৭ নাগাদ তারা তাদের ষষ্ঠ প্ল্যাটফর্মটি পায় এবং ২০১৮ সালে সবকয়টি প্ল্যাটফর্ম তাদের হাতে আসে। মারাউয়ি সংঘর্ষের পর থেকে এই প্ল্যাটফর্মগুলো প্রতিনিয়ত বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে দক্ষিণ ফিলিপাইন অঞ্চলকে রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শুধু ফিলিপাইনই জাপানি সহায়তা পায়নি। জুন ২০১৭ তে জাপান কোস্টগার্ডের নজিমা-ক্লাস প্যাট্রল ভেসেল জেসিজি অরি নতুন নাম নেয় 'কেএমআরাও' এবং সেপাস্সার সাবাহতে আসে, পুত্রজায়াকে জাপান সরকারের দেওয়া দুইটি ভেসেলের একটি হচ্ছে এই আরাও। এর আগে মার্চ ২০১৭ তে জাপানি ওজিকা-ক্লাস প্যাট্রল ভেসেল জেসিজি এরিমো মালয়েশিয়ান কোস্টগার্ডদের দিয়ে দেওয়া হয়, এর নতুন নাম হয় কেএম পেকান। মালয়েশিয়ার জলসীমাসহ ত্রিদেশীয় জলসীমায় পর্যবেক্ষণ এবং টহলে হেলিকপ্টারের সুবিধাযুক্ত এই ভেসেলগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। জানুয়ারিতে জাপান এই কেএম পেকান চালনা এবং তার মাধ্যমে সমুদ্রে সশস্ত্র ডাকাতি রোধে প্রশিক্ষণ দান করে। চীনও এই সক্ষমতা বিনির্মিত প্রক্রিয়ায় নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে। নভেম্বর ২০১৭ তে প্রেসিডেন্ট দুয়েতের আহ্বানে পিসিজি চীনের সাথে সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তারক্ষার অনুশীলন চালিয়েছে। জলসীমা নিয়ে বিবাদকে পিছনে ফেলে চীন ও ফিলিপাইনের এই যৌথ প্রক্রিয়া সামনের দিনগুলোতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে ভাবা হচ্ছে।

জেনস নেভি ইন্টারন্যাশনালে প্রকাশিত রিজওয়ান রহমত এর লেখা অবলম্বনে

গো-উইন্ড করভেট: যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে নতুন ব্যাপ্তি



আলেক্সান্দ্রিয়া শিপইয়ার্ডে যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত গো-উইন্ড ২৫০০ সিরিজের করভেট 'পোর্ট সাইদ'

মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া পোতাশ্রয়ের আলেক্সান্দ্রিয়া শিপইয়ার্ডের স্লিপওয়ে থেকে গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ যাত্রা শুরু করলো গো-উইন্ড ২৫০০ সিরিজের করভেট 'পোর্ট সাইদ'। এই শিপইয়ার্ডের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, কারণ আধুনিক যুগে এটিই মিশরে তৈরি প্রথম যুদ্ধজাহাজ।

একই সাথে এই শুভযাত্রা ফ্রান্সের নেভাল গ্রুপের জন্যও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি, তখন নাম ছিল ডিসিএনএস, চারটি গো-উইন্ড ২৫০০ সিরিজের করভেট সরবরাহের চুক্তি করেছিল মিশরের নৌবাহিনীর সাথে। নেভাল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, এই শুভযাত্রা অনেকগুলো কারণেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, “প্রথমত, এটি এমন একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে যা কিনা আলেক্সান্দ্রিয়া শিপইয়ার্ড, মিশর নৌবাহিনী এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার প্রামাণিক দলিল। দ্বিতীয়ত, এটি এই শিপইয়ার্ডে তৈরি প্রথম করভেট এবং এর ঠিক আগেভাগে ‘এল ফাতেহ’ হচ্ছে এখানে তৈরি করা প্রথম জাহাজ যেটা এরই মধ্যে মিশর নৌবাহিনী ব্যবহার করছে। এবং এই দুটি জাহাজ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। আর তৃতীয়ত, এটি আমাদের সাথে মিশর নৌবাহিনীর একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছে। ২০১৫ এবং ২০১৬ তে চারটি জাহাজ সরবরাহ করবার পর এই বাহিনীর জন্য এটি আমাদের তৈরি পঞ্চম জাহাজ। সবশেষে, যা না বলেই নয়, এই করভেট নির্মাণের

স্বাধীন আলেক্সান্দ্রিয়া শিপইয়ার্ড তাদের অসামান্য নৈপুণ্য এবং কর্মক্ষমতার দারুণ একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। আমি টেকনোলজি ট্রান্সফারের এই সফল অধ্যায়ের জন্য দুটি দলকেই সাধুবাদ জানাই।”

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০৬ সালে পরিকল্পিত এই গো-উইন্ড ২৫০০ করভেটের মূল বাজার চিহ্নিত করা হয়েছিল আঞ্চলিক নৌবাহিনীগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে, একটু শাস্ত্রীয় কিন্তু নানামুখী ছোট আকৃতির সারফেস যুদ্ধ জাহাজ হিসেবে, যা কিনা টহল এবং যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। একই সাথে এটাও চিন্তা করা হয়েছিল, যেন কেউ কেউ তাদের নিজস্ব সক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেরাই এই জাহাজ নির্মাণ করতে পারে। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে, এই ফ্রেন্চাইজ এর যথাযথ সূচনা ঘটলো ‘পোর্ট সাইদ’ এর যাত্রা দিয়ে।

গো-উইন্ড ধারণার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ২০১২ তে বুলগেরিয়ায় প্রথম দফার শুরুটা খুব একটা ভালো হয় নাই, তবে ডিসিএনএস প্রথম সফলতা পেয়েছিল ২০১৪ সালে রয়েল মালয়েশিয়ান নেভি (আরএমএন) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে। প্রতিষ্ঠানটি আরএমএনকে লিটোরাল কমব্যাট শিপ (এলসিএস) তৈরির ডিজাইন প্যাকেজ, মালামাল এবং আনুষঙ্গিক সেবা দানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সফলতার সাথে ছয়টি এলসিএস নির্মাণ সম্পন্ন করে।

এরপর অন্য দুটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে পিছু ফেলে ডিসিএনএস নির্বাচিত হয় মিশর নৌবাহিনীর সাথে কাজ

করার জন্য। ২০১৭ সালে ডিসিএনএস এর নতুন নাম হয় নেভাল গ্রুপ, আর একই সময়ে তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুটি গো-উইন্ড ২৫০০ সরবরাহের জন্যও চুক্তিবদ্ধ হয়। এখানে তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হলো আবুধাবি শিপ বিল্ডিং। এই চুক্তি চূড়ান্তকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানটির মোট সরবরাহ তালিকায় জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টিতে।

নকশার মূলমন্ত্র

নেভাল গ্রুপের ব্যবসা উন্নয়নের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, গো-উইন্ড ২৫০০ এর সূত্রপাত প্রায় ১৫ বছর আগে। “আমাদের মূল ব্যবসা ছিল ফরাসি নৌবাহিনী আর রপ্তানির জন্য ফ্রিগেট তৈরি করা। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে বিশ্ব বাজারের চাহিদা বাড়ছে আরও কমপ্যাক্ট জাহাজের জন্য, মানে অফশোর প্যাট্রল ভেসেল বা করভেট জাতীয় জাহাজের জন্য।” তিনি আরও বলেন, “গো-উইন্ড ২৫০০ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণাঙ্গভাবে সমন্বিত একটি সামরিক প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি যার কিনা বহুমুখী যুদ্ধকরার সক্ষমতা থাকবে। তাই আমরা বড় জাহাজ বানানোর লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালাম এই নতুন কিসিমের জাহাজ বানাতে, যেরকম জাহাজ আমরা আগে কখনো বানাইনি। যেমন ধরুন, এই ক্ষুদ্র কাঠামোর যুদ্ধজাহাজে একটি নির্ভরযোগ্য অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার সিস্টেম যুক্ত করার ব্যাপারেটা আমরা আমলে নিলাম। একই সাথে এই জাহাজে নকশার সাথে সোনার কন্ডিশনকেও যুক্ত রাখলাম।”

গো-উইন্ড ২৫০০ এর মূলমন্ত্র দাঁড়িয়েছে বেশ কয়টি জরুরি বিষয়কে ধারণ করে। যেমন, একটি বহুমুখী, টেকসই এবং কর্মনিপুণ জাহাজের কাঠামো যা কিনা খুব দক্ষতার সাথে সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে। এটি হবে মডুলার এবং স্কেলেবল যেন কোনো নৌবাহিনী তার চাহিদামাফিক এর নির্মাণ পরিকল্পনা করতে পারে। এর প্রোপালশন সিস্টেমও হবে পছন্দমাফিক, যাতে যেকোনো একটি বেছে নিয়ে জাহাজটি তৈরি করা যায়। একইভাবে বাছাই করা যাবে সেটিস্ (শিপ এনহ্যান্সড ট্যাংকক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম), কমব্যাট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস)-যা নেভাল গ্রুপেরই তৈরি এবং রাডার এড়িয়ে চলবার ক্ষমতা বেশ ভালো আর পানির উপরিতলে এবং নীচে এটি বেশ ভালোভাবেই সার্ভেলেন্স চালাতে পারে। এতে থাকবে একঝাঁক শক্তিশালী সমরাস্ত্র যা কিনা স্থল, আকাশ এবং ডুবোজাহাজ মোকাবিলায় পারঙ্গম। থাকবে ১১ টন পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন হেলিকপ্টার (কিংবা স্বয়ংক্রিয় বায়ুযান) নামার ব্যবস্থা।

গো-উইন্ড ২৫০০ এর মূল কাঠামোর নকশার ধরনটিও নতুন। এটি একদিকে যেমন দক্ষতার সাথে সমুদ্র বিচরণে সক্ষম, অন্যদিকে একে পছন্দমাফিক ছোট বা বড় করেও তৈরি করবার সুযোগ থাকে। এর ফলে এর মূল বীমটাকে ঠিক রেখেই প্রয়োজনে জাহাজটিকে আরেকটু লম্বা করে নির্মাণ করা যায়। যেমন মিশর নৌবাহিনীর জন্য এটি দৈর্ঘ্যে ১০২ মিটার অথচ মালয়েশিয়ার নৌবাহিনীর জন্য তা হবে ১১১ মিটার এবং প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে তারা এই করভেট ১১৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা করে বানাতে পারবে। নেভাল গ্রুপের কর্মকর্তা বলেন “আমরা খুব সতর্কতার সাথে এ জাহাজের সিস্টেম ডিজাইন এবং ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশন নিয়ে ভেবেছি যাতে করে এটি এমন কোনো শিপইয়ার্ডে বানানো যায় যেখানে এর আগে কখনো যুদ্ধজাহাজ তৈরি হয় নাই। এর একটা জরুরি অংশ ছিল পুরো কমব্যাট সিস্টেমটাকে একটা ম্যাক্রো ব্লকের ভেতর নিয়ে আসা।”

এই প্যানোরামিক সেন্সরস অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড মডিউল (পিএসআইএম) হচ্ছে একটা বড়সড় ব্লক যা কিনা একটি সমন্বিত মান্ডলের কাঠামো এবং

এর ভেতর প্রোথিত আছে মূল সার্ভেলেন্স রাডার, অপারেশন রুম, প্ল্যানিং এর স্থান এবং যন্ত্রপাতির প্রকোষ্ঠ। এই অভিনব কায়দা প্রয়োগ করা হয়েছে মূলত দুটি কারণে-জাহাজটির নকশা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে করে একটি মান্ডল থেকে সবচেয়ে বেশি সেন্সর ভিসিবিলিটি তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, এটি একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুবিধা দিয়েছে। এই পিএসআইএম সিস্টেমটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াতে এটি জাহাজের মূল কাঠামোর গঠনের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার মানে, এই সিস্টেমটুকু শিপ ইয়ার্ডে না বানিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি করে এনে জুড়ে দেওয়া সম্ভব। যেমন, মিশরের জাহাজের সিস্টেমটি তৈরি হয়েছে ফ্রান্সে।

অন্যদিকে, মালয়েশিয়া নৌবাহিনীর জন্য কাজ করতে গিয়ে গো-উইন্ড ২৫০০ এর সিএমএস এর আরও উন্নয়ন ঘটিয়েছে নেভাল গ্রুপ। মানুষ এবং যন্ত্রের জটিল সম্পর্কগুলোকে সহজ করে এনে সহজে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে এবং সেই নতুন ফলাফল ফরাসি নৌবাহিনীতেও প্রয়োগ করা হয়েছে।

গো-উইন্ডের মিশর যাত্রা

২০১৪ সালে প্রায় এক বিলিয়ন ইউরোর একটি চুক্তি হয় তৎকালীন ডিসিএনএস এবং মিশরের আর্মামেন্ট অথরিটির ভেতর। এর ফলস্বরূপ প্রথম জাহাজ ‘এল ফাতেহ’ সরবরাহ করা হয় ফ্রান্সের লরেইন্ট শিপইয়ার্ড থেকে। আর বাকি তিনটি জাহাজ তৈরি করবার পরিকল্পনা করা হয় মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া শিপইয়ার্ডে। মিশর বেছে নেয় ২৬০০ টনের ১০২ মিটার দীর্ঘ গো-উইন্ড ২৫০০ জাহাজ যার প্রোপালশন সিস্টেম হবে ডিজেল-ইলেকট্রিক প্রযুক্তি নির্ভর। এতে থাকবে দুটি এমটিইউ২০ডি ৮০০০ এম৯১এল ডিজেল প্রোপালশন সিস্টেম যা কিনা টুইন শ্যাফটের প্রোপেলারকে চালু রাখবে। এর সর্বোচ্চ গতি হবে ২৫ নটের বেশি, আর ১৫ নট গতিতে একটানা প্রায় ৩,৭০০ নটিক্যাল মাইল ঘুরে বেড়াতে সক্ষম হবে এই জাহাজ।

নেভাল গ্রুপ তাদের নিজস্ব প্র্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট ও সমন্বিত ব্রিজ সিস্টেম বানিয়েছে। নেভাল গ্রুপের পরিচালক বলেন, “যদিও আমরা অন্যদের তৈরি করা সিস্টেমের সাথে কাজ করতে পারি, তবে আমাদের নিজেদের তৈরি করা সিস্টেমগুলোর

সাথে সমন্বিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে আরও সুচারুভাবে। এ ছাড়া সাইবার সিকিউরিটির মতন বিষয়গুলো এর ফলে আরও দক্ষতার সাথে সাধিত হয়।”

এই জাহাজ সাধারণত ৬৫ জনকে ধারণ করতে পারে, তবে এর সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা হতে পারে ৮০ জন। এর পিএসআইএম এ আছে থেল্‌স এর তৈরি করা স্প্রি-ডি মাঝারি পাল্লার রাডার। থেল্‌স-এর ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সাপোর্ট মেজার সিস্টেম। স্যাম ইলেকট্রনিক্সের এক্সঅ্যান্ডএস-ব্যান্ড রাডারও যুক্ত হয়েছে পিএসআইএম সমৃদ্ধ মান্ডলে। এ ছাড়া ব্রিজের উপরিভাগে যুক্ত হয়েছে থেল্‌স এর ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল ট্র্যাকার, আর এর অ্যাক্টিভ এ রয়েছে টারমা-স্ক্যানটার সারফেস সার্ভেলেন্স/হেলিকপ্টার কন্ট্রোল রাডার। এর পাশাপাশি থেল্‌স সরবরাহ করেছে লো ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকটিভ ভেরিয়েবল ডেপথ সোনার এবং মিডিয়াম ফ্রিকোয়েন্সি হাল মাউন্টেড সোনার সিস্টেম।

সমরাস্ত্রের দিক থেকে মিশরীয় করভেটগুলোয় আছে লিওনার্ডো ৭৬/৬২ সুপার র‍্যাপিড গান, দুটো রিমোট অপারেশন সক্ষম ২০ মিলিমিটার গান, ১৬ ঘরের অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট মিসাইল সিস্টেম, আটটি সারফেস টু সারফেস মিসাইল এবং এমইউ ৯০ টর্পেডো সজ্জিত হালকা ওজনের টর্পেডো নিক্ষেপণ ব্যবস্থা।

সংস্থার পরিচালক বলেন, “আমাদের চুক্তি ছিল প্রথম দফায় একটি পূর্ণাঙ্গ জাহাজ সরবরাহ করা এবং এর পরের ধাপে তিনটি জাহাজ নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা। এক্ষেত্রে আলেক্সান্দ্রিয়া শিপইয়ার্ড মিশর নৌবাহিনীর জন্য বাকি তিনটি করভেট তৈরি করবে এবং আমাদের কাজ হবে এগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করে সবধরনের সহায়তা করা যাতে করে কোনো কাজই অসম্পূর্ণ না থাকে।”

এই পুরো প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো টেকনোলজি ট্রান্সফার, যাতে করে ভবিষ্যতে এ সমস্ত দেশ নিজেরাই নিজেদের জন্য মানসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করতে পারে।

জেন'স নেভি ইন্টারন্যাশনাল এ প্রকাশিত
রিচার্ড স্কট এর লেখা অবলম্বনে



গো-উইন্ড ২৫০০ সিরিজের প্রথম করভেট ‘এল ফাতেহ’
সি-ট্রায়ালে অংশ নিচ্ছে। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে এই
মিশর নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়

প্ল্যানের অনুপস্থিতি প্রভাব ফেলবে না রিমপ্যাকের সাফল্যে

চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির (প্ল্যান) অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বহুজাতিক নৌ মহড়া রিম অব দ্য প্যাসিফিক (রিমপ্যাক) এর সাফল্যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা। দ্বিবার্ষিক রিমপ্যাক অনুশীলনের ২৬তম পর্বের শুরুতে গণমাধ্যমকে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহরের কমান্ডার এডমিরাল জন সি অ্যাকুইলিনো বলেন, দক্ষিণ চীন সাগরে প্ল্যানের চলমান কর্মকাণ্ডগুলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অনুশীলনে অংশ নেওয়া অন্য দেশগুলোর মূলনীতিগুলোর সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

দক্ষিণ চীন সাগরের কৃত্রিম দ্বীপগুলো সামরিকীকরণের কারণে রিমপ্যাকে চীনের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এডমিরাল অ্যাকুইলিনো বলেন, রিমপ্যাকের মহড়া নীতির সঙ্গে চীনের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক। অনুশীলনে প্ল্যানের অনুপস্থিতি তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে জানান তিনি।

ডিফেন্স করিডোরে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি ভারতীয় কোম্পানিগুলোর



প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট শিল্প করিডোর উন্নয়নে ভারতের প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলো ৫৩ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দেশটির উত্তর প্রদেশে এ শিল্প করিডোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশে প্রতিরক্ষা শিল্পবিষয়ক এক বৈঠকে সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিগুলো এ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড (হাল) এ প্রকল্পে এক হাজার ২০০ কোটি রুপি বিনিয়োগ করবে। অর্ড্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড (ওএফবি) ও ভারত

ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডের (বিইএল) প্রতিশ্রুতি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে এক হাজার ৭০০ কোটি ও ২৪০ কোটি রুপি। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এমকেইউ, ভারত ফোর্জ ও পিটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যথাক্রমে ৯০০ কোটি, ২০০ কোটি ও ১১৫ কোটি রুপি।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হালের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি দক্ষতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কিন কোম্পানি বোয়িং এই শিল্প করিডোর উন্নয়নে সহায়তা করবে। শিল্প করিডোর উন্নয়নে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা আরও গতি পায় উত্তর প্রদেশের প্রতিরক্ষা ও আকাশযান উৎপাদনে নীতিমালা ঘোষণার মাধ্যমে। ওই নীতিমালায় রাজ্যটিতে উৎপাদন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা ও কর অব্যাহতির মতো বেশকিছু প্রণোদনার ঘোষণা দেওয়া হয়। নীতিমালা ঘোষণার সময় উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, আগামী পাঁচ বছরে প্রতিরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট খাতে ৫০ হাজার কোটি রুপি বিনিয়োগ হতে পারে এবং কর্মসংস্থান হবে আড়াই লাখ মানুষের।

প্রস্তাবিত এ দ্বিতীয় শিল্প করিডোরটির অবস্থান উত্তর ও মধ্য প্রদেশের সীমান্তের কাছে। প্রথম শিল্প করিডোরটি স্থাপিত হচ্ছে দক্ষিণের তামিলনাড়ু ও ব্যাঙ্গালোরের কাছাকাছি। দক্ষিণাঞ্চলের এ প্রতিরক্ষা শিল্পবিষয়ক করিডোরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হাল, ওএফবি ও বিইএল নেতৃত্ব দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ করতে পারে লারসেন অ্যান্ড তুরো, অশোক লেল্যান্ড, হিন্দুজ গ্রুপ, ডাটা প্যার্টার্নস এবং রিলায়েন্স ডিফেন্স।

জাপানে নির্মিত হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেলগান



(ক্ষুদ্র আকারের মডেল) উন্নয়নে জাপান বর্তমানে কাজ করছে। গত বছর টোকিওতে আয়োজিত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি সম্মেলনে ভিডিওটি প্রথম প্রদর্শিত হয়। ভিডিওতে এটিএলএ দাবি করেছে, দুই মেগা-অ্যাম্পিয়ারের চেয়ে বেশি ইলেকট্রিক্যাল বিদ্যুতের মাধ্যমে শক্তি জোগানো হলে ইএম রেলগান সিস্টেম ১০ কেজি ওজনের প্রজেক্টাইল দুই কিলোমিটার দূরত্বে ছুড়তে সক্ষম। জাপানের প্রতিবেশী চীন সম্প্রতি সমুদ্রে ইএম গানের পরীক্ষা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশটির উভচর একটি ভেসেলকে এই অস্ত্রের পরীক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আতাগো-ক্রাসের মতো জাপানের পরবর্তী প্রজন্মের ডেস্ট্রয়ারগুলোয় ইএম রেলগান সংযুক্ত করা হবে কিনা তা অবশ্য নিশ্চিত করতে পারেননি এটিএলএর কর্মকর্তারা।

স্মল ক্যালিবারের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক (ইএম) রেলগান ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশের একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অ্যাকুইজিশন, টেকনোলজি অ্যান্ড লজিস্টিকস এজেন্সি (এটিএলএ)। ইএম রেলগান অস্ত্র ব্যবস্থা উন্নয়নে সংস্থাটি আগামী ২০২১ অর্থবছরের মধ্যে ৯০ লাখ ডলার ব্যয় করবে বলে জানিয়েছে।

ইএম রেলগান উন্নয়নে ব্যবহৃত পরীক্ষামূলক যন্ত্রাংশগুলোর ফুটেজ এবারই প্রথম প্রকাশ করেছে এটিএলএ। সংস্থাটির এক কর্মকর্তা জানান, একটি প্রোটোটাইপ

আফ্রিকার সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করছে বেইজিং

আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাণিজ্য ও সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে চীন। আসন্ন দশকগুলোয় এ সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার অঙ্গীকারও করেছে দেশটি।

চীনের নেতৃত্বাধীন ডিফেন্স-ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্সি স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফর ন্যাশনাল ডিফেন্স জানিয়েছে, সংস্থাটি এরই মধ্যে আফ্রিকার ৪৫টি দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আফ্রিকার দেশগুলোর সামরিক খাত উন্নয়নে এই অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি চীন ও ওই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে আগ্রহী সংস্থাটি।

বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চীন-আফ্রিকা প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রথম সম্মেলনে সংস্থাটির উপপরিচালক ব্যাং কেজিয়ান বলেন, চীন-আফ্রিকা সহযোগিতা দিন দিন ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এবং আগামীতে তা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

কৌশলগত অংশীদার নীতিমালার গাইডলাইন অনুমোদন ভারতের

প্রতিরক্ষা শিল্পসংশ্লিষ্ট সক্ষমতা বাড়তে ভারত কৌশলগত অংশীদার (এসপি) নীতিমালার গাইডলাইন অনুমোদন করেছে। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মালা সিতারমনের সভাপতিত্বে ভারতের ডিফেন্স অ্যাকাইজিশন কাউন্সিল (ডিএসি) এ অনুমোদন দিয়েছে।

২০১৭ সালের মে মাসে এসপি প্রকাশিত হয়। পরের বছর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট প্রসিডিউরে এ নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নীতিমালায় ফরেন অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারারদের (ওইএম) স্থানীয় কোম্পানিগুলোর কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এ নীতিমালার কারণে 'আত্মনির্ভরতা' উৎসাহিত হবে এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের সঙ্গে দেশটির প্রতিরক্ষা খাতের সামঞ্জস্য আসবে।

এক বিবৃতিতে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্বের অধীনে দেশটির নৌবাহিনীর জন্য ১১১টি দুই ইঞ্জিনের নেভাল ইউটিলিটি হেলিকপ্টার কেনা হবে। এ প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩০০ কোটি ডলার।

রাশিয়া থেকে ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিন সংগ্রহের পরিকল্পনা ফিলিপাইনের



ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিন বিষয়ে সহযোগিতা জোরদারের চুক্তির শর্তাদি নিয়ে আলোচনা করছে ফিলিপাইন ও রাশিয়ার নৌবাহিনী। ফিলিপাইন নিউজ এজেন্সি (পিএনএ) জানিয়েছে, উভয় পক্ষ খসড়া সমঝোতা স্মারক নিয়ে আলোচনা করেছে। এ স্মারকের আলোকে ফিলিপাইনের জন্য উপযোগী সাবমেরিন সরবরাহ করবে রাশিয়া।

ফিলিপাইন নৌবাহিনীর মুখপাত্র কমান্ডার জনাথন জাতার উদ্ধৃতি দিয়ে পিএনএ জানিয়েছে, সাবমেরিনের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে রাশিয়াকে নির্বাচন করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত হলে রাশিয়া ফিলিপাইনকে সাবমেরিন সরবরাহের পাশাপাশি প্রশিক্ষণও প্রদান করবে, যেন সামরিক অভিযান, রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমগুলোয় সহায়তা জোগানো যায়। সাবমেরিন নির্মাণ কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের জন্য রাশিয়ার শিপইয়ার্ডে ফিলিপাইনের

কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে একই সূত্র থেকে জানিয়েছে পিএনএ।

ফিলিপাইনের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ গত জুলাইয়ে পিএনএকে জানিয়েছিল, সাবমেরিন সংগ্রহ

কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা বাজার গবেষণা করছে। তার আগের মাসে দেশটির প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে সাবমেরিন সংগ্রহে ফিলিপাইনের নৌবাহিনীকে সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন। সমুদ্রে টাইল ও নজরদারি সক্ষমতা বাড়তে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

থার্ড হরাইজন নামে সামরিক কার্যক্রম আধুনিকায়ন কর্মসূচির অধীনে ২০২৩-২০২৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সাবমেরিনগুলো সংগ্রহের পরিকল্পনা ছিল ফিলিপাইনের। তবে ২০১৮-২০২২ সাল নাগাদ সেকেন্ড হরাইজন কর্মসূচির অধীনে এগুলো সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছে দেশটি। ২০১৫ সালে প্রথম সাবমেরিন সংগ্রহের উদ্যোগ নেয় দেশটি। দেশটির নৌবাহিনীর জন্য অন্তত দুটো সাবমেরিন প্রয়োজন বলে সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল।

➤ আর্কটিকে অভিযানের পরিকল্পনা চীনের

আর্কটিকে আগামীতে সাবমেরিন অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়েছে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভি (প্ল্যান)। চায়নিজ জার্নাল অব শিপ রিসার্চে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বরফের মধ্য দিয়ে চলাচলে একটি সাবমেরিনের ওপর কতটুকু চাপ পড়তে পারে সে বিষয়ক ধারণা নিতে গবেষণা চলছে দেশটির হারবিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে। চীনের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফর ন্যাশনাল ডিফেন্সের আংশিক অনুদানে পরিচালিত এ গবেষণার সুপারিশে বলা হয়েছে, আর্কটিকে অভিযান পরিচালনার জন্য যে সাবমেরিন মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলো বরফের চাপ সয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে।

➤ ভারতের দ্বিতীয় নিজস্ব এয়ারক্রাফট কারিয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা পিছিয়েছে

নিজস্ব প্রযুক্তিতে দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট কারিয়ার নির্মাণ ও কমিশনে ভারতের নৌবাহিনীর দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা আবাহন পিছিয়ে গেছে। বাজেট হ্রাস, কারিগরি প্রতিবন্ধকতা এবং কর্মসূচি অনুমোদনে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতা এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ২০৩০-৩২ সালে এই কারিয়ার নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভারত মহাসাগরের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশে চীনের পাঁচ-ছয়টি কারিয়ার নিয়োজনের পরিকল্পনার বিপরীতে এ উদ্যোগ নিয়েছিল দেশটি।

➤ কলম্বিয়ার নৌবাহিনীতে নতুন হাইড্রোগ্রাফিক মাল্টিপারপাস ভেসেল

নতুন হাইড্রোগ্রাফিক মাল্টিপারপাস ভেসেল যুক্ত হয়েছে কলম্বিয়ার নৌবাহিনীর বহরে। চীনা এক শিপইয়ার্ডে অফশোর সাপ্লাই ভেসেল হিসেবে নির্মিত এআরসি কারিবি নামের জাহাজটি ২০১৭ সালে কিনে নেয় কলম্বিয়া। নৌবাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তীতে এর নকশায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। প্রাথমিকভাবে হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানোগ্রাফিক অনুসন্ধান নিয়োজিত থাকলেও ভেসেলটি কলম্বিয়ার অফশোর তেল অনুসন্ধান প্ল্যাটফর্মকে সহায়তা জোগাবে। পাশাপাশি নৌবাহিনীর বহরে লজিস্টিকস সেবা প্রদান করবে। নৌবাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী জাহাজটিতে ৩০ টন উত্তোলন সক্ষমতার একটি ক্রেন সংযোজনের পাশাপাশি সামনের ডেক সংস্কার করে তা হেলিডেকে রূপান্তর করা হয়েছে।

বড় আকারের মনুষ্যবিহীন সাবমেরিন উন্নয়নে কাজ করছে চীন



সালে কয়েকটি প্রোটোটাইপ তৈরি করে এই সাবমেরিনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে।

লিন ইয়াং চীনা প্রকল্পের কোনো কারিগরি তথ্য প্রকাশ না করলেও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, এইউডিগুলোর নজরদারি ও মাইন পাতার সক্ষমতা থাকবে।

বড় আকারের মনুষ্যবিহীন সাবমেরিন বা অটোনমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (এইউভি) উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নিয়েছে চীন। হংকংভিত্তিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট এ তথ্য জানিয়েছে। ২০২১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নতুন সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য '৯১২ প্রজেক্ট' নামের এ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে দেশটি।

চীনের এ প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী লিন ইয়াং বলেন, মার্কিন নৌবাহিনীর অতিবৃহৎ মনুষ্যবিহীন সাবমেরিন (এক্সএলইউইউডি) কর্মসূচির পাল্টা উদ্যোগ হিসেবে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে মার্কিন নৌবাহিনী এক্সএলইউইউডি নকশা উন্নয়নের জন্য বোয়িং ও লকহিড মার্টিনকে নিযুক্ত করে। ২০২০

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় চার কোটি ডলার এফএমএফ পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা



মোকাবেলায় এ অর্থ সহায়তা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমরা অপেক্ষা

ফরেন মিলিটারি ফিন্যান্সিংয়ের (এফএমএফ) আওতায় শ্রীলঙ্কাকে তিন কোটি ৯০ লাখ ডলার প্রদান করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রস্তাবটি বর্তমানে মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ তথ্য জানিয়েছে।

কলঙ্কোয় মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমাদের 'বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ' এবং শ্রীলঙ্কার মানবিক সহায়তা ও দুর্খোগ

করছি। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জন্য ৩০ কোটি ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নের একটি প্যাকেজ থেকেই শ্রীলঙ্কাকে এ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে 'স্বাধীন, মুক্ত ও ন্যায্যতাভিত্তিক ব্যবস্থা' নিশ্চিতের লক্ষ্যে এ অঞ্চলের দেশগুলোকে অর্থায়নের উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভাষা অনুযায়ী- বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া,

মঙ্গোলিয়া, নেপাল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা সহ আরও কিছু দেশের সঙ্গে ওয়াশিংটনের নিরাপত্তা সম্পর্ক জোরদারে এ অর্থ সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমুদ্র নিরাপত্তা, মানবিক সহায়তা, দুর্খোগ মোকাবেলা, শান্তিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবেলার মতো বিষয়গুলো এখানে গুরুত্ব পাচ্ছে।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদারে চীনের অব্যাহত উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন এ ঘোষণাটি এসেছে। কয়েকদিন আগেই চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি শ্রীলঙ্কাকে একটি ফ্রিগেট উপহারের ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। কলঙ্কোয় অবস্থিত চীনা দূতাবাসের জ্যেষ্ঠ কর্নেল শু জিয়ানওয়েই বলেন, শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে চীন এবং দেশটির মিলিটারি একাডেমিতে চীনা অর্থায়নে একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের কাজও সম্পন্ন করা হবে।

চিলির নৌবাহিনীর বন্দর চলছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে

চিলির মধ্য উপকূলের ভালপারায়সোতে অবস্থিত দেশটির নৌবাহিনীর বন্দর চলছে সম্পূর্ণভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে। এ ঘাঁটিতে চিলির প্রধান সারফেস কমব্যাট্যান্ট ভেসেল ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক ভেসেলগুলো অবস্থান করে। একটি বেসরকারি বায়ুবিদ্যুৎ কোম্পানি ঘাঁটির ৩০০ কিলোমিটার উত্তর থেকে এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

নৌবাহিনীর এ বন্দরটি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত হয় ২০১৭ সালে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যালয়ের মাধ্যমে চলতি বছরের শুরুতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহের কাজটি বাস্তবায়ন হয়। এ উদ্যোগের ফলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমবে বছরে সাত হাজার টন।

এলসিএস অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের সফল পরীক্ষা



লিটর্যাল কমব্যাট শিপ (এলসিএস) অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার (এএসডব্লিউ) মিশন প্যাকেজ দুটি

সফল পরীক্ষার মাইলফলক স্পর্শ করেছে। মার্কিন নৌবাহিনীর আনম্যান্ড অ্যান্ড স্মল কমব্যাটান্টস কর্মসূচির নির্বাহী কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

ডুয়াল-মোড অ্যারে ট্রান্সমিটার (ডাট) মিশন সিস্টেমটি ১০ দিন ব্যাপী ডকসাইড-১ পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে। পরে নিউইয়র্কে নৌবাহিনীর সেনেকা লেক ফ্যাসিলিটিতেও এর সফল পরীক্ষা শেষ হয়। এলসিএস মিশনের মডিউল প্রোগ্রাম ম্যানেজার ক্যাপ্টেন টেড জোবেল জানান, ডাট সিস্টেম ও এএসডব্লিউ মিশন প্যাকেজের সফল পরীক্ষা ছিল বিশাল এক অগ্রগতি। তিনি এ প্রযুক্তিকে 'রেভলিউশনারি' আখ্যায়িত করে বলেন, বিশ্বব্যাপী সাবমেরিন হুমকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি অসাধারণ ভূমিকা রাখবে। এর আগে রেথিয়নের অগভীর জলের ফ্যাসিলিটিতে ডাটের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। উন্মুক্ত জলাবহে নতুন এ প্রযুক্তির প্রথম পরীক্ষা সম্পন্ন হয় সেনেকা লেকে।

ডিজিটাল হবে অস্ট্রেলিয়ার শিপইয়ার্ড

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় দেশটির নৌবাহিনীর জন্য জাহাজ নির্মাণের ইয়ার্ডগুলো ডিজিটাল শিপইয়ার্ডে রূপান্তরের পরিকল্পনা নিয়েছে বিএই সিস্টেমস। রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভির নতুন হান্টার-ক্রাস ফ্রিগেট নির্মাণে সহায়তা করবে বিএইর এই কর্মসূচি।

নৌবাহিনীর জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারি জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এএসসির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএই ফ্রিগেটগুলো নির্মাণ করবে। হান্টার-ক্রাস ফ্রিগেটগুলো বিএই এর 'টাইপ ২৬' ফ্রিগেটের আদলে নির্মাণ করা হবে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল নেভির জন্য এগুলো নির্মাণ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

এএসসির অ্যাডিলেডে অবস্থিত জাহাজ নির্মাণ কারখানায় প্রস্তুতিমূলক কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বিএই এই কারখানাকে ডিজিটালে রূপান্তরের জন্য প্রায় সাড়ে সাত কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে বলে জানিয়েছে। মেধাসম্পদ ও কারিগরি তথ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে বিএই স্থানীয় সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করবে।

ভারতে সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানি লাইসেন্স শিথিল করল যুক্তরাষ্ট্র

ভারতে উচ্চপ্রযুক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানির ক্ষেত্রে আর আলাদা আলাদা লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন সরকার। ভারতকে 'গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা অংশীদার' হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা শিথিলের ঘোষণা এসেছে।

রপ্তানি নীতিমালা শিথিলের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্ট্র্যাটেজিক ট্রেড অথরাইজেশন (এসটিএ) ম্যাকানিজমে ভারত টিয়ার-১-এ উন্নীত হচ্ছে। এর ফলে মার্কিন সামরিক প্রযুক্তিতে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর মতোই প্রবেশাধিকার পাবে ভারত। মার্কিন কোম্পানিগুলোরও ভারতে উচ্চপ্রযুক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানিতে ভিন্ন ভিন্ন লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী উইলবার রস এ প্রসঙ্গে বলেন, নীতিমালাগত এ পরিবর্তন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা বাণিজ্য সম্পর্ক আরও জোরদার করবে এবং দেশটিতে মার্কিন রপ্তানিও বেশ চাপা হবে।

রাডার উন্নয়ন প্রকল্পে জাপান

নৌবাহিনীর নৌযানগুলোকে সহায়তা করতে জাপান পরবর্তী প্রজন্মের রাডার প্রযুক্তি উন্নয়ন করেছে। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জাপানের গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লকহিড মার্টিনের এজিস কমব্যাট সিস্টেমের রাডারের সক্ষমতা উন্নয়নই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। দেশটির মেরিটাইম সেক্স-ডিফেন্স ফোর্সের কস্টো-ক্লাস ও আতাগো-ক্লাস ডেস্ট্রয়ারে এজিস সিস্টেম সংযুক্ত রয়েছে।

ডেস্ট্রয়ারগুলোয় স্থাপিত এজিস সিস্টেমের শনাক্তকরণ সীমা দ্বিগুণে উন্নীতের জন্য নিজস্ব উন্নয়নকৃত প্রযুক্তি ও সেমিকন্ডাক্টর সংযোজনের লক্ষ্য নিয়েছে জাপান। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইতসুনরি ওনোদো জানান, ভবিষ্যতে আকাশভিত্তিক হুমকি মোকাবিলায় আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ কর্মসূচি নেওয়া হয়নি বলে জানান তিনি।

স্থানীয় ক্ষেপণাস্ত্র ইন্টারসেপ্টর সিস্টেমের সফল পরীক্ষা ভারতের



অবস্থিত
লক্ষ্যবস্তুকে
ইন্টারসেপ্ট
করার
ক্ষমতাসম্পন্ন এই
এন্ডো-
অ্যাটমসফেরিক
এএডি
ইন্টারসেপ্টর
সিস্টেম
বঙ্গোপসাগরের
আবুল কালাম

স্থানীয়ভাবে নকশা ও উন্নয়ন করা অ্যাডভান্সড এরিয়া ডিফেন্স (এএডি) ক্ষেপণাস্ত্র ইন্টারসেপ্টরের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) দেশটির পূর্ব উপকূল থেকে এ পরীক্ষা চালায়। একাধিক ফাঁদ এড়িয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেও এটি আঘাত হানতে সক্ষম।

ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) জানিয়েছে, মধ্যম পর্যায়ে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্য করে এ ইন্টারসেপ্টার ছোড়া হয়। ১৫ থেকে ২৫ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে

আজাদ দ্বীপ থেকে পরীক্ষা করা হয়।

ভারতের সামরিক কর্মকর্তারা জানান, অনেকগুলো লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে নির্দিষ্ট একটিকে আঘাত হানতে সক্ষম এ ইন্টারসেপ্টরের দৈর্ঘ্য সাড়ে সাত মিটার। সিস্টেম-স্টেজের এ ইন্টারসেপ্টরে ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয়ভাবে উন্নয়নকৃত ইমেজিং ইনফ্রারেড সিকার। ডেকয় মিসাইল ও ওয়ারহেডের মাধ্যমে পার্থক্য করতে সক্ষম এ ইনফ্রারেড সিকারের প্রথম পরীক্ষা চালিয়েছে দেশটি।

আতাগো-ক্লাস ডেস্ট্রয়ারের উন্নত সংস্করণ উদ্বোধন জাপানের

জাপান মেরিটাইম সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সের (জেএমএসডিএফ) জন্য আতাগো-ক্লাস ডেস্ট্রয়ারের দুটি উন্নত সংস্করণের উদ্বোধন করা হয়েছে। ইয়াকোহামায় অবস্থিত জাপান মেরিন ইউনাইটেডের ইয়ার্ড থেকে মায়া নামের এ ডেসেলটি জলে ভাসানো হয়। ২০২০ সালের মার্চে মায়ার কমিশন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আতাগো-ক্লাস ডেস্ট্রয়ারগুলোর তুলনায় নতুন এ সংস্করণের দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার বেশি। এজিস কমব্যাট সিস্টেম সংবলিত সপ্তম জাহাজ হতে যাচ্ছে মায়া। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নকৃত কো-অপারেটিভ এনগেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটি (সিইসি) সংযুক্ত থাকবে। সিইসি একই ধরনের সক্ষমতা সংবলিত জাহাজগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে সহায়তা করে থাকে। উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি মোকাবিলায় মায়া ও এর সহোদরা জাহাজটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে জাপান।

মিডগেট সাবমেরিন উন্নত করবে থাইল্যান্ড

মিডগেট সাবমেরিন উন্নয়নে রয়্যাল থাই নেভির এক প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে দেশটির সরকার। প্রকল্পের অধীনে আগামী সাত বছরের মধ্যে সাবমেরিনের প্রটোটাইপ উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য ৬০ লাখ ডলার বরাদ্দ দেওয়া হবে।

এ প্রকল্পের প্রাথমিক গবেষণা শুরু হয় ২০১৭ সালের শেষদিকে। মিডগেট সাবমেরিনের নকশা ও উন্নয়নে চার বছর লাগবে এবং প্রটোটাইপ নির্মাণে ব্যয় হবে আরও দুই বছর। এ ছাড়া সাবমেরিনের পরীক্ষা ও মূল্যায়নে অতিরিক্ত এক বছর প্রয়োজন। প্রকল্পটি সফল হলে ২০২০ সালের মাঝামাঝি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের কাজ শুরু হবে। সাবমেরিনে কোন ধরনের অস্ত্র থাকবে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে সাধারণত এ আকারের সাবমেরিন দুটি ভারী ও চারটি হালকা টর্পেডো বহন করতে পারে।

নতুন 'ডেলিভারি ড্রোন' চাইছে মার্কিন নৌবাহিনী

নতুন ডেলিভারি ড্রোনের জন্য রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন (আরএফআই) ইস্যু করেছে মার্কিন নৌবাহিনী। মার্কিন মেরিন কর্পসের অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করতে দেশটির নৌবাহিনী নতুন এ ড্রোন ব্যবহার করবে।

মার্কিন এয়ার সিস্টেমস কমান্ড ইস্যুকৃত আরএফআইয়ে বলা হয়েছে, মার্কিন মেরিন কর্পসের জন্য বহনযোগ্য এমন ড্রোন প্রয়োজন যা ৩০ মিনিটের মধ্যেই সংযোজন করা যাবে এবং সর্বোচ্চ ৬০০ কেজি ওজন নিয়ে উড়তে পারবে।

উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এই ড্রোনগুলো দিয়ে যেকোনো আবহাওয়া পরিস্থিতিতে দিন বা রাত যেকোনো সময় অভিযান পরিচালনা করা যাবে। এ ছাড়াও, হালকা এগুলো পরিচালনার জন্য খুব বেশি প্রশিক্ষণ নেওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না।

► চীন থেকে আরও দুটি ০৫৪এ ফ্রিগেট কিনছে পাকিস্তান

চায়না শিপবিল্ডিং ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড থেকে আরও দুটি ০৫৪এ মডেলের ফ্রিগেট কেনার চুক্তি করেছে পাকিস্তান সরকার। এক বিবৃতিতে দেশটির নৌবাহিনী জানিয়েছে, চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ২০২১ সাল নাগাদ তাদের বহরে মোট চারটি ০৫৪এ ফ্রিগেট থাকবে। টাইপ ০৫৪এ (জিয়াংকাই টু) ফ্রিগেট ০৫৪-এর উন্নত সংস্করণ। এর সামনের অংশে একটি আটিক্যাল লক্ষিং সিস্টেম সংযুক্ত রয়েছে। জাহাজটির সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা তিন হাজার ৯০০ টন। পাশাপাশি একটি হালকা ইউটিলিটি হেলিকপ্টারও এর ডেকে বহন করতে সক্ষম। ফ্রিগেটটিতে অ্যান্টি-শিপ মিসাইল, অ্যান্টি-এয়ার মিসাইল এবং রকেট-সহায়ক টর্পেডো যুক্ত করা যায়।

► আর্কটিক সক্ষমতায় বিনিয়োগের আত্মন ব্রিটিশ এমপিদের

ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ এক পার্লামেন্টারি কমিটি আর্কটিক অঞ্চলে স্নায়ুযুদ্ধকালীন সক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে। অঞ্চলটিতে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছে ওই কমিটি। 'অন থিন আইস: ইউকে ডিফেন্স ইন দ্য আর্কটিক' শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে হাউজ অব কমন্সের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটি জানিয়েছে, আর্কটিকে রাশিয়া নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। দেশটির অব্যাহত উপস্থিতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই অঞ্চলে অভিযান পরিচালনায় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়াতে বিনিয়োগ করতে হবে।

► মার্কিন নৌবহরে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হলো ট্রাইটন ইউএভি

এমকিউ-ফোরসি ট্রাইটন ইউএভি আনুষ্ঠানিকভাবে বহরে যুক্ত করেছে মার্কিন নৌবাহিনী। আনম্যানড প্যাট্রল স্কোয়াড্রনে (ভিইউপি-১৯) ট্রাইটন ইউএভি সংযোজনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় ক্যালিফোর্নিয়ার নেভাল বেজ ভেনচুরা কাউন্টিতে। ভিইউপি-১৯ এ বর্তমানে দুটি ট্রাইটন ইউএভি রয়েছে। প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষণ শেষে এগুলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুণ্যে নিযুক্ত করা হবে। মেরিটাইম মাল্টিমিশন এয়ারক্রাফট মনুষ্যবাহী বোয়িং পি-৮এ পোসেইডনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ট্রাইটনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। একটানা ২৪ ঘণ্টা উড়তে সক্ষম ট্রাইটন কেবল এক মিশনেই দুই দশমিক সাত মিলিয়ন বর্গমাইল অতিক্রম করতে পারবে।



কিংডাও আন্তর্জাতিক ওশেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন ২০১৭ তে মনুষ্যবিহীন সারফেস ভেসেল পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনী বার্তা জানাল চায়না অ্যারোস্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্পোরেশন

মনুষ্যবিহীন ইউএসভি ও ইউওকেভি সামরিক জলযানের ভবিষ্যৎ!

নতুন ধরনের মনুষ্যবিহীন সারফেস ভেহিকল (ইউএসভি) ও ওশেন কমব্যাট ভেহিকল (ইউওকেভি) পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে চায়না অ্যারোস্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্পোরেশন (সিএএসসি)। এই দুটি অত্যাধুনিক মনুষ্যবিহীন জলযান পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা সাগরে মনুষ্যবিহীন প্রযুক্তির ব্যবহারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে বিশ্বাস রাখে সিএএসসি কর্তৃপক্ষ।

মনুষ্যবিহীন সারফেস ভেহিকল (ইউএসভি)

এই প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য হলো বিভিন্নরকম মেরিটাইম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নৌশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ সুনিশ্চিত করা। পরিকল্পনাটি সিএএসসির নবম একাডেমির বেইজিং কেন্দ্রিক ১৩তম গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রকাশ করে। এই নবম একাডেমিটি চায়না অ্যারোস্পেস টাইমস ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন (ক্যাটেক) হিসেবেও পরিচিত। নতুন ইউএসভি ডিজাইনের মধ্যে আছে ৮.৫ মিটার দৈর্ঘ্যের বিচ৫০। দ্রুতগতির মেরিটাইম প্রহরা ও প্রতিরোধের কাজই যার লক্ষ্য। আরও আছে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের জন্য ১১.৫ মিটার দৈর্ঘ্য এ১১৫০ এবং ১৫

মিটার দৈর্ঘ্য সি১৫০০, যা হবে এ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধ কৌশলের (এএসডব্লিউ) ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী।

বিচ৫০ হাই স্পিড প্যাট্রল ইউএসভিতে থাকবে ৮.৫ মিটারের শক্তপোক্ত হালের বোট সিস্টেম। এর পাশাপাশি রয়েছে একটি ডিজেল প্রপালশন সিস্টেম, যার গতি ৪০ কিলোমিটার আর তা ২৪ ঘণ্টার বেশি অপারেশন বা ১০৭ নটিক্যাল মাইল চলার ক্ষমতাসম্পন্ন। নির্মাতারা প্রত্যাশা করছে, এই নকশায় তৈরি যন্ত্রটি সি স্টেট-৪ লেভেল পর্যন্ত কাজ করতে পারবে।

বিচ৫০ তৈরিতে স্ট্যান্ডার্ড মিশন ইকুইপমেন্ট হিসেবে থাকবে একটি ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল/ইনফ্রারেড টারেট, যার রয়েছে দিন-রাতের সমান পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।

আরও আছে ইনটিগ্রাল লেজার রেঞ্জফাইন্ডার, একটা নেভিগেশন রাডার, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন অ্যারে ও লং রেঞ্জ অ্যাকুস্টিক ডিভাইস। এর পাশাপাশি এর নজরদারির সীমানা বাড়তে এতে থাকবে একটি ছোট মাল্টিট্রুটর মনুষ্যবিহীন এয়ারক্রাফট সিস্টেম।

৭.৬২ বা ১২.৭ মিলিমিটার মেশিনগানে সুসজ্জিত একটি ফরওয়ার্ড মাউন্টেড রিমোট উইপন সিস্টেমের সাথে এই বিচ৫০ একেবারেই মানিয়ে যায়। যদিও কোনো অ্যান্টি-ফ্রগমেন রকেট ফর ফ্যাসিলিটি বা ফোর্স প্রটেকশন অপারেশনের মাধ্যমেও একে সজ্জিত করা যায়। ওএসটি ২০১৭ তে ডিসপ্লে মডেল হিসেবে আট-টিউববিশিষ্ট লঞ্চার সিস্টেম প্রদর্শন করা হয়েছে।

অপরদিকে এ ১১৫০-এর ডিজাইন করা হয়েছে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের কাজের জন্য। এর একটি হাইব্রিড-ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেম রয়েছে, যা এর অপারেশন ক্ষমতাকে উন্নীত করেছে ২৪ ঘণ্টার বেশি বা ১৩০ নটিক্যাল মাইলে। এই সমুদ্রযানটির সক্ষমতা রয়েছে সি স্টেট-৪ এ পূর্ণশক্তিতে অপারেশন পরিচালনার।

এ১১৫০-এর নকশার মধ্যে রয়েছে ১.৫ টন পর্যন্ত পেলোড সক্ষমতা। তবে এগুলো নিয়োজিত থাকবে মাপজোক আর জরিপের যন্ত্রপাতি বহনের কাজে। যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ফাইবার অপটিক হাইড্রোগ্রাফোন, মেরিন ম্যাগনেটোমিটার, মাল্টিবিম সাইড স্ক্যান সোনার (প্রতিফলিত শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে পানিতে কোনো বস্তুর অবস্থান সন্ধানের যন্ত্র) ও বিম ইকো সাউন্ডার।

উচ্চগতির কৌশল এ১১৫০-এর মিশন প্রোফাইলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। এর বদলে ইঞ্জিনিয়াররা বর্ধিত সময়ের জরিপ কাজের জন্য সমুদ্রযানটির বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সংরক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছেন।

সি-১৫০০-র নকশা অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়্যারফেয়ারের মিশনের জন্য আদর্শ। এর পেলেড সক্ষমতা দুই টনের বেশি। হাইব্রিড ইলেকট্রিক প্রপালশনযুক্ত এই সমুদ্রযানটি গতি তুলতে পারবে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এর অপারেটিং রেঞ্জ ২৭০ নটিক্যাল মাইল, আর মিশন চালানোর সক্ষমতা রয়েছে ২৪ ঘন্টারও বেশি। নির্মাতারা প্রত্যাশা করছেন জলযানটি অপারেশন চালাতে পারবে সি স্টেট-৫ পর্যন্ত।

সি-১৫০০ তে পানির উপরিতলের ঠিক নিচের হুমকি চিহ্নিত করার জন্য থাকবে একটি সোনার (জাহাজের একটা অংশ হিসেবে এটা পানির নিচে লাগানো থাকবে)। এর পাশাপাশি থাকবে একটি স্টার্ন-মাউন্টেড লঞ্চ অ্যান্ড রিকভারি সিস্টেম, যা ব্যবহার করা যাবে পানির নিচে বা দূরে যাত্রার উপযোগী স্বয়ংক্রিয় জলযানে।

কোনো অসামঞ্জস্য বা সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে সি-১৫০০ সজ্জিত থাকবে হালকা ওজনের টর্পেডোতে।

ওএসটি ২০১৭ তে এএসডব্লিউ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রকল্পগুলোর উপস্থাপনা দেখে বিখ্যাত প্রতিরক্ষা বিষয়ক সাময়িকী জেন মনে করছে, ক্রেতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সি-১৫০০ এর নকশা অন্যান্য মিশনের জন্যও কাজে লাগানো যাবে।

সম্ভাব্য এই সব জলযান স্বল্প-দূরত্বের আকাশ সুরক্ষা, ইলেকট্রনিক যুদ্ধবাজির পাশাপাশি মাইন-কাউন্টারমিজার অপারেশন চালাতে সক্ষম।

মনুষ্যবিহীন ওশেনিক কমব্যাট ভেসেল

এই পরিকল্পনাটিও সিএএসসির নবম একাডেমির বেইজিং কেন্দ্রিক ১৩তম গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মোদ্যোগের ফসল। ডি৩০০০ মডেলের মনুষ্যবিহীন

ওশেনিক কমব্যাট ভেসেলটি (ইউওকেভি) হবে ৩০এম-ক্লাস মনুষ্যবিহীন সারফেস জলযান। এটি ৫৪০ নটিক্যাল মাইল জুড়ে ৯০ দিন ব্যাপী চলতে সক্ষম। তবে বৃদ্ধি পেতে পারে এর আকার। আর প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়তে পারে পেলেড ক্যাপাসিটিও। কোম্পানির নমুনা অনুযায়ী, ডি৩০০০-এর প্রাথমিক নকশায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে ডিজেল জেনারেটর গ্যাস দ্বারা চালিত একটি হাইব্রিড-ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেম। যদিও, অধিকতর নির্ভরতার জন্য এটিকে প্রতিস্থাপিত করে ছোট আকারের গ্যাসচালিত টারবাইন বসানো হতে পারে। নিম্নগতির অনির্দিষ্ট অপারেশনের জন্য জলযানটিতে থাকবে এনার্জি স্টোরেজ। এ ছাড়া এটি যখন নিশ্চল বা স্ট্যান্ডবাই হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন এর ফটো-ভোল্টানিক সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিকল্পভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে।

ক্রমবর্ধমান মিশন পেলেড ফ্লেক্সিবিলিটি আর সি-কিপিং পারফরম্যান্সের জন্য এতে রয়েছে ট্রিমারান হালফর্ম (পাশাপাশি তিনটি হাল) ব্যবস্থা। এ কারণে ডি৩০০০ এর নকশা ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত সর্বোচ্চ গতি তোলার দাবিদার। তার সাথে থাকছে সি স্টেট-৭ পর্যন্ত অপারেশন চালানোর গ্যারান্টি। এর মডিউলার আর্কিটেকচার বৈশিষ্ট্যের কারণে সেন্সর, অস্ত্র ইত্যাদি লাগানো বা খুলে নেওয়া যায় সহজেই। বহুমাত্রিক অপারেশনাল প্রয়োজনে জলযানটির মিশন সিস্টেম ১০ টন পর্যন্ত পেলেড বহন করতে পারে।

ওএসটিতে প্রদর্শিত প্রস্তাবিত ডি৩০০০ এর নকশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো চারটি ৩০ মিলিমিটার ক্যালিবার ধরনের ৭৩০ ক্লোজ-ইন উইপন সিস্টেমযুক্ত (সিআইডব্লিউএস) কার্যকরী সারফেস কমব্যাট উইপন। এখানে ফরওয়ার্ড উইপনটি ফোরডেক আর ফোরক্যাসলে স্থাপন করা হবে, আর এফট উইপনটি রাখা থাকবে এর অত্যাধুনিক স্ট্রাকচারের পোট আর স্টারবোর্ডে। এর পাশাপাশি, অ্যান্টিশিপ মিসাইল বহনকারী চার প্রকোষ্ঠের বক্স লঞ্চারের একজোড়া সংযুক্ত করা হবে জাহাজটিতে। পানির নিচের সমূহ

বুঁকি মোকাবিলার জন্য ডি৩০০০ সুসজ্জিত থাকবে চারটি ভারী আর আটটি হালকা ওজনের টর্পেডোতে।

ঘূর্ণায়মান মনুষ্যবিহীন এরিয়াল ভেহিকলের স্থাপন ও পুনরুদ্ধারের জন্য কাজে দেবে এর স্টার্ন ফ্লাইট ডেক। এই এরিয়াল ভেহিকলটি সম্প্রসারিত করবে জলযানটির অনুসন্ধান ও চিহ্নিতকরণের দায়িত্বের ব্যাপ্তি। কিন্তু সিএএসসির প্রকল্পটি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, এই মডেলটি কার্যকর হলে তা প্রস্তাবিত সারফেস আর সাবসারফেস উভয় ধরনের কমব্যাট সক্ষমতা এনে দেবে। প্রটোটাইপ পর্যায় থেকে মডেলটি অগ্রসর হলে এই বৈশিষ্ট্যটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে ডি৩০০০ এর চূড়ান্ত নকশায়।

কোম্পানি আশা করছে তারা বেজলাইন ডিজাইন থেকে দুটি ইউনিক মডেলের ডিজাইন করতে পারবে। প্রথমটি হলো ডি৩০০০এ। একটি মাল্টি-ফাংশনাল রাডার আর বোমার্ডার সক্রিয় সোনার সিস্টেমযুক্ত এই ডিজাইনটি রণতরীর নিরাপত্তা আর প্রহার কাজের জন্য অত্যন্ত আদর্শ হিসেবে কাজ করবে। এর পাশাপাশি এতে থাকছে সারফেস টু এয়ার মিসাইল আর এলডব্লিউটি লঞ্চার। আর জলের উপরিভাগে যুদ্ধের উপযোগী ডি৩০০০বি এর ডিজাইনে থাকছে এএসএমযুক্ত দুটি স্টার্ন-মাউন্টেড চার প্রকোষ্ঠের বক্স লঞ্চার।

দুই ধরনের নকশাতেই তৈরি জলযানে সুসজ্জিত থাকবে একটি করে ফোরডেক মাউন্টেড টাইপ ৭৩০ সিআইডব্লিউএস। এই সিআইডব্লিউএসে থাকছে ৪,৫০০-৪,৮০০ র‍্যাডিয়াস/মিনিট হারে নিক্ষেপণ সক্ষমতাযোগ্য উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক শেল আর একটি মাল্টি-ব্যাংগ ৩০ মিলিমিটার গান ফায়ারিং মিসাইল। অস্ত্রটির অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- একটি ওএফসি-৩, ইলেকট্রো অপটিক (ইও) ডিরেক্টর আর ইএফআর-১ ব্যান্ড (৮-১০ গিগাহার্টজের) ট্র্যাকিং রাডার। এগুলো জলযানটির নিজস্ব মাস্ট মাউন্টেড ইও টারেটের থেকে আলাদা থেকেও অতিরিক্ত ইমেজারি ও ট্র্যাকিং ডেটা প্রদান করতে পারে।

চায়না স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানির চায়না স্যুট কনস্টেলেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সুনিপুণভাবে তৈরি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন (স্যাটকম) স্যুটের মালিকানাও আছে সিএএসসি। এই কারণে ডি৩০০০ জলযানটি অপারেশন চালাতে পারবে তার পরিপূর্ণ দক্ষতা নিয়ে। এর জ্যামিগ্রফ প্রটোকল নিশ্চিত করবে এর অপারেশনাল সিকিউরিটি।

“আমরা স্বয়ংক্রিয় জাহাজ চালানো বড় কয়েকটি নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাড়া পাবার আশা করছি। আর তা পেলে বিপজ্জনক অপারেশনের সময় মানব ক্রু না পাঠিয়েই দক্ষতার সাথে অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি, অপারেশন ও জলযান তৈরির খরচও এই প্রকল্পের মাধ্যমে কমিয়ে আনা যাবে”- এমনই জানালেন সিএএসসির একজন মুখপাত্র।

ডি৩০০০ এর প্রাথমিক মডেলটি স্বয়ংক্রিয় কামান এবং অ্যান্টি শিপ মিসাইলের মতো অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সজ্জিত টাইমারান ট্রাবলহোম হালের পাশাপাশি মনুষ্যবিহীন ছোট ডুরোয়ান, টর্পেডো এবং মাইনের লকিং টিউব সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা দেয়



জেন ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স রিডিউতে প্রকাশিত
কেলভিন ওয়ং এর লেখা অবলম্বনে

শত কাজ কর্মের পর
লিবার্টিম্যান ফলইন
আমাদের জন্য
আনন্দ নিয়ে
আসত। আমরা
সবাই মিলে বৈরুত
শহর ঘুরতে বের
হতাম। সবচেয়ে
ভালো লাগত
অর্গানাইজেশন
ট্যুরগুলো। সমুদ্রে
অবস্থানের
একধেয়েমি
এড়ানোর লক্ষ্যে
বিভিন্ন সময়ে
লেবাননের
ঐতিহাসিক দর্শনীয়
স্থানগুলোতে বিভিন্ন
গাইড ট্যুর
পরিচালনা করা
হতো। প্রথমবারে
লেবাননের একটি
দর্শনীয় স্থান জেইতা
গ্রোতো ভ্রমণের
ব্যবস্থা করা হয়।
বিশাল বড় এক
পাহাড় এই জেইতা
গ্রোতো অভিভূত
হওয়ার মতো,
বাস্তবে না দেখলে
যার সৌন্দর্য ভাষায়
প্রকাশ করা কঠিন।



লেবাননের বৈরুত বন্দরে অবস্থানকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ আলী হায়দার

স্মৃতিতে অমলিন

এম হাফিজুল ইসলাম, পিও (রাইটার) (সরকারি সংখ্যা ২০০৬০৩২২)

এম মিজানুর রহমান, এল এস (সরকারি সংখ্যা ২০০৪০০২৯)

২২ জুন ২০১৭। আমাদের জন্য আনন্দময় এক দিন। আমরা সবাই মিলে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছি, কখন বিমানে উঠব। ঠিক রাত ১০টায় বিমানে চড়লাম। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (ইউনিফিল) ব্যানকন-৮ এ যোগদানের জন্য আমাদের যাত্রা লেবাননের বৈরুত বন্দরের উদ্দেশ্যে। লেবাননের রফিক হারারি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছানোর পর অগ্রগামী দলের একাংশ আমাদেরকে অভিনন্দন জানায়। এরপর বৈরুত বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আনুমানিক ভোর সাড়ে চারটার দিকে আমরা লেবাননের বৈরুত বন্দরে পৌঁছাই। সেখানকার কার্যক্রম শেষে সকাল ছয়টায় বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করি। বৈরুত বন্দরে প্রবেশের পরপরই বাংলাদেশি জাহাজ ও অগ্রগামী দলের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। আমরা সেখানে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করি, শুনি তাদের অভিজ্ঞতার গল্প। বেশ কিছুক্ষণের আড্ডায় আমরা ভুলে যাই ভ্রমণের ক্লাস্তি।

জাহাজে প্রবেশ করে নির্ধারিত মেসে সব গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তখন মাহে রমজান মাসের শেষ কয়েকদিন। ২৫ জুন ২০১৭ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। এরমধ্যেই জানতে পারি ২৪ জুন সকালেই আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য ভূমধ্যসাগরে চলে যেতে হবে। সেখানে লেবাননে সমুদ্রসীমা প্রহরাসহ অস্ত্র পাচার প্রতিরোধ এবং লেবানিজ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করেছি আমরা, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা।

এরিয়া অব মেরিটাইম অপারেশনে পালিত হলো মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। সেখানে আমরা সবাই ঈদের নামাজ আদায় করি এবং পরস্পর কুশল বিনিময় করে দিনটি উদ্‌যাপন করি। ভূমধ্যসাগরে প্রতি মাসেই আমাদের প্রায় ২২-২৫ দিন থাকতে হতো। দীর্ঘসময় সাগরে কাটানো প্রথমদিকে কিছুটা

কষ্টকর হলেও জাহাজে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকায় আমরা সহজেই অভ্যস্ত হয়ে উঠি। ভূমধ্যসাগরে টহল শেষ করে যখন আমরা হারবারে আসতাম, খুব ভালো লাগত। হারবারে এসে আমাদের প্রতিদিনের কাজ-কর্ম যেমন ডেক ওয়াশ, রেশন টানা ইত্যাদি করতাম। তাছাড়াও ইউএন মিশন নাকুরার পরিদর্শক দল যখন জাহাজে আসত পরিদর্শন করতে, অনেক কাজ-কর্ম করতে হতো। শত কাজ কর্মের পর লিবার্টিম্যান ফলইন আমাদের জন্য আনন্দ নিয়ে আসত। আমরা সবাই মিলে বৈরুত শহর ঘুরতে বের হতাম। সবচেয়ে ভালো লাগত অর্গানাইজেশন ট্যুরগুলো। সমুদ্রে অবস্থানের একধেয়েমি এড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে লেবাননের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলোতে বিভিন্ন গাইড ট্যুর পরিচালনা করা হতো। প্রথমবারে লেবাননের একটি দর্শনীয় স্থান জেইতা গ্রোতো ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। বিশাল বড় এক পাহাড় এই জেইতা গ্রোতো অভিভূত হওয়ার মতো, বাস্তবে না দেখলে

যার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এ ছাড়াও লেবাননের জাতীয় জাদুঘরসহ আরও বেশকিছু দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেছি আমরা। ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্থান হযরত ইউনুছ (আঃ) এবং হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর রওজা মোবারক পরিদর্শনের সুযোগ ঘটে আমাদের।

লেবাননে অবস্থানকালীন লেবানন ছাড়াও আমাদের সাইপ্রাস ও তুরস্ক সফরের সুযোগ হয়। মিশনে থাকা অবস্থায় যখন শুনলাম, সামনে সপ্তাহে তুরস্কের মার্সিন বন্দরে যাব, তখন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। শুধু মনে হতো শহীদ মোয়াজ্জমের লেখার কথা, নিউ নিউ পোর্ট, নিউ নিউ লাইফ, নিউ নিউ শিপস। মার্সিনে জাহাজের অধিনায়ক আমাদের জন্য অর্গানাইজেশন টুরের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আমরা সবাই মিলে গেলাম আসহাবে কাহাফ নামক একটা পাহাড়ে। আল-কুরআনে সুরা কাহাফে বিবৃত আছে, এই পাহাড়েই কয়েকজন মানুষ শুয়ে ছিল দীর্ঘ ৩১০ বা ৩১৩ বছর পর্যন্ত। নৌবাহিনীতে চাকরিই আমাদের এরকম ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাইপ্রাসের লিমা সোল বন্দর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল চমকপ্রদ। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, জাহাজ থেকে নামতে পারব না। যদি কেউ নামে তাহলে জরিমানা করবে। ১০৩ মিটারের জাহাজেই আমাদের সময় কাটাতে হলো। তবে যখন আমরা অর্গানাইজেশন টুরে গেলাম তখন খুব ভালো লাগল। সাইপ্রাসের অনেক বিখ্যাত



লেবাননের দর্শনীয় স্থান জেইতা প্রোতো পরিদর্শনকালে বানৌজা আলী হায়দারের শান্তিরক্ষীগণ

জায়গা ভ্রমণ করেছি আমরা যা আমাদের স্মৃতিতে অনেকদিন আনন্দময় অনুভূতির রেশ ছড়িয়ে যাবে।

মিশনে থাকা অবস্থায় যখন সাগরে থাকতাম, বেশিরভাগ সময়েই আমাদের ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। ভাবতাম এ আমরা কোথায় আসলাম- শুধু ফায়ার ফাইটিং আর ড্যামেজ কন্ট্রোল ট্রেনিং! তবে যখন প্রতি সি ট্রিপে ভ্যারাইটি শো হতো, ভালো লাগত খুব। কষ্ট আর আনন্দের মাঝে থাকতে থাকতে কখন যে এই মিশন আমাদের কাছে এত প্রিয় হয়ে ওঠে, বুঝতেও পারিনি। যখন শুনলাম আমাদের মিশনের মেয়াদ মাত্র ছয় মাস, তখন সবার মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদের আফসোস

হতো, দিনগুলো কত দ্রুত চলে যাচ্ছে।

মিশন থেকে ফেরার পথে আমরা জাহাজ নিয়ে মিশরে যাই। কায়রোর মিউজিয়ামে দেখতে পেলাম মমি করা ফেরাউনের বংশধর। এরপর আমরা রওনা হলাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে। জেদ্দা শহরে পৌঁছে আমরা ওমরাহ হজ্জ পালন করি। জেদ্দা থেকে পরবর্তী গন্তব্য ওমানের সালালাহ বন্দর। সেখানে আমাদের জন্য অর্গানাইজেশন টুর রাখা হয়েছিল। টুরে আমরা নবী হযরত আইয়ুব (আঃ) এবং হযরত ইমরান (আঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারত করি। এরপর আমাদের ওমানের মাসকাট শহরে যাওয়ার কথা ছিল। দুর্ভাগ্য, যাওয়া হয়নি। ওমান থেকে আমরা ভারত, শ্রীলঙ্কা হয়ে প্রায় ছয় হাজার নটিক্যাল মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসলাম।

মিশনের এই ছয় মাস ছিল আমাদের জন্য এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। নৌবাহিনীতে আমাদের সামনের দিনগুলোও এরকম অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও আনন্দঘন হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশা।

সাইপ্রাসের
লিমা সোল বন্দর
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
ছিল চমকপ্রদ।
সেখানে গিয়ে
জানতে পারলাম,
জাহাজ থেকে
নামতে পারব না।
যদি কেউ নামে
তাহলে জরিমানা
করবে। ১০৩
মিটারের জাহাজেই
আমাদের সময়
কাটাতে হলো।
তবে যখন আমরা
অর্গানাইজেশন
টুরে গেলাম তখন
খুব ভালো লাগল।
সাইপ্রাসের অনেক
বিখ্যাত জায়গা
ভ্রমণ করেছি
আমরা যা
আমাদের স্মৃতিতে
অনেকদিন
আনন্দময়
অনুভূতির রেশ
ছড়িয়ে যাবে।

বানৌজা নির্মলের নৌসদস্যরা লেবাননের দর্শনীয় স্থান হারিচা পরিদর্শন করেন



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিতে নৌসদস্যদের ঢাকা ত্যাগ

দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স মেরিন ইউনিট-৪ এ যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন নৌসদস্যরা। দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা দক্ষিণ সুদান যাত্রা করেন। গত ১২ জুলাই ৯৪ জন নৌসদস্যের প্রথম দল এবং ১৯ জুলাই দ্বিতীয় দলে ১০৬ জন নৌসদস্য ঢাকা ত্যাগ করেন। নৌবাহিনীর এই ইউনিট দক্ষিণ সুদানের নদীপথে জাতিসংঘের সরবরাহ ব্যবস্থাকে সচল রাখার পাশাপাশি স্থানীয় অসামরিক ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ডুবুরি সরবরাহ ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে।

বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। দক্ষিণ সুদান ছাড়াও বর্তমানে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় জাতিসংঘের মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ লেবানিজ জলসীমায় টহলের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিতে দক্ষিণ সুদানে যাচ্ছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা

শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিতে নৌসদস্যদের লেবানন গমন

লেবানন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ব্যানকন-৯ (ইউনিফিল) এ দায়িত্ব পালনকারী বানৌজা বিজয়ে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৮০ সদস্যের একটি দল গত ১৬ জুলাই চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেছে। চিফ স্টাফ অফিসার, কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ক্যাপ্টেন এম আবদুস সামাদ

বিমানবন্দরে নৌসদস্যদের বিদায় জানান। এ সময় নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও লেবাননগামী নৌসদস্যদের পরিবারবর্গের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৮ জুলাই ৩০ জন নৌসদস্যের প্রথম দলটি লেবানন গমন করেন।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ শুরু করে। নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্যসাগরে মাল্টিনিয়াশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে ইউনিফিলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে। বানৌজা বিজয় লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে দক্ষতার সাথে কাজ করে আসছে। পাশাপাশি লেবানিজ জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন, সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন লেবাননে যোগদানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগকালে নৌসদস্যরা





প্রশিক্ষণ সফরে অংশ নিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম নৌজেটি ত্যাগ করছে বানৌজা 'সমুদ্র জয়'

ওপর গোয়েন্দা নজরদারি, দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবানিজ নৌসদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ৮ বছর ধরে অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

যুদ্ধজাহাজ বানৌজা 'সমুদ্র জয়' এর প্রশিক্ষণ সফর

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'সমুদ্র জয়' প্রশিক্ষণ সফরে অংশ নিতে গত ১ সেপ্টেম্বর ভারত ও শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম নৌজেটি ত্যাগ করেছে। সফরের অংশ হিসেবে জাহাজটি ৪ হতে ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের বিশাখাপত্তনম বন্দরে এবং ১২ হতে ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার কলম্বো বন্দরে প্রশিক্ষণ সফরে গমন করে। জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাসহ মোট ২৭৮ জন নৌসদস্য এই সফরে অংশগ্রহণ করে। নৌবাহিনী জাহাজের এ ধরনের মহড়ায় অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। সফর শেষে জাহাজটি ২১ সেপ্টেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

৫৪তম বিএন জেএসসি উদ্বোধন ও সনদ বিতরণ

১৫ জুলাই হতে ১০ সপ্তাহ ব্যাপী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটিটিউট বিএন জেএসসিআই এর ৫৪তম কোর্স শুরু হয়। কোর্সে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার পদবীর ২৮ জন কর্মকর্তা ও দুই জন বিদেশি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির অডিটোরিয়ামে জেএসসি কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ডাইরেক্টর জেএসসিআই কমান্ডার মির্জা মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, (ট্যাজ) স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি ১০ সপ্তাহের কোর্সের মূল তিনটি মডিউল স্টাফ ডিউটিস, অপারেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিজিক স্টাডিজ এবং ম্যানেজমেন্ট

অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের অবহিত করেন। একই দিন একাডেমিক ভবনের ব্যাংকুয়েট হলে কোর্সের আইস ব্রেকিং ও স্যোসাল ইন্টারেকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সস্বীক অংশগ্রহণ করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর বিএনএ একাডেমিক কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। কমান্ড্যান্ট বিএনএ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। লেঃ কমান্ডার নাহিয়ান বাকের মিস্কি (এক্স), এনপিপি, বিএন ও লেঃ কমান্ডার বিজেন্দ্র সিং বিএন যৌথভাবে বেস্ট ইনডিভিজুয়াল রিসার্চ পেপারের জন্য 'বেস্ট আইআরপি সাটিফিকেট' লাভ করেন। এ ছাড়া লেঃ কমান্ডার নাহিয়ান বাকের মিস্কি (এক্স), এনপিপি, বিএন সেরা প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা হিসেবে 'নৌপ্রধান ট্রফি' লাভ করেন। সশস্ত্র বাহিনীর দাপ্তরিক কার্যপরিচালনায় দক্ষতা, বুৎপত্তি অর্জন ও পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করাই এই কোর্সের মূল লক্ষ্য।

৯ম ট্যাজ স্পেশলাইজেশন কোর্সের সনদ বিতরণ

ঈসা খান হ্যাঙ্গারে গত ১ সেপ্টেম্বর ৯ম ট্যাজ স্পেশলাইজেশন কোর্সের

সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরণ করেন। বানৌজা ঈসা খান ট্যাজ স্কুলের তত্ত্বাবধানে গত ৪ মার্চ শুরু হওয়া ২৬ সপ্তাহ ব্যাপী স্পেশলাইজেশন কোর্সটিতে ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড আন্ডার ওয়াটার একুইসিটিং, সোনার থিওরি, সোনার ইএসএফ-৩, টর্পেডো, আরডিসি, মাইন ওয়ারফেয়ার, এমসিএমসহ মোট ২৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে ৮৯.৫৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন লেঃ কমান্ডার এম রোকন উদ্দিন, (এক্স), বিএন (পি নং-১৯৫৮)। মোট আট জন প্রশিক্ষণার্থী অফিসার সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া কোর্স চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থী অফিসারগণ বানৌজা ভাটিয়ারি, বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, চট্টগ্রাম নেভাল বার্থে অবস্থানরত বিভিন্ন জাহাজ ও সাবমেরিন পরিদর্শন করেন।

ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছে বানৌজা 'আবু বকর' ও 'ধলেশ্বরী'

বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ টহল 'করপেট-২০১৮' এ অংশগ্রহণ ও ভারত সফর শেষে ৮ জুলাই দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ 'আবু বকর' ও 'ধলেশ্বরী'। জাহাজ দুটি

৯ম ট্যাজ স্পেশলাইজেশন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ঘাঁটির অধিনায়ক





এক্সারসাইজ টাইগার শার্ক এ মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথে ক্ষুদ্রান্ত্র ফায়ারিং অনুশীলন করে সোয়াডস সদস্যরা

নৌজেটিতে এসে পৌঁছালে নৌবাহিনীর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সুসজ্জিত বাদকদল বাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানায়। এ সময় কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসিসহ বিএন ফ্লিট এর অধীনস্থ সকল অধিনায়কগণ এবং জাহাজে গমনকারী অফিসার ও নাবিকদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সমুদ্র এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, চোরাচালান, মানবপাচার, জলদস্যুতা ও সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিরসনের লক্ষ্যে গত ২৭ জুন যৌথ টহলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দুই দেশের নৌবাহিনী প্রধান। মোট ২৪৯ জন নৌসদস্য নিয়ে বানৌজা ‘আবু বকর’ এবং ১৭১ জন নৌসদস্য নিয়ে বানৌজা ‘ধলেশ্বরী’ যৌথ এ টহল ও সফরে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ২৮ জুন চট্টগ্রাম নৌজেটি ত্যাগ করে। নৌবাহিনী জাহাজের এ ধরনের আন্তর্জাতিক মহড়ায় অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং নৌ নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পর্ক জোরদার হয়েছে।

অফিসার ক্যাডেটদের সিমিউলেটর প্রশিক্ষণ

গত ১০ জুলাই দ্বিতীয় এবং ১১ জুলাই তৃতীয় সেমিস্টারের অফিসার ক্যাডেটগণ প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বানৌজা ঈসা খানের সিমিউলেটর পরিদর্শন করেন। এ সময় সিমিউলেটরের কার্যক্রমের ওপর

ক্যাডেটদের ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ব্রিফিং শেষে ক্যাডেটদের জন্য ব্যবহারিকভাবে অগ্নিনির্বাপণ ও ডেমেজ কন্ট্রোল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সোয়াডস কমান্ডের ব্যবস্থাপনায় এক্সারসাইজ টাইগার শার্ক

কমান্ডার সোয়াডসের ব্যবস্থাপনায় বানৌজা নির্ভিকে ৮ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত ‘এক্সারসাইজ টাইগার শার্ক (টিএস)-৩৪’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়ায় স্পেশাল ফোর্স সোয়াডস এর ৩৫ জন সদস্য ও ইউএস স্পেশাল ফোর্সের ১১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। ভিআইপি/ভিভিআইপি নিরাপত্তা, জিম্মি ব্যক্তিকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধারের লক্ষ্যে হেলিকপ্টার উড্ডয়ন ও অবতরণের বিষয়ে মহড়ায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া ২১ হতে ২৪ জুলাই বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম এক্সারসাইজ টাইগার শার্ক (টিএস)-৩৪ যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় ফ্লোট রেঞ্জ, ফাস্ট রোপ ইনসারশন/এক্সট্রাকশন সিস্টেম (এফআরআইইএস) এবং ক্ষুদ্রান্ত্র ফায়ারিংসহ বিভিন্ন অনুশীলন করা হয়। স্পেশাল ফোর্স সোয়াডস সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথে নিয়মিত যৌথ মহড়া অনুশীলন করা হয়।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেমের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অফিসারদের ৬২তম ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ হতে ১৫ জুলাই। কোর্সে

অংশগ্রহণের জন্য ১২ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং তিন জন অফিসার প্রশিক্ষকসহ ২১ সদস্যের বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি দল গত ৬ জুলাই বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম আগমন করেন। প্রশিক্ষণার্থী দলটি সারভাইভাল, হ্যালো রেসকিউ/উইলিং অপারেশনসহ বিভিন্ন ওয়াটারবর্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বিমান বাহিনীর ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বেসিক ডাইভিং অফিসার কোর্সের সনদ বিতরণ

সোয়াডস কমান্ডের স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টারের ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ স্কুলে প্রশিক্ষণরত বেসিক ডাইভিং অফিসার (বিডিও) কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৭ আগস্ট। অনুষ্ঠানে কমান্ডার সোয়াডস কমান্ড প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ২৯ এপ্রিল হতে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ১৪ সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সে এক জন নেপালি সেনা সদস্যসহ সর্বমোট ছয় জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে ডাইভিং ফিজিক্স, ডাইভিং মেডিসিন, এয়ার ডাইভিং এবং শারীরিকসহ মোট সাতটি বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে সাব লেঃ নাহিদ উদ্দিন, (এক্স), বিএন (পি নং-২৮৫৫) ৮১.৫২ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

নৌকমান্ডোদের ডিবিএসএস এক্সারসাইজ

বানৌজা বঙ্গবন্ধু ও নৌবাহিনী হেলিকপ্টারের সমন্বয়ে গত ৩০ আগস্ট সমুদ্র মহড়া (এসইপি) ০২/২০১৮ উপলক্ষে সোয়াডস কমান্ডের নৌকমান্ডোদের ডিবিএসএস এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌকমান্ডোদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অনুশীলন প্রদর্শন করা হয়। ডিবিএসএস এক্সারসাইজের লক্ষ্য হলো বহির্নোঙরে অবস্থানরত বিদেশি ও বাণিজ্যিক জাহাজের সুরক্ষা এবং এসব জাহাজসমূহ শত্রুপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের উদ্ধারের জন্য হেলিকপ্টার এবং দ্রুতগামী বোটের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করা।

ডিঅ্যাডএল কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

বানৌজা ঈসা খান হ্যাপ্পারে ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ (ডিঅ্যাডএল) ‘কিউ’ সি/২০১৮ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ গত ১৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ২৪ জুন হতে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত আট সপ্তাহ ব্যাপী এ কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে জেনারেল সার্ভিস ডকুমেন্ট, গানারি জেনারেল, লিডারশিপসহ মোট ২৭টি বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে মো. ইমতিয়াজ ইকবাল, পিও (রাইটার) (সরকারি সংখ্যা ৯৯০৫৪১)

ডাইভিং অফিসার (বিডিও) কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সনদপত্র বিতরণ করেন কমান্ডার সোয়াডস কমান্ড





নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের হেলিকপ্টার থেকে ভূমিতে অবতরণের র‍্যাপলিং এক্সারসাইজ

৮৪.৯১ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া কোর্স চলাকালীন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ মেরিন ফিসারিজ একাডেমি ও বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন করেন।

নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের র‍্যাপলিং এক্সারসাইজ

সোয়াডস কমান্ডের স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলে প্রশিক্ষণরত নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের (এনসিএ-৭) অংশগ্রহণে বানোজা নিভীকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের সহযোগিতায় র‍্যাপলিং এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৩ সেপ্টেম্বর। হেলিকপ্টার হতে ভূমিতে অবতরণ এবং জরুরি উদ্ধার ও অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ভূমিতে অবতরণের জন্য র‍্যাপলিং এক্সারসাইজ পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া ২৬ সেপ্টেম্বর স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলে প্রশিক্ষণরত ৪র্থ বেসিক কাউন্টার টেররিজম কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের র‍্যাপলিং এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়।

বেসিক কাউন্টার টেররিজম কোর্সের সনদ বিতরণ

সোয়াডস কমান্ডের স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টারে 'বেসিক কাউন্টার টেররিজম কোর্সের' (বিসিটি) সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ সেপ্টেম্বর।

অনুষ্ঠানে কমান্ডার সোয়াডস কমান্ড প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদ বিতরণ করেন। ২ সেপ্টেম্বর হতে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সে এক জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। কোর্সে ফিজিক্যাল, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিটি অ্যাওয়ারেনেস, মার্কসম্যানশিপ অ্যান্ড ডেমোলেশন, কমান্ডো ট্যাকটিকস অ্যান্ড এয়ারবর্ন ট্রেনিংসহ মোট চারটি বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে এম এস মুন্সি, এবি (এনসিটি-২), সরকারি সংখ্যা ২০১৩০৯০৭, ৮৭.১৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

যৌথ মহড়া ঈগল শার্ক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অংশগ্রহণে যৌথ এক্সারসাইজ ঈগল শার্ক গত ২৭ আগস্ট চট্টগ্রামের এসএমডব্লিউটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সারসাইজের ডি-ব্রিফিংয়ে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ পিএসসি উপস্থিত ছিলেন।

নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের ওভার দ্য বিচ এক্সারসাইজ

গত ৯ হতে ১৩ সেপ্টেম্বর কমান্ডার সোয়াডস কমান্ডের স্কুল অব সোয়াডস

অ্যান্ড সেন্টারের স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলে প্রশিক্ষণরত নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির পার্শ্ববর্তী পারকি বিচে ওটিবি এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে জাহাজে অবস্থানরত নৌকমান্ডোদের সমুদ্র থেকে বোটের মাধ্যমে ভূমিতে আগমন এবং পুনরায় জাহাজে প্রত্যাবর্তনের জন্য এই অনুশীলন করা হয়।

ওএসটিজি ওয়ার্কশপ

বানোজা ইসা খান হাঙ্গারে গত ২৯ জুলাই হতে ২ আগস্ট 'ওএসটিজি ওয়ার্কশপ-২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচ দিন ব্যাপী এ ওয়ার্কশপের উদ্বোধন

করেন কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ওয়ার্কশপে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ ছাড়াও অসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এতে নৌবাহিনীর জাহাজ, ঘাঁটিসহ সকল স্থাপনায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি।

সমুদ্র মহড়া 'এসইপি ০২/২০১৮'

গত ২৮ হতে ৩০ আগস্ট 'এসইপি ০২/২০১৮' সমুদ্র মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসইপিতে বানোজা বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, আবু বকর, সুরভি, দুর্জয়, মধুমতি, সাগর, শাপলা, নির্মল, অদম্য, অতন্দ্র এবং খাদেম অংশগ্রহণ করে। কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং সংশ্লিষ্ট স্টাফ অফিসারগণ মহড়া অবলোকন করেন। এক্সারসাইজ শেষে ৩০ আগস্ট জাহাজসমূহ পোতাশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

সমুদ্র মহড়া এসইপি-তে বানোজা আবু বকরে র‍্যাস (রিপানিসমেন্ট অ্যাট সি) অনুশীলন



জাতিসংঘ মিশনে



বানৌজা বিজয়ে নতুন যোগদানকৃত কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের কাছে জাতিসংঘের পতাকা হস্তান্তর করেন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ক্যাপ্টেন ওয়াসিস পিয়ানো

বাংলাদেশ র‍াষ্ট্রদূতের সাথে বানৌজা বিজয়ের অধিনায়কের সাক্ষাৎ

বানৌজা বিজয়ের অধিনায়ক লেবাননের বাংলাদেশ দূতাবাসের র‍াষ্ট্রদূত এইচ ই মো. আব্দুল মোতালেব সরকার এবং ল্যাফ নেভি সদরদপ্তরে সি-ইন-ল্যাফ নেভি রিয়ার এডমিরাল হোসনি দাহেরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে উভয়ের মধ্যে ফ্রেস্ট হস্তান্তর ও শুভেচ্ছা বিনিময়সহ ইউএন সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।

বানৌজা বিজয়ের অধিনায়কত্ব হস্তান্তর

ইউনিফিল ব্যানকন-৮ এর বিদায়ী কন্টিনজেন্ট কমান্ডার বানৌজা বিজয়ের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম ফজলার রহমান, (সি), পিএসসি, বিএন এবং নতুন যোগদানকৃত কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ক্যাপ্টেন এম নজরুল ইসলাম, (এন), পিএসসি, বিএন এর মধ্যে 'ট্রান্সফার অব অথরিটি সেরিমনি' অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৪ জুলাই। অনুষ্ঠানে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ক্যাপ্টেন ওয়াসিস পিয়ানো প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিদায়ী এবং

নতুন কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের নিকট জাতিসংঘের পতাকা হস্তান্তর করেন। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্যাপ্টেন এম নজরুল ইসলাম, (এন), পিএসসি, বিএন জাতিসংঘের অধীনে বিশ্বের একমাত্র মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অন্তর্গত কমান্ডার টাস্কগ্রুপ (সিটিজি) ৪৪৮.০১ এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ইউনিফিল সদর দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌজা বিজয়ের সিওই পরিদর্শন

বানৌজা বিজয় ইউনিফিল মিশনে যোগদানের পর প্রথমবারের মতো গত ২৪ জুলাই ইউনিফিল সদর দপ্তর নাকুরা হতে আগত পরিদর্শক দল জাহাজের সিওই (কন্টিনজেন্ট ওনড ইকুইপমেন্ট) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক দলকে জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সচলাবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত দক্ষতা, অপারেশনাল কার্যকলাপ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেশন ব্রিফ দেখে পরিদর্শক দল সন্তোষ প্রকাশ করেন। জাহাজে উপস্থাপিত অপারেশন ব্রিফ মানসম্পন্ন ছিল বলে এ সময়

পরিদর্শক দলের সদস্যগণ মন্তব্য করেন।

বানৌজা বিজয়ের বিভিন্ন এক্সারসাইজ অনুশীলন

জুলাই মাসে বানৌজা বিজয় লেবানন জলসীমায় তুরস্ক নৌবাহিনী জাহাজ টিসিজি বারটিন ও জার্মান নৌবাহিনী জাহাজ 'এফজিএস ব্রুগসচওয়েগ' এর সাথে এবং ৮ ও ৯ আগস্ট ইন্দোনেশিয়ান নৌবাহিনী জাহাজ

'কেআরআই ওসমান হারুন' এবং তুরস্ক নৌবাহিনী জাহাজ 'টিসিজি বারটিন' এর সাথে ব্যাজ স্টেশন কিপিং এবং মেইলবেগ ট্রান্সফার (র‍্যাস) এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বানৌজা বিজয় ১১ আগস্ট লেবানন জলসীমায় জার্মান নৌবাহিনী জাহাজ 'এফজিএস ব্রুগসচওয়েগ' এর সাথে টুইং এক্সারসাইজেও অংশগ্রহণ করে এবং ১৬ ও ২১ আগস্ট ব্রাজিল নৌবাহিনী জাহাজ 'বিআরএস ইন্ডিপেন্ডেন্সিয়া' এবং গ্রিস নৌবাহিনী জাহাজ 'এইচএস সালামিসের' সাথে অ্যান্টি অ্যাসেমেট্রিক এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করে।

ব্যানএফএমইউ-৪ জুবর সিওই পরিদর্শন

গত ১৪ আগস্ট ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন সাউথ সুদান (ইউএনমিস) সদর দপ্তর হতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শক দল ব্যানএফএমইউ-৪ জুবর সিওই (কন্টিনজেন্ট ওনড ইকুইপমেন্ট) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ব্যানএফএমইউ-৪ এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন সিওই সমূহের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়ায় পরিদর্শক দল সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বানৌজা বিজয়ে আইটি ও সিডিটি অনুষ্ঠিত

ইউনিফিল সদর দপ্তর থেকে কর্মকর্তাগণ আইটি (ইনডাকশন ট্রেনিং) এবং কনডাক্ট অ্যান্ড ডিসপ্লিন

রিভার প্যাট্রলে গমনের পূর্বে ওআইসি ফোর্স মেরিন ইউনিট (এফএমইউ) এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সেফটি ব্রিফ



ট্রেনিংয়ের (সিডিটি) জন্য গত ২৪ জুলাই বানৌজা বিজয়ে আসেন। প্রশিক্ষণে অধিনায়কসহ জাহাজের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশনের (এমআইও) দায়িত্ব পালন এবং লেবানন কোড অব কন্ডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের বানৌজা বিজয় পরিদর্শন

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের নেতৃত্বে উচ্চপদস্থ ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ৪ আগস্ট লেবাননে যান। এ সময় প্রতিনিধিদলকে ইউনিফিলের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফিং প্রদান করা হয়। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেবাননে অবস্থানকালে ইউনিফিল ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার, এমটিএফ কমান্ডার ও লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে নাকুরার সদর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদল লেবাননের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখেন। ৮ আগস্ট সফরের কর্মসূচি শেষে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে লেবানন ত্যাগ করেন। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারসহ প্রতিনিধিদল সফরের সকল কর্মসূচি এবং ইউনিফিল মিশন ব্যানকন-৯ এর

সকল অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ব্যানএফএমইউ-৪ রিভারাইন প্যাট্রল

সেপ্টেম্বর মাসে ব্যানএফএমইউ-৪ মালাকালে সর্বমোট সাতটি রিভারাইন প্যাট্রল পরিচালনা করা হয়েছে। এসব প্যাট্রলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে ইউএনমিসের (ইউনাইটেড ন্যাশন মিশন ইন সাউথ সুদান) উপস্থিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কি লিডারশিপ এনগেজমেন্ট (কেএলই) পরিচালনা করা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর রয়টার্স সাংবাদিক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ ব্যানএফএমইউ মালাকাল হতে ১৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ওয়াউ শিল্পক্ষে একটি বিশেষ রিভারাইন প্যাট্রল পরিচালনা করা হয়। রয়টার্স ওয়েবসাইটে মিশন এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকাণ্ডের ওপর সংক্ষিপ্ত সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

অপারেশন লাইফ লাইন-৩০

গত ১৪ সেপ্টেম্বর অপারেশন লাইফ লাইন-৩০ (লেগ-১) এর কনভয় মাঙ্গালা পোর্ট জেটি থেকে ব্যানএফএমইউ মালাকালের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যানএফএমইউ মালাকাল

জেটিতে পৌঁছায়। অপারেশন লাইফ লাইনের মাধ্যমে ব্যানএফএমইউ এর মাধ্যমে ইউএনের রসদ সরবরাহকারী বার্জ সমূহকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী পথে নিরবচ্ছিন্ন ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করা হয়।

ব্যানএফএমইউ মালাকালে ইন্টারন্যাশনাল 'ডে ফর পিস' উদ্‌যাপন

ইন্টারন্যাশনাল 'ডে ফর পিস' উপলক্ষে ইউএনমিসের সদস্যগণ এবং স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে মালাকাল স্টেডিয়ামে ২১ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিন টাউন সেন্টার হতে মালাকাল স্টেডিয়াম পর্যন্ত পিস কারাবান যাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং মালাকাল স্টেডিয়ামে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়।

এমটিএফ ফ্লাগশিপ পরিবর্তন

এমটিএফ ফ্লাগশিপের পরিবর্তন উপলক্ষে বিদায়ী ফ্লাগশিপ ব্রাজিলিয়ান নৌবাহিনী জাহাজ 'বিআরএস ইডিপেডেসিয়া' এবং নতুন যোগদানকৃত 'বিআরএস লিবারেল' এর তত্ত্বাবধানে ট্রান্সফার অব অথরিটি সেরিমনি ১৫ সেপ্টেম্বর বৈরুত বন্দরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বানৌজা বিজয়ের অধিনায়ক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া একই দিন এমটিএফ কমান্ডারের জাহাজ 'বিআরএস

লিবারেল' এ ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল স্টেফানো ডেল কর্নেলের সাথে সকল এমটিএফ জাহাজের অধিনায়কের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিপিকেও (ডিপার্টমেন্ট অব পিস কিপিং অপারেশন) এর উচ্চ প্রতিনিধিদলসহ বানৌজা বিজয়ের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম. নজরুল ইসলাম, (এন), পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন। এতে ইউনিফিলে এমটিএফের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বানৌজা বিজয়ের আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা

গত ১ হতে ৩ সেপ্টেম্বর বানৌজা বিজয়ে তিন দিন ব্যাপী আন্তঃবিভাগীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ভূমধ্যসাগরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় জাহাজের সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে জাহাজের অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নবাগত কমান্ডারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

রুয়ান্ডা এভিয়েশনের নবাগত কন্টিনজেন্ট কমান্ডার কর্নেল রিচার্ড ব্যানএফএমইউ-৪ এর কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের সাথে ৪ সেপ্টেম্বর সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে পরস্পরে কুশলাদি বিনিময়সহ অপারেশনাল বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ ছাড়া ২৮ সেপ্টেম্বর সেক্টর কমান্ডার সাউথ আনমিস ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এক্সিং এইচই ব্যানএফএমইউ জুবা পরিদর্শন করেন।

বানৌজা বিজয় অধিনায়কের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ইন্দোনেশিয়ান নৌবাহিনী জাহাজ 'কেআরআই ওসমান হারুন' এর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আলান দাহলান এবং নতুন মোতায়েনকৃত জাহাজ 'কেআরআই সুলতান হাসান উদ্দিন' এর অধিনায়ক সিইসিপি হাইডয়াত গত ২৭ সেপ্টেম্বর বানৌজা বিজয়ের অধিনায়কের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী জাহাজ 'কেআরআই ওসমান হারুন' এর সাথে র‍্যাস স্টেশন কিপিং এবং মেইল ব্যাগ ট্রান্সফার এক্সারসাইজে বানৌজা বিজয়





বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০১৮/এ ব্যাচের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া

ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০১৮/এ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত

গত ২ জুলাই চট্টগ্রামের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০১৮/এ ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজের মাধ্যমে নৌবাহিনীর ২০১৮/এ ব্যাচের ছয় জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারকে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপভোগ, কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া।

ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণে সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন করে মো. আফজাল হোসেন ভূঁইয়া শ্রেষ্ঠ চৌকস ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার হিসেবে 'বীর শ্রেষ্ঠ' রুহুল আমিন স্বর্ণপদক লাভ করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের র‍্যাঙ্গে জাতির পিতার ভাস্কর্যের সামনে আয়োজিত অ্যাপুলেট পরিধান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের

মাঝে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারগণসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তা ও শিক্ষা সমাপনী ব্যাচের কর্মকর্তাদের অভিব্যবস্থান উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোকদিবস পালন



যথাযথ ভাবগাত্তর্য ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম

শাহাদাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গত ১৫ আগস্ট দিবসটি উপলক্ষে নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে জাতির পিতার ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনীতে নৌবাহিনীর সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। বাদ যোহর মসজিদে মসজিদে কোরআন খতম, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শোক দিবস উপলক্ষে কালারস হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

'জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০১৮' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বৃক্ষরোপণের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে গত ২৯ জুলাই নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি নৌসদরের সেন্ট্রাল ওয়ার্ড রুমের সম্মুখে একটি গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে

বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নৌসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, ঢাকা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধনের পর নৌবাহিনী প্রধান বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের নৌসদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ছাড়া তিনি উপকূলীয় অঞ্চলে অধিকহারে বৃক্ষরোপণের

নৌসদরে 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০১৮' এর উদ্বোধন করেন নৌপ্রধান





বানৌজা হাজী মহসীনের বাৎসরিক পরিদর্শন উপলক্ষে প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা

মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মসূচির আওতায়, ২৯ জুলাই কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও কমসোয়াডস বানৌজা নির্ভিকে, ৬ আগস্ট কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া, ১৯ জুলাই নেভাল এভিয়েশনে, ২৯ জুলাই বিএন ফ্লিটের আয়োজনে এবং বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমের অধিনায়ক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ ছাড়াও নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটি ও নৌবাহিনীর জন্যে নির্ধারিত স্থানসমূহে বিভিন্ন ধরনের ফলদ, ভেজ, কাঠ ও ছায়া প্রদানকারী গাছের চারা রোপণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নৌপ্রধানের সুইজারল্যান্ড সফর

সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনের ১১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে গত ২৪ জুলাই দেশে ফিরেছেন নৌবাহিনী প্রধান ও বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি। নৌবাহিনী প্রধান দেশটির লুসানে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের ১১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সুইজারল্যান্ড সফরে যান। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনের সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সুইজারল্যান্ডে অবস্থানকালে তিনি সুইমিং ফেডারেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সুইজারল্যান্ড সফর শেষে

নৌপ্রধান জার্মানিতে যান এবং সেখানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মাণাধীন মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এর আগে নৌপ্রধান গত ১৭ জুলাই সুইজারল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

সি পাওয়ার সিম্পোজিয়ামে যোগ দিতে নৌপ্রধানের যুক্তরাষ্ট্র গমন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউপোর্টে অনুষ্ঠিত ‘২৩তম আন্তর্জাতিক সি-পাওয়ার সিম্পোজিয়ামে’ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ সত্বীক গত ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯ হতে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ডে অবস্থিত নেভাল ওয়ার কলেজে আয়োজিত এই সিম্পোজিয়ামে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌপ্রধানগণ, নৌসমর বিশারদ ও নৌপর্যবেক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। নৌবাহিনী প্রধান সিম্পোজিয়ামের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সিম্পোজিয়ামে মেরিটাইম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগে সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জলদস্যুতা দমন, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা, সমুদ্রপথে অস্ত্র, মাদক ও মানবপাচার রোধে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেখানে অবস্থানকালে তিনি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নৌবাহিনী প্রধান ও সমুদ্র বিশ্লেষকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌবাহিনী

প্রধানের সফরসঙ্গী হিসেবে দুজন নৌকর্মকর্তা এই সফরে উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে ২৭ সেপ্টেম্বর তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বানৌজা হাজী মহসীনের বার্ষিক পরিদর্শন

গত ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর বানৌজা হাজী মহসীনের বার্ষিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা নৌঅঞ্চলের বার্ষিক ডিভিশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা কমান্ডার সেলিম রেজা হারুন, (জি), ওএসপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯ সেপ্টেম্বর বার্ষিক পরিদর্শন, জেনারেল অ্যাডভেলশন এবং প্যাসিভ ডিফেন্স মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক প্যারেড ও পরিদর্শনে বানৌজা হাজী মহসীনের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে গত ২২ আগস্ট মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপিত হয়েছে। বানৌজা হাজী মহসীন প্যারেড গ্রাউন্ডে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নৌসদরের পিএসওগণ, নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা, অধিনায়ক বানৌজা হাজী মহসীন, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং বানৌজা হাজী মহসীনের সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করেন। নামাজ শেষে নৌবাহিনী এবং দেশ ও জাতির

মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতের পর পণ্ড কোরবানী করা হয়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলেও ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আঞ্চলিক কমান্ডার এবং জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়কগণ ঈদের নামাজ শেষে অফিসার ও নাবিকদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে কালারস হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল এবং সূর্যাস্ত হতে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়।

নৌপ্রধান ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বিএনএ পরিদর্শন

গত ১ আগস্ট নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের নবনির্মিত অডিটোরিয়াম পরিদর্শনে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে যান। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ড্যান্ট বিএনএসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ২০ জুলাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম ইসমাত আরা সাদেক বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শনে আসেন। তিনি নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের র‍্যাম্প ও বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি একাডেমিক ভবনে স্থাপিত সিম্যানশিপ মডেলরুম, ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলরুম, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, নেভিগেশন মডেলরুম ও লাইব্রেরিসহ ঘাঁটির গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি বিএনএ এর ওয়েস্ট পয়েন্টের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম ইসমাত আরা সাদেক বিএনএ পরিদর্শনকালে ঘাঁটির গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ঘুরে দেখেন





বানোজা ঈসা খানে কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান

বানোজা ঈসা খানে কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট পরিদর্শনে নৌপ্রধান

গত ১ আগস্ট ও ৪ সেপ্টেম্বর নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ বানোজা ঈসা খানে কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন। নৌবাহিনী প্রধান ঈসা খান মাল্টিপারপাস হল, বেকারি, এসএম ব্যারাক, এমটি ওয়ার্কশপ, ১৬তলা বিল্ডিং ও স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ অবলোকন করেন। পরিদর্শনকালে নৌবাহিনী প্রধান নির্মাণ কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

নৌপ্রধানের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর

গত ৪ সেপ্টেম্বর নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর করেন। সফরকালে নৌবাহিনী প্রধান স্ট্যাটিক প্যারেড, ট্রেনিং স্কুল ও এসএম-৫ ব্যারাক পরিদর্শন শেষে নজরুল ব্লক উদ্বোধন ও বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান ঘাঁটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য বেশকিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর নৌবাহিনী প্রধান সুইমিং স্পটে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স) এর খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

গত ১১ সেপ্টেম্বর সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি

অ্যানুয়েল অপারেশনাল ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স উপলক্ষে খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। কনফারেন্সে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল অধিনায়ক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, স্টাফ অফিসার ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিআরসিসি ২০১৭/বি ব্যাচের রেজিমেন্টেশন কোর্স

গত ১ জুলাই বিআরসিসি ২০১৭/বি ব্যাচের সাত জন প্রশিক্ষণার্থী দুই সপ্তাহ ব্যাপী রেজিমেন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে কর্মকর্তা সুলভ মানসিকতা তৈরি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর রীতিনীতি সম্পর্কে নৈতিক ধারণা ও যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এ কোর্সটি পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি উপলক্ষে ঘাঁটির অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অ্যাপুলেট ওয়ারিং সেরিমনিতে কমান্ড্যান্ট বিএনএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাপুলেট পরিচয় দেন। এ সময় বিএনএ এর সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শনে আরব আমিরাতে মেরজর জেনারেল

গত ৪ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরাতে মেরজর জেনারেল স্টাফ পাইলট ইসহাক সালহা আল বালোসি বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে তিনি কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট

ডকইয়ার্ডের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক কুশল বিনিময় ছাড়াও ডকইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তিনি ডকইয়ার্ডের মেশিনশপ পরিদর্শন করেন। এ সময় পরিদর্শক দল মেশিনশপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।

অফিসার বেসিক কোর্স প্রশিক্ষণার্থীদের খুলনা নৌঅঞ্চল পরিদর্শন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ঘাঁটি সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুল যশোর পরিচালিত কোর্স কারিকুলামের অংশ হিসেবে একজন অফিসার ইনস্ট্রাক্টর, তিন জন বিদেশি অফিসার প্রশিক্ষণার্থী, ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অফিসার এবং সাত জন অন্যান্য পদবীর সৈনিকসহ ২৫ সদস্যের একটি দল বানোজা তিতুমীর এবং খুলনা নেভাল বার্থে অবস্থিত বানোজা সুরমায় আগমন করেন। এ সময় 'বিএন কমিউনিকেশন সিস্টেম' এর ওপর ব্রিফিং প্রদান করেন নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষক লেঃ কমান্ডার এম আল আমীন, (সি), বিএন। এতে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিএন কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করেন।

নেভাল এভিয়েশনে ফ্লাইট সেফটি মিটিং

গত ১৪ আগস্ট নেভাল এভিয়েশনে ফ্লাইট সেফটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমডোর নেভাল এভিয়েশন। সভায় এয়ারক্রাফট উড্ডয়ন ও অবতরণের সময় এবং হ্যাপ্পারে এয়ারক্রাফট সিকিউর করার সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে নেভাল

এভিয়েশনে কর্মরত সকল পাইলটসহ অফিসার ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার ভাষণে ফ্লাইট নিরাপত্তার সকল নিয়মনীতি সঠিকভাবে মেনে চলার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

জেএসসি ও এমএফডব্লিউসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের বানোজা নিভীক পরিদর্শন

গত ৬ আগস্ট ৫৪তম বিএন জেএসসি ক্লাসের চার জন প্রশিক্ষকসহ মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা এবং ৮ আগস্ট এমএফডব্লিউসি কোর্সের ৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা বানোজা নিভীক আগমন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের আগমন উপলক্ষে সোয়াডস হলে নৌকমান্ডোদের অপারেশন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফিং এবং বিভিন্ন অনুশীলন প্রদর্শন করা হয়।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে ৬ আগস্ট বানোজা তিতুমীরের ওয়ার্ডরুম সংলগ্ন মাছরাঙ্গা লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া কমডোর সামসুল আলম, (জি), এনডিউপি, এনডিইউ, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাগণ ও নাবিকবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সেতুমন্ত্রী কর্ণফুলী টানেল পরিদর্শন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি সংলগ্ন নির্মাণাধীন কর্ণফুলী টানেল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি

বিএন ডকইয়ার্ডের মেশিনশপ পরিদর্শনকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মেরজর জেনারেল স্টাফ





ঈসা খান হ্যাঙ্গারে ২০১৭ সালের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল

সরেজমিনে টানেলের চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি অবলোকন করেন। এ সময় তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে চলমান কাজ সম্পন্নকরণের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকদের সনদপত্র বিতরণ

গত ২২ জুলাই বানোজা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে ২০১৭ সালের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি। তিনি শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এবং সবার উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

ভারতীয় এবং ইউএস প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

গত ১২ সেপ্টেম্বর ইউএস প্রতিনিধি দলের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য 'ইএস ক্যার্যাট-২০১৮' এর প্রাকপ্রস্তুতি ও ভেন্যু পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। এ সময় তারা একাডেমির নবনির্মিত অভিটোরিয়াম পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়াও ভারতের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এনআইওএস হতে আগত প্রতিনিধিদল তাদের সফরসূচির অংশ হিসেবে ৪ আগস্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা একাডেমির সিডিবি এলাকা, ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্টের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) এর বিএনএ পরিদর্শন

সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন গত ১২ সেপ্টেম্বর। এ সময় কমান্ড্যান্ট বিএনএ অফিসার ক্যাডেটদের ট্রেনিংয়ের অগ্রগতি ও বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের অধীনে নির্মিত সুইমিং কমপ্লেক্স ও বোটপুলের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করেন।

নৌসচিবের বিএনএ আগমন

গত ২১ এপ্রিল নৌসচিব কমডোর আশরাফুল হক চৌধুরী, (জি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি বিএনএ আগমন করেন। পরদিন ২২ এপ্রিল

তিনি ৫৪তম বিএন জেএসসিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ক্যারিয়ার প্ল্যান বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও নৌসচিব আলোচনা করেন। এ সময় কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাডেট কলেজের প্রশিক্ষার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের চার জন প্রশিক্ষক কর্মকর্তা ও ৬১ জন প্রশিক্ষার্থী এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের চার জন প্রশিক্ষক ও ৬৬ জন প্রশিক্ষার্থী বার্ষিক শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি সফর করেন। সফরকালীন তারা বিএনএতে নবনির্মিত একাডেমিক উইং, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন। এ ছাড়াও একাডেমির নান্দনিক ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্টের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

অফিসার ক্যাডেটদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট

গত ২৯ জুলাই অফিসার ক্যাডেটগণ (২০১৭/বি ব্যাচের সেমিস্টার-৩) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের অংশ হিসেবে কর্ণফুলী ইপিজেড ও চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। সেখানে ক্যাডেটদের জন্য তাদের কার্যক্রমের ওপর বিশেষ

ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। ব্রিফিং শেষে ক্যাডেটগণ কর্ণফুলী ইপিজেডের অন্তর্গত জুতা ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখেন। এরপর তারা চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় অফিসার ক্যাডেটগণ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যরত ব্যক্তিদের সাথে তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এএফডব্লিউসি কোর্স সদস্যদের বিএনএ পরিদর্শন

গত ৮ আগস্ট এএফডব্লিউসি কোর্সের সদস্যদের স্টাফ রাইড (এসআর) বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা বিএনএতে নবনির্মিত একাডেমিক উইং, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং একাডেমির ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্টের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

ডিএমএস (নেভি) এর বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ডাইরেক্টর অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস (নেভি) সার্জন কমডোর মো. জালাল উদ্দিন, এমপিএইচ, বিএন বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর করেন। সফরকালীন ডিএমএস (নেভি) ঘাঁটির সিক-বে, এমসিডব্লিউসি, ট্রেনিং স্কুল এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন শেষে হাসপাতালের পাশে একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন। পরিদর্শনকালীন এ সময় তাকে ঘাঁটির ট্রেনিং কার্যক্রম, চিকিৎসা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শনে ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা





কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে সকল ঘাঁটি, জাহাজ ও সংস্থাসমূহের অফিসার ও নাবিকগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাঙ্গ খোলা ও জোড়া প্রতিযোগিতা

ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এ সময় তিনি সামরিক ও অসামরিক সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন এবং ঘাঁটির হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রেরণের আশ্বাস দেন।

জেএসসি গ্র্যাজুয়েশন ডিনার ও ট্রেনিং মেসনাইট

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ব্যাংকুয়েট হলে জেএসসি গ্র্যাজুয়েশন ডিনার ও ট্রেনিং মেসনাইট অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ সেপ্টেম্বর। মেসনাইটে কমান্ড্যান্ট বিএনএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও একাডেমির সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, জেএসসি প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তাবৃন্দ, মিডশিপম্যান ও ক্যাডেটগণ সজ্জীকৃত উপস্থিত ছিলেন।

হজ্জ্ গমনকারী সদস্যদের সাথে নৌপ্রধানের সাক্ষাৎ

গত ১২ জুলাই নৌকল্যাণ পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় হজ্জ্ গমনকারী নৌসদস্যগণ নৌপ্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় নৌপ্রধান, সকল পিএসওগণ, পরিচালক নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তর ও নৌকল্যাণ পরিদপ্তর উপস্থিত ছিলেন।

জিম্বাবুয়ে এনডিইউ ডেলিগেশন টিমের বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর

গত ৫ জুলাই জিম্বাবুয়ে ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি (এনডিইউ) এর ২৫ সদস্যের একটি দল বানৌজা শহীদ

মোয়াজ্জমে আগমন করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় সফরকারী দলের সম্মানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরদিন সকালে সফরকারী দল ঘাঁটির ট্রেনিং স্কুল, ল্যাব ও মডেলরুমসমূহ পরিদর্শন করেন। এ ছাড়াও ঘাঁটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সফরকারী দল কাগুইয়ের কর্ণফুলী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট ঘুরে দেখেন।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে ক্ষুদ্রাঙ্গ খোলা ও জোড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৮ জুলাই বানৌজা ঈসা খান হাঙ্গারে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল ঘাঁটি, জাহাজ ও সংস্থাসমূহের অফিসার ও নাবিকগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাঙ্গ খোলা ও জোড়া প্রতিযোগিতা

২০১৮ সালে হজ্জ্ গমনকারী নৌসদস্যদের মাঝে নৌবাহিনী প্রধান



অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন এম জিয়াউল হক, (ট্যাজ), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

জেএসসি দলের কাগুই এবং রাঙ্গামাটি সফর

গত ২০ সেপ্টেম্বর ৫৪তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্স (জেএসসি) এর চার জন ফ্যাকাল্টি মেম্বর, ২৭ জন প্রশিক্ষার্থী অফিসার এবং ছয় জন স্টাফের সমন্বয়ে একটি দল শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে আগমন করেন। সফরকালে তারা ঘাঁটি সংলগ্ন লেকে বোটপুল অ্যান্ডিভিটিজে অংশগ্রহণ এবং কাগুইয়ের কর্ণফুলী হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন ও ড্যাম পর্যবেক্ষণ করেন। পরদিন বিএন জেএসসি দল ঘাঁটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বোটযোগে শুভলং, ঝুলন্ত ব্রিজ ও সেনা বাহিনীর আরণ্যকসহ রাঙ্গামাটির আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র ভ্রমণ করেন। রাতে ঘাঁটির ড্রিলশেডে একটি মনোজ্ঞ সাং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সফরের শেষ দিন তারা ঘাঁটির পিকনিক স্পট এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে ঈদ পুনর্মিলনী

বানৌজা ঈসা খান হাঙ্গারে 'ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে গত

২৬ জুলাই। অনুষ্ঠানে সহকারী নৌপ্রধান রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। একই দিন বিএন লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

ডিইও এবং অফিসার ক্যাডেটদের বিএনএতে যোগদান

ডিইও-২০১৮/বি ব্যাচের আট জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার এবং ২০১৮/বি ব্যাচের ৪৫ জন অফিসার ক্যাডেট গত ২ জুলাই বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে যোগদান করেন। এ সময় তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। একাডেমির ঐতিহ্য অনুসারে প্রশিক্ষার্থীদের নেভাল অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। ৩ জুলাই ঘাঁটির অডিটোরিয়ামে সদ্য যোগদানকৃত ২০১৮/বি ব্যাচের ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ও অফিসার ক্যাডেটদের অ্যাপুলেট ওয়ারিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট বিএনএ কমডোর গোলাম সাদেক, (জি), এনজিপি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সদ্য যোগদানকৃত প্রশিক্ষার্থীদের অ্যাপুলেট পরিয়ে দেন।



এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী কৃতি সঁতারুদের মাঝে নৌবাহিনী প্রধান

সামার অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নৌবাহিনী

গত ২৬ জুলাই জাতীয় সামার অ্যাথলেটিক্সে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সামার অ্যাথলেটিক্সের ১৪তম এই আসরে ১৫টি স্বর্ণ, ১৫টি রৌপ্য এবং ১২টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৪২টি পদক নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ১৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য এবং ১৩টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৪২টি পদক নিয়ে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী। অন্যদিকে তিনটি স্বর্ণ পদক নিয়ে তৃতীয় হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সামার অ্যাথলেটিক্সের শেষ দিনে ২০০ মিটার স্প্রিন্টে মহিলা বিভাগে নৌবাহিনীর সোহাগী আক্তার স্বর্ণপদক জিতেছেন। তিনি ২৫.১০ সেকেন্ড সময় নিয়ে দৌঁড় শেষ করেন। প্রতিযোগিতায় তিনি দেশের দ্রুততম মানবী একই দলের শিরিন আক্তারকে (২৫.২০ সেকেন্ড) পেছনে ফেলেন। এ ছাড়া পুরুষ হাই জাম্পে নৌবাহিনীর মাহফুজুর রহমান ২.০৭ মিটার লাফিয়ে স্বর্ণ জিতেছেন। পুরুষ লং জাম্পে নৌবাহিনীর এম ইসমাইল ৭.৩৭ মিটার এবং মহিলা লং জাম্পে একই দলের

রিংকি খাতুন ৫.৩৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে স্বর্ণপদক জয় করেন। ১১০ মিটার হার্ডলসে মহিলা বিভাগে নৌবাহিনীর তামান্না আক্তার ১৫.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেন। সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি এএসএম আলী কবির প্রতিযোগিতার সমাপনী ঘোষণা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নৌপ্রধানের সাথে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী সঁতারু দলের সাক্ষাৎ

১৮তম এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী জাতীয় দলের দুই কৃতি সঁতারু মোহাম্মদ মাহফিজুর রহমান ও খাদিজা আক্তার বৃষ্টি এবং কোচ নিবেদিতা দাস ১৩ আগস্ট নৌসদর দপ্তরে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা এবং নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৮ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা এবং পালেম্বাং শহরে অনুষ্ঠিতব্য ১৮তম এশিয়ান গেমসে

নৌবাহিনীর এই কৃতি সঁতারুরা অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা নৌঅঞ্চলে টেনিস অ্যান্ড স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

গত ২৬ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর বানোজা তিতুমীরের ব্যবস্থাপনায় তিতুমীর টেনিস গ্রাউন্ডে খুলনা নৌঅঞ্চল 'টেনিস অ্যান্ড স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় মোট ২৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এমএফডব্লিউসি,

পিএসসি উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন পেন্টাথলন প্রতিযোগিতার সমাপনী

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জেম ৮ জুলাই থেকে চলমান বাংলাদেশ নৌবাহিনী পেন্টাথলন, শুটিং, পুলিং, দূরপাল্লার দৌঁড়, ব্যাডমিন্টন এবং সেইলিং প্রতিযোগিতা-২০১৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৫ জুলাই। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার সাবমেরিন কমডোর এম কামরুল হক চৌধুরী,

১৪তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী নৌসদস্যগণ



(ট্যাজ), ওএসপি, পিএসসি, বিএন। এ সময় তিনি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন। পরে বিভিন্ন ইভেন্টে একক এবং দ্বৈত বিজয়ী দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএনএ তে অফিসার ক্যাডেটদের ইন্টারটপ প্রতিযোগিতা

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইন্টারটপ বাল্কেটবল ও ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা ক্যাডেটদের মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফক্সল ডিভিশন ও বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ডেক ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

শোক দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজে বিশেষ আয়োজন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও গভর্নিং বডির সভাপতি রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি। এদিন জাতির পিতার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়। এরপর বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বক্তৃতা, আবৃত্তি এবং হামদ ও নাট প্রতিযোগিতা



খুলনা নৌঅঞ্চল টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া

অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন। বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া ঢাকা ও খুলনা বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বানৌজা নিভীকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বানৌজা নিভীকে কর্মরত শিপস্ কোম্পানির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর হকি ও ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া শারীরিক বিকাশ ও যোগ্যতা পরীক্ষার লক্ষ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর ফুটবল ও ৩০ সেপ্টেম্বর সাঁতার

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার সোয়াডস কমান্ড ক্যাপ্টেন এম হুমায়ুন কবীর, (ট্যাজ), এনসিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। খেলা উপভোগ শেষে তিনি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বিএন কলেজ ঢাকায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত

‘আসুন প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সরকারের নির্দেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ৪ জুলাই বিএন কলেজ ঢাকা বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন করেছে। বিএন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ ইং ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন, বিএন (অব.) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) মো. আশরাফ উদ্দিন। বিএন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে প্রধান অতিথি, শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীরা ‘প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার করি, না পারলে বর্জন করি’ ইত্যাদি স্লোগান সঙ্গলিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে দীর্ঘ র্যালি বের করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত সকলকে পরিবেশ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। বিএন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ উপস্থিত সকলকে পরিবেশ দিবসের শুভেচ্ছা জানান এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ

দিবসের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের এই পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিএন কলেজ ঢাকায় নবীনবরণ

গত ২৩ জুলাই বিএন কলেজ ঢাকা সংলগ্ন শহীদ মোয়াজ্জম হলে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করার উদ্দেশ্যে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা ও বিএন কলেজের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কমান্ডার সেলিম রেজা হারুন, (জি), ওএসপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এমএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও তরজমা পাঠ করা হয়। পরে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে নবীন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে প্রতীকী বরণ ও তাদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ নবীনদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে উপস্থিত নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানান। এ

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ইন্টারটপ বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অফিসার ক্যাডেটগণ



সময় তিনি বিএন কলেজ ঢাকাকে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রত্যাশা করেন। পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে বিভিন্ন সুপারামর্শ প্রদান করেন। বিএন কলেজ ঢাকার পক্ষ থেকে সহকারী শিক্ষক অরুণ রতনের আঁকা চিত্রকর্ম প্রধান অতিথির হাতে তুলে দেন অধ্যক্ষ। শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামের অসামান্য কৃতিত্ব

বাংলাদেশের সকল অঞ্চল থেকে মেধাবীদের খুঁজে বের করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সাল হতে প্রতি বছর ‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত এটি একটি বিশেষ প্রতিযোগিতা। যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামের তিনজন শিক্ষার্থী থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়। এরা হলো মো. ফারদিন আল হোসাইন, অষ্টম শ্রেণি, তার বিষয় ছিল বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ, অনিন্দ্য রাজ দাশ, অষ্টম শ্রেণি, তার বিষয় ছিল গণিত ও কম্পিউটার এবং নওশিন সালসাবিল, দশম শ্রেণি, তার বিষয় ছিল বাংলাদেশ



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী চট্টগ্রাম বিএন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা

স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ। গত ৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তার তেঁজগাও কার্যালয়ের শাপলা হলে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি পুরস্কার প্রদানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ২৮ জুলাই বিএন কলেজ ঢাকায় যথাযোগ্য মর্যাদা, গভীর শ্রদ্ধা ও বিন্দু ভালোবাসায় বিংশ শতাব্দির অগ্রণী বাঙালি কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিএন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে জাতীয় কবিকে বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর শিল্পকর্ম থেকে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে মানবমুক্তির পথের এ দিশারীকে অনুসরণ করাই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো। তাঁর কর্মকে উপলব্ধি

করে নিজ জীবন গঠনে কাজে লাগাতে হবে। কালজয়ী জীবন দর্শন মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা এবং নজরুল চর্চাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।” দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি। এরপর বিএন কলেজ ঢাকার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রামের বার্ষিক পরিদর্শন

গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রামে বার্ষিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালক নৌশিক্ষা পরিদপ্তর ক্যাপ্টেন আবু সৈয়দ মোহাম্মদ আক্তার হাসান, (এস), পিএসসি, বিএন তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন। পরিদর্শকবৃন্দ বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামের সার্বিক প্রশাসনিক, একাডেমিক ও অবকাঠামোগত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। একইসাথে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং অভিভাবকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। বার্ষিক পরিদর্শনের দিন পরিচালক নৌশিক্ষা পরিদপ্তর প্রাতঃকালীন সমাবেশে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-২০১৭ এর নির্বাচিত শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করেন। পরিদর্শক দল বিভিন্ন ক্লাসরুম, ল্যাব ও লাইব্রেরি ঘুরে দেখেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

নৌকমান্ডোদের অংশগ্রহণে বানৌজা নিভীকে অনুষ্ঠিত হকি খেলার একাংশ





জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেয়াল পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

বানৌপক সংঘের জাতীয় শোক দিবস পালন

গত ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকার হলরুমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে হামদ-নাত, আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। পরে বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকার শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। এ ছাড়াও জাতীয় শোক দিবস পালনে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই উপ-শাখার উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও অবদানের ওপর আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, কোরআন তিলাওয়াত, হামদ ও নাত, আবৃত্তি, রচনা, চিত্রাঙ্কন

প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

নৌঅঞ্চলে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সারাদেশের মতো ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে চার নৌঅঞ্চলে। বানৌপক সংঘের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়ে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। গত ১৪ জুলাই ঢাকা নাবিক কলোনির শহীদ মোয়াজ্জম হলে এবং নৌসদর এমআইরুমে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম। ছয় মাস হতে পাঁচ বছর পর্যন্ত মোট ১,৬৮৫ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। একই দিন বানৌজা উপশম, নাবিক কলোনি খুলনা, খুলনা সিডব্লিউসি, মোংলা ও মোংলা এনেক্সে শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

বানৌপক সংঘ প্রেসিডেন্টের কাপ্তাই উপশাখা পরিদর্শন

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম গত ৪ সেপ্টেম্বর সংঘের কাপ্তাই উপশাখা পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি বিএনএফডব্লিউএ, কেজি স্কুল ও এমসিডব্লিউসি কমপ্লেক্সের সামনে একটি করে বৃক্ষরোপণ করেন। বৃক্ষরোপণ শেষে সংঘের প্রেসিডেন্ট কনফারেন্স রুমে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার সকল কার্যনির্বাহী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি বানৌপক সংঘ, কেজি স্কুল ও এমসিডব্লিউসি কমপ্লেক্সের সামনে একটি করে বৃক্ষরোপণ করেন। বৃক্ষরোপণ শেষে সংঘের প্রেসিডেন্ট কনফারেন্স রুমে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম





বানৌপক সংঘের উদ্যোগে নাবিক স্ত্রীগণের অংশগ্রহণে রান্না বিষয়ক কর্মশালা

ঢাকায় নারীদের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান

গত ১৬ জুলাই বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় শহীদ মোয়াজ্জম হলে নারী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম মনিরা রওশন ইকবাল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুর্ক বিশেষজ্ঞ ডাঃ বেগম আয়েশা সিদ্দিকা। এ ছাড়াও সংঘের ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডাঃ বেগম আয়েশা সিদ্দিকা, সংঘের সদস্যদের তুর্কজনিত বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। প্রত্যেককে পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঢাকায় ইনডোর গেমস ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গত ৫ আগস্ট নাবিক কলোনীর শহীদ মোয়াজ্জম হলে বানৌপক সংঘ ঢাকা আয়োজিত ইনডোর গেমসের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ, শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, সেলাই সনদপত্র বিতরণ এবং বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম। প্রধান অতিথি ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার, শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার

পুরস্কার এবং সেলাই প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঢাকা নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বানৌপক সংঘ ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

রান্না বিষয়ক কর্মশালা

নৌপরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করে বানৌপক সংঘের নির্দেশনায় পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত খাবার তৈরি এবং তা পরিবেশনে পারদর্শী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ জুলাই ও ৫ আগস্ট বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার

উদ্যোগে নাবিক স্ত্রীগণের অংশগ্রহণে রান্না বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা উপস্থিত ছিলেন। উভয় কর্মশালায় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ৮৭ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন নাবিক পরিবারের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে রন্ধন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া গত ১১ জুলাই লেডিস ক্লাব খুলনা শাখায় কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণের অংশগ্রহণে এবং ১৬ আগস্ট বানৌপক সংঘ খুলনা শাখায় রন্ধন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে সংঘের খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম আফসানা আলম উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালা উপভোগ করেন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন। রন্ধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সংঘের খুলনা ও বিএন লেডিস ক্লাব খুলনার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সর্বস্তরের নাবিকগণের পরিবার ও কন্যা সন্তানগণ উপস্থিত ছিলেন।

নাবিক পরিবারবর্গের দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজামের দিকনির্দেশনায় নাবিক জীবনের যান্ত্রিকতা নিরসন, কর্মমুহুরা ও মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাবিক পরিবারের কোমলমতি সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের জন্য 'দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ২১ জুলাই বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণের

আয়োজন করা হয়। এবারের আয়োজনে নাবিক পরিবারের সন্তান ও তাদের অভিভাবকগণের জন্য বিএনএ ওয়েস্ট পয়েন্ট ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়।

চট্টগ্রামে শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুলাই বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের বয়স ভিত্তিক তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়। এতে তিনটি গ্রুপে মোট ২৮ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। ক গ্রুপে নোমান মল্লিক, খ গ্রুপে সাব্বিন পারভেজ সাম ও গ গ্রুপে সিরাজুম মনিরা সুবা প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতা পরিচালনায় ছিলেন পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি। প্রতিযোগিতায় সংঘের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় চক্ষু চিকিৎসা প্রদান ও ডেন্টাল ক্যাম্পেইন

গত ১১ জুলাই বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার ব্যবস্থাপনায় এবং বানৌজা উপশমের সার্বিক সহযোগিতায় নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি আই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে বানৌজা উপশমের চক্ষু বিশেষজ্ঞ সার্জন

বানৌপক সংঘ ঢাকার ইনডোর গেমস ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার এবং সেলাই সনদপত্র বিতরণ করেন সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম



নৌপরিবার পরিক্রমা

নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এ ছাড়া গত ৩০ জুলাই বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার ব্যবস্থাপনায় বানৌজা উপশমের সার্বিক সহযোগিতায় নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার শিক্ষার্থীদের জন্য ডেন্টাল ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। ডেন্টাল ক্যাম্পেইনে বানৌজা উপশম এর ডেন্টাল বিশেষজ্ঞ সার্জন নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার প্রথম শ্রেণির ৭০ জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ডেন্টাল চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

চট্টগ্রামে বৃক্ষরোপণ অভিযান

গত ৮ আগস্ট বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে ‘বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৮’ এর আয়োজন করা হয়। সংঘের চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করে এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় বিএন লেডিস ক্লাবের সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত

নৌসদরের সাগরিকা হলে ২৯ জুলাই নৌসরবরাহ ও যান পরিদপ্তর কর্তৃক অয়োজিত ও বিএন লেডিস ক্লাব, ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ক্লাবদ্রব্যে ভেজাল নিরূপণ, ভেজাল খাদ্য গ্রহণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বিসিএসআইআর

এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মিসেস সেলিনা খান ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আবু তারেক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তার স্ত্রীগণ ও মহিলা কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় বিএন লেডিস ক্লাবের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

গত ৬ সেপ্টেম্বর নৌসদরের সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব, ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ঢাকা নৌঅঞ্চলের কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা ও তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

খুলনায় অভিভাবক মতবিনিময় সভা

গত ১৯ জুলাই বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার ব্যবস্থাপনায় শহীদ মোয়াজ্জম অডিটোরিয়ামে নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার অভিভাবকদের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম আফসানা আলম। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি এবং শিক্ষা সচিব মিসেস



নৌপরিবার কাউন্সিলিং কার্যালয় চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন করেন
বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম

জোহা আশরাফ। অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা এবং সকলস্তরের অভিভাবক উপস্থিত থেকে স্কুলের শিক্ষা ও অন্যান্য সেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় প্রায় ৬০০ অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখা আয়োজিত ‘ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০১৮’ এর উদ্বোধন করেন সংঘের চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা। ১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ১৫৪ জন নাবিকের স্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে ঈদ পুনর্মিলনী

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখায় ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৮ উপলক্ষে বানৌপক সংঘের অডিটোরিয়ামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিকা, আশার আলো এবং বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রীগণ এবং বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম ও বিএন লেডিস

ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার সকল কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে কাউন্সিলিং কার্যালয় উদ্বোধন

গত ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত নৌপরিবার কাউন্সিলিং কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি এবং কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল নৌপ্রশাসনিক কর্মকর্তা ও তাদের স্ত্রীগণ এবং বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখায় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৮ এর উদ্বোধন করেন
সংঘের চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা





লেপান্তোর যুদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম নৌযুদ্ধ

ইউরোপের মিত্র খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ নিয়ে গঠিত হলি লিগ এবং মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল লেপান্তোর যুদ্ধ। ১৫৭১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর গ্রিসের আওনিয়ান অঞ্চলে পাতরাস উপসাগরে এই যুদ্ধ হয়। ক্রাসিকাল যুগের পর হতে সে সময় পর্যন্ত পশ্চিমের নৌ ইতিহাসে এটি ছিল বৃহত্তম নৌযুদ্ধ। এই যুদ্ধে খ্রিস্টান মিত্রবাহিনীর ২১২টি যুদ্ধজাহাজ, ২৮,৫০০ সৈনিক এবং ৪০,০০০ নাবিক এবং অপর পক্ষে অটোমান বাহিনীর ২৭৮টি যুদ্ধজাহাজ; ৩১,৪৯০ সৈনিক ও ৫০,০০০ নাবিক অংশগ্রহণ করে। লেপান্তোর যুদ্ধে খ্রিস্টান মিত্রবাহিনী জয়লাভ না করলে ইউরোপের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো।

খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের সাথে সুলতান সুলেমানের যুদ্ধের ফলস্বরূপ পরবর্তীতে সংঘটিত হয় লেপান্তোর নৌযুদ্ধ। তবে শুধুমাত্র রাজ্যদখলের জন্য এই যুদ্ধ হয়নি। এই যুদ্ধ পরিণত হয়েছিল মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধে। ভেনিস প্রজাতন্ত্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অটোমান সাম্রাজ্যের চলমান আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও অটোমানদের বারংবার হামলা, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাহায্য না পাওয়ার কারণে ১৫৪০ সালে অটোমানদের সাথে এক অপমানজনক শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি সুলতান সুলেমানের বেঁচে থাকা পর্যন্ত বহাল ছিল। কিন্তু ১৫৬৬ সালে সুলেমান মারা গেলে তাঁর পুত্র সেলিম অটোমানদের সম্রাট নির্বাচিত হন। সেলিম ভেনিস রাজ্যের অংশ সাইপ্রাসকে নিজের সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হিসেবে স্থাপন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ভেনিস সাইপ্রাস দখলে রাখতে চেয়েছিল। ১৫৭০ সালে

সুলতান সেলিম সাইপ্রাস দখল করলে ভেনিস প্রজাতন্ত্র পোপ পায়াস পঞ্চমের শরণাপন্ন হয়।

পঞ্চম পায়াস ১৫৬৬ সাল থেকে খ্রিস্টান রাজ্যসমূহকে একত্রিত করে অটোমানদের দৌরাত্ম্য কমানোর চেষ্টা করছিলেন। স্প্যানিশরা ঐ সময় তাদের সাহায্য করতে আগ্রহী হয়। ভেনিস অবশ্য ইতালিয়ান অঞ্চলের সমস্যায় স্পেনের অন্তর্ভুক্তির ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু পঞ্চম পায়াস স্পেনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এরপর ১৫৭১ সালের ২৫ মে পোপ পায়াসের মধ্যস্থতায় স্পেন ও অন্যান্য ইতালিয়ান রাজ্যসমূহ অটোমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মিত্রবাহিনী গঠন করে। যার নাম হয় হলি লিগ। হলি লিগের কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন সম্রাট ফিলিপের ছোট ভাই ডন হুয়ান ডি অস্ট্রিয়া। হলি লিগ নৌবহর সিসিলি দ্বীপের মেসিনা থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৫৭১ সালে কর্ফুর উদ্দেশ্যে রওনা করে। যাত্রাপথে তারা খবর পায় যে ফামাগুস্তা নগরীর পতন হয়েছে এবং অটোমান বাহিনী পাতরাস উপসাগরে লেপান্তো অঞ্চলে অবস্থান করছে। হলি লিগের নৌবহরে ছিল ছয়টি আধুনিক যুদ্ধজাহাজে সজ্জিত বিশাল আকৃতির গ্যালিসিস (মধ্যযুগের বৃহদাকার যুদ্ধজাহাজ), ২০৬টি গ্যালি (মাঝারি যুদ্ধজাহাজ), কিছু অতিরিক্ত মালবাহী জাহাজ এবং ২৮,৫০০ জন সৈনিক। তার বিপরীতে অটোমান সাম্রাজ্যের নৌবহরে ছিল ২২২টি গ্যালি ও ৫৬টি গ্যালিয়ট (ছোট আকৃতির যুদ্ধজাহাজ) এবং ৩১,৪৯০ জন সৈনিক।

হলি লিগের যুদ্ধজাহাজে ছিল ১,৮১৫টি কামান, বিপরীতে অটোমান বাহিনীর কামানের সংখ্যা ছিল ৭৫০টি। তাছাড়া অটোমান বাহিনীর সৈনিক ও

নাবিকরা হলি লিগের মতো সুসজ্জিত ও দক্ষ ছিল না। সে কারণে সেদিন অটোমানদের ভরাডুবি হয়।

হলি লিগের নৌবহর ছয়টি গ্যালিসিসের পিছনে চার অংশে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সম্মুখভাগের নেতৃত্বে ছিলেন ডন হুয়ান, বাম অংশের নেতৃত্বে ছিলেন ভেনিসের অ্যাগোস্টিগো বারবারিগো, ডান অংশের নেতৃত্বে ছিলেন জেনোয়ার এডমিরাল জিওভানি আন্দ্রিয়া ডোরিয়া। এ ছাড়াও সান্তা ক্রুজের নৌবহর বিপদকালীন সময়ে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিল। অপরদিকে, অটোমান বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সম্মুখভাগে নেতৃত্বে ছিলেন বাহিনীর কমান্ডার আলি পাশা, আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর মোহাম্মদ সাউলাক নেতৃত্বে ছিলেন ডান অংশের এবং বাম দিকের নেতৃত্বে ছিলেন আলজিয়ার্সের উলুচ আলি।

যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল সম্মুখ ও বাম অংশের বাহিনীর হাতে। যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাহাজগুলো

শত্রুপক্ষের ওপর সরাসরি আক্রমণ করছিল। আলি পাশার জাহাজ সুলতানা ডন হুয়ানের জাহাজ রিয়েলকে সরাসরি ধাক্কা দেয়। ফলে জাহাজ দুটির ডেক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। দুই ঘন্টা মরণপণ সম্মুখযুদ্ধের এক পর্যায়ে যুদ্ধরত আলি পাশা মারা গেলে অটোমানদের সম্মুখ বাহিনী শেষ পর্যন্ত পিছু হটে। আলি পাশার জাহাজ সুলতানা দখল করে ডন হুয়ানের রিয়েল। এভাবে আরও দুই ঘন্টা যুদ্ধ চলে। হলি লিগের বাম অংশের নেতৃত্বে থাকা বারবারিগো যুদ্ধরত অবস্থায় চোখে তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যান। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মেরী বাহিনীর ডান অংশের নেতৃত্বে থাকা ডোরিয়া তার নির্ধারিত স্থান থেকে দক্ষিণ দিকে সরে গেলে এই অংশে শূন্যস্থান তৈরি হয়। এ সময় উলুচ আলি এই ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়েন এবং মাল্টার বাহিনীর ১৫টি গ্যালিকে আক্রমণ করেন। এই হামলায় তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে সান্তা ক্রুজের সংরক্ষিত বহরের সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে তারা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। এ সময় উলুচ আলি ধাওয়া করলে তিনি মাল্টার বাহিনীর দখলকৃত একটি জাহাজে করে পালিয়ে যান। এভাবেই হলি লিগ তথা খ্রিস্টান বাহিনী জয়লাভ করে এবং মুসলিম অটোমান বাহিনীর আগ্রাসন সাময়িক রোধ করে। পরবর্তীতে ভেনিস অটোমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করে এবং সাইপ্রাসকে পুনরায় সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তবে, এই যুদ্ধ খ্রিস্টান বাহিনীর মনোবল ব্যাপক বাড়িয়ে দিয়েছিল।

লেপান্তোর যুদ্ধে অটোমানদের দুই শতাধিক জাহাজ হারানোর পাশাপাশি ৪০,০০০ সৈনিক মারা গিয়েছিল। অপর পক্ষে হলি লিগ বাহিনীর ১০,০০০ জন মারা গিয়েছিল ও ১৭টি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছিল।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy